উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা- সাপাহার, জেলা- নওগাঁ

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সাপাহার, নওগাঁ

সমন্বয়ে

সুশীলন
Shushilan

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

UKaid · European Union · NORWEGIAN EMBASSY · SWEDEN · Australian Aid · UNDP

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ুও আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে স্থান ভেদে এদেশে প্রতি বছর বন্যা (নদীবাহিত/ বৃষ্টিপাতজনিত), টর্নেডো (ঘূর্ণিঝড়), খরা/ অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, ঘনকুয়াশার মত বিভিন্ন ধরণের আপদ আঘাত হানে। বাংলাদেশ একটি নদী মাতৃকদেশ হওয়ায় প্রায় প্রতিবছর এলাকা ভিত্তিক নদীভাঙনের শিকার বহলোক ভিটে মাটি ছাড়া হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং নদী-খাল ভরাট জনিত কারণে এলাকা ভিত্তিক অধিবাসীদের সংশ্লিষ্ট নানা ধরণের আপদের সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়াও মানবসৃষ্ট ও শিল্প কারখানা জনিত বিভিন্ন ধরণের আপদ প্রতিনিয়ত মানুষকে আতংকগ্রস্থ করে রাখে। এসমস্ত আপদের প্রভাবে সহায় সম্পদসহ জান-মাল, প্রাণীসম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে শুধু আক্রান্ত জনগোষ্ঠী-ই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, জাতীয় সম্পদ এবং অর্থনীতিতেও ব্যাপকভাবে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দুর্যোগ প্রবণ দেশ হলেও পূর্বে দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষের সহায় সম্পদসহ জান-মাল, প্রাণীসম্পদ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার সুদূর প্রসারী কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। *সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ত্রাণ ও পুনর্বাসনকেই বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার* সমন্বিত দূর্যোগ ব্যাবস্থাপণা কর্মসূচীর (CDMP-II) মাধ্যমে দূর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা বিষয়ক এক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিকভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ, ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির সমন্বয়ে স্থানীয় ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা পর্যালোচনার মাধ্যমে দূর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দূর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনায় স্থানীয় আপদ সমূহ চিহ্নিত করে দূর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহন ও ঝুঁকি নিরসনের জন্য সাপাহার উপজেলায় কার্যকরী একটি দুর্যোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে যা স্থানীয় পর্যায়ে দূর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় সুদূর প্রসারী অবদান রাখতে পারবে বলে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি মনে করে।

কর্ম পরিকল্পনাটি প্রনয়ণে এলাকার নারী-পুরুষ, কৃষক-ভূমিহীন, প্রবীণ ও তথ্য প্রদানে সক্ষম অন্যান্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, ইউনিয়ন এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (UzDMC) সদস্যবৃন্দ সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশেষ করে অত্র এলাকায় কর্মরত 'সুশীলন' এর কর্মকর্তা ও গবেষকদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে যথাযথ অবদান রেখেছে। এ কর্ম প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি বাস্তব সম্মত দূর্যোগ ব্যবস্থপনা কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। অত্র উপজেলায় প্রণীত দূর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনায় দূর্যোগ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ প্রাধান্য লাভ করেছে। তম্মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দূর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে গন সচেতনতা সৃষ্টি, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধমে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহন এবং দূর্যোগ কালীন সময়ে অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরূপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষনিক পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রনীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ, দুর্যোগ পরিকল্পনায় অংশগ্রহন এবং কার্যকর অংশীদারীত্ব যা বাস্তবায়িত হলে আপদ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ঝুঁকি সমূহ অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং জনগণের সহায় সম্পত্তি, জান মাল এবং ফসলের ক্ষয় ক্ষতির পরিমান কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। পাশা পাশি দূর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগ কালীন ও দূর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি গ্রহন, দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো, সামাজিক সম্পদ ও নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা প্রনয়ন, ঝুঁকির কারণ সমূহ চিহ্নিত করণ, সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা চিহ্নিত করণ, ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিত করণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপণ, উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহ চিহ্নিত করণ এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সমূহের স্বেচ্ছাসেবক তালিকা প্রনয়ন করা হয়েছে।

২০১৪ সালে সিডিএমপি'র সহায়তায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি প্রনয়নে যে সকল সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা ও ব্যাক্তিবর্গ সক্রিয় অংশগ্রহণ ও পরামর্শ প্রদান করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি আশাবাদী, স্থানীয় জনগন, স্থানীয় প্রশাসন ও *বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সাপাহার উপজেলায় প্রণীত দূর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনাটি* দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা সংস্থা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।

সদস্যসচিব

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
সাপাহার উপজেলা
নওগাঁ জেলা

সভাপতি

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সাপাহার উপজেলা
নওগাঁ জেলা

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	i
সূচিপত্র	ii
টেবিলের তালিকা	iv
চিত্রের তালিকা	v
গ্রাফচিত্রের তালিকা	v
মানচিত্রের তালিকা	v
প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	**১-১৩**
১.১ পটভূমি	১
১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	২
১.৩ সাপাহার উপজেলার পরিচিতি	২
১.৩.১ উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	২
১.৩.২ আয়তন	৩
১.৩.৩ জনসংখ্যা	৪
১৪. অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো	৪
১.৪.১ অবকাঠামো	৪
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ	৬
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু	৯
১.৪.৪ অন্যান্য সম্পদ	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা	**১৪-২৯**
২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	১৪
২.২ ইউনিয়নের আপদ সমুহ	১৫
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র	১৬
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	১৭
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	১৯
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ	২০
২.৭ সামাজিক মানচিত্র	২২
২.৮ দূর্যোগ এবং ঝুঁকি ম্যাপ	২২
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	২৫
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	২৬
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	২৭
২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা	২৭
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	২৮
তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস	**৩০-৪৩**
৩.১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৩০
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৩৩
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৩৬
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৩৮
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৩৮
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতি	৪০
৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি	৪১

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ের ব্যবস্থাদি	৪২
চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান	**৪৪-৫৫**
৪.১ জরুরী **অপরেশন সেন্টার** (EOC)	৪৪
৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা	৪৪
৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা	৪৫
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৪৭
৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার	৪৭
৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি	৪৭
৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান	৪৭
৪.২.৫ আশ্রয়কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন	৪৭
৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা	৪৭
৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ	৪৮
৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	৪৮
৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	৪৮
৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা	৪৮
৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা	৪৮
৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা	৪৯
৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমুহ	৪৯
৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা	৪৯
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন	৫০
৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)	৫২
৪.৬ অর্থায়ন	৫২
৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ	৫৩
পঞ্চম অধ্যায়ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা	**৫৬**
৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন	৫৬
৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার	৫৭
৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা	৫৭
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার	৫৭
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ	৫৭
৫.২.৪ জরুরী জীবীকা সহায়তা	৫৮
সংযুক্তি ১: আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট	৫৯
সংযুক্তি ২ :উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	৬০
সংযুক্তি ৩: উপজেলার সেচ্ছাসেবকদের তালিকা	৬১
সংযুক্তি ৪: আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা	৬২
সংযুক্তি ৫: এক নজরে সাপাহার উপজেলা	৬৪
সংযুক্তি ৬: বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী	৬৫
সংযুক্তি ৭: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এর সাথে মতবিনিময়, শেয়ারিং এবং সুপারিশ	৬৬
সংযুক্তি ৮: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম,আবস্থান,শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৬৭
সংযুক্তি ৯: আপদ মানচিত্র (অনাবৃষ্টি)	৭৫
সংযুক্তি ১০: আপদ মানচিত্র (শৈত্যপ্রবাহ)	৭৬
সংযুক্তি ১১: আপদ মানচিত্র (খরা)	৭৭
সংযুক্তি ১২: আপদ মানচিত্র (পানির স্তর)	৭৮
সংযুক্তি ১৩: আপদ মানচিত্র (বন্যা)	৭৯

সংযুক্তি ১৪: আপদ মানচিত্র (নদীভাঙ্গন) ৮০
সংযুক্তি ১৫: আপদ মানচিত্র (ঝড়) ৮১
সংযুক্তি ১৬: ঝুঁকির মানচিত্র (শৈত্যপ্রবাহ) ৮২
সংযুক্তি ১৭: ঝুঁকির মানচিত্র (খরা) ৮৩
সংযুক্তি ১৮: ঝুঁকির মানচিত্র (পানির স্তর) ৮৪
সংযুক্তি ১৯: ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা) ৮৫
সংযুক্তি ২০: ঝুঁকির মানচিত্র (নদীভাঙ্গন) ৮৬
সংযুক্তি ২১: ঝুঁকির মানচিত্র (অনাবৃষ্টি) ৮৭
সংযুক্তি ২২: ঝুঁকির মানচিত্র (ঝড়) ৮৮

টেবিলের তালিকা পৃষ্ঠা

টেবিল ১.১: উপজেলা ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম। ৩
টেবিল ১.২: ইউনিয়ন ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, পরিবার ও ভোটার সংখ্যা। ৪
টেবিল ১.৩: মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা ৭
টেবিল ১.৪: ৩১ বছরের গড় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিমান ১০
টেবিল ২.১: দুর্যোগের নাম, বছর, ক্ষতির পরিমান ও ক্ষাত। ১৪
টেবিল ২.২ :আপদ ও আপদের অগ্রাধিকার। ১৫
টেবিল ২.৩: আপদ ভিত্তিক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা। ১৮
টেবিল ২.৪ :আপদ ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ,বিপদাপন্নের কারণ ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা। ২০
টেবিল ২.৫: উন্নয়নের খাত ও দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়। ২১
টেবিল ২.৬: মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জি। ২৫
টেবিল ২.৭: জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি ২৬
টেবিল ২.৮ :জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা। ২৭
টেবিল ২.৯: খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি। ২৭
টেবিল ২.১০: খাত ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্ভাব্য প্রভাব। ২৮
টেবিল ৩.১: ঝুঁকির কারণ। ৩০
টেবিল ৩.২: ঝুঁকিসমূহ নিরসনের সম্ভাব্য উপায়। ৩৩
টেবিল ৩.৩: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ৩৬
টেবিল ৩.৪: দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৩৮
টেবিল ৩.৫: দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৪০
টেবিল ৩.৬: দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৪১
টেবিল ৩.৭: স্বাভাবিক সময়ে প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৪২
টেবিল ৪.১: জরুরী অপারেশন সেন্টারের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ। ৪৪
টেবিল ৪.২: আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ছক। ৪৫
টেবিল ৪.৩: উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ৪৯
টেবিল ৪.৪: উপজেলার আশ্রয় স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ৫২
টেবিল ৪.৫: দুর্যোগকালে ব্যবহারযোগ্য উপজেলার সম্পদ সমূহের তালিকা ও বর্ণনা। ৫২
টেবিল ৪.৬: পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির তালিকা। ৫৪
টেবিল ৪.৭: পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটির তালিকা। ৫৪
টেবিল ৫.১: খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন। ৫৬
টেবিল ৫.২: প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ কমিটির তালিকা। ৫৭
টেবিল ৫.৩: ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারকরণ কমিটির তালিকা। ৫৭
টেবিল ৫.৪: জনসেবা পুনরাস্তকরণ কমিটির তালিকা। ৫৭
টেবিল ৫.৫: জরুরী জীবিকা সহায়তাপ্রদান কমিটির তালিকা। ৫৮

চিত্রের তালিকা

চিত্রের তালিকা	পৃষ্ঠা
চিত্র ১.১: সাপাহার জিরো পয়েন্ট	১
চিত্র ১.২: সাপাহারের হাট-বাজার	৬
চিত্র ১.৩: সাপাহার উপজেলার শিরন্টি ইউনিয়নে মাটির তৈরি দ্বীতল ভবন	৬
চিত্র ১.৪: সাপাহার উপজেলার সীমান্ত সংলগ্ন পুকুর	১১
চিত্র ১.৫: উপজেলার বিখ্যাত জবই বিল	১২
চিত্র ২.১: পানির নিম্ন স্তর	১৬
চিত্র ২.২: বন্যা	১৬
চিত্র ২.৩: নদীভাঙ্গন	১৬
চিত্র ২.৪: খরা	১৬
চিত্র ২.৫: কালবৈশাখী ঝড়	১৭
চিত্র ২.৬: অনাবৃষ্টি	১৭
চিত্র ২.৭: শৈত্যপ্রবাহ	১৭

গ্রাফ চিত্রের তালিকা

গ্রাফ চিত্রের তালিকা	পৃষ্ঠা
চিত্র ১.১: বিগত ত্রিশ বছরের তাপমাত্রার সারফেস কন্টুর বিশ্লেষণ	১০

মানচিত্রের তালিকা

মানচিত্রের তালিকা	পৃষ্ঠা
মানচিত্র ১.১: সাপাহার উপজেলার মানচিত্র	১৩
মানচিত্র ২.১: সাপাহার উপজেলার সামাজিক মানচিত্র	২৩
মানচিত্র ২.২: সাপাহার উপজেলার আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র	২৪
সংযুক্তি ৯: আপদ মানচিত্র (অনাবৃষ্টি)	৭৫
সংযুক্তি ১০: আপদ মানচিত্র (শৈত্যপ্রবাহ)	৭৬
সংযুক্তি ১১: আপদ মানচিত্র (খরা)	৭৭
সংযুক্তি ১২: আপদ মানচিত্র (পানির স্তর)	৭৮
সংযুক্তি ১৩: আপদ মানচিত্র (বন্যা)	৭৯
সংযুক্তি ১৪: আপদ মানচিত্র (নদীভাঙ্গন)	৮০
সংযুক্তি ১৫: আপদ মানচিত্র (ঝড়)	৮১
সংযুক্তি ১৬: ঝুঁকির মানচিত্র (শৈত্যপ্রবাহ)	৮২
সংযুক্তি ১৭: ঝুঁকির মানচিত্র (খরা)	৮৩
সংযুক্তি ১৮: ঝুঁকির মানচিত্র (পানির স্তর)	৮৪
সংযুক্তি ১৯: ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা)	৮৫
সংযুক্তি ২০: ঝুঁকির মানচিত্র (নদীভাঙ্গন)	৮৬
সংযুক্তি ২১: ঝুঁকির মানচিত্র (অনাবৃষ্টি)	৮৭
সংযুক্তি ২২: ঝুঁকির মানচিত্র (ঝড়)	৮৮

প্রথম অধ্যায়
স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১পটভূমি

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এদেশে প্রতিটি জেলাই কম বেশি দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলা এ উপজেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম। বরেন্দ্র অঞ্চলে অনাবৃষ্টি প্রধান সমস্যা, আর ভর অঞ্চলে প্রধান সমস্যা বন্যা। নওগাঁ জেলার ১১টি উপজেলার মধ্যে সাপাহার উপজেলা ২য় ক্ষুদ্রতম উপজেলা। ০২ জুলাই, ১৯৮৩ হতে এটি মান উন্নীত থানা হিসেবে প্রথম যাত্রা শুরু করে। কথিত রয়েছে যে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকজন কোন এক সময় সাপ আহার করায় এ এলাকার নাম হয় সাপাহার। সাপাহার উপজেলায় প্রতি বছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারন এর জীবন ও জীবিকার উপর বিরুপ প্রভাব ফেলে। প্রতি বছর বিভিন্ন দুর্যোগে পতিত হলেও উপজেলা পর্যায়ে কোন রকম পরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্হাপনার অংশ হিসাবে এই দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা পরিকল্পনা টি সাপাহার উপজেলার জন্য প্রনয়ন করা হয়েছে। নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলাধীন জবাই বিল এর অবস্থান। এই বিল নওগাঁ অঞ্চলের মৎস্য উৎপাদনের অন্যতম একটি উৎস্য। তাছাড়া জবাই বিল একটি অতি পরিচিত দর্শনীয় একটি স্থান। স্থানটি বর্ষা মওসুমে অত্যন্ত সুন্দর রূপ ধারণ করে। বর্ষায় এর নয়নাভিরাম দৃশ্যের জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বহু পর্যটক এখানে আসেন। নওগাঁ জেলা শহর থেকে সরাসরি বাসযোগে জবাই বিলে যাওয়া যায়। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে নওগাঁ জেলার বরেন্দ্র এলাকার অনেক অসহায় ও দরীদ্র পরিবারের আর্থ সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনসাধারনের সুরক্ষা এবং একইসঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়' সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি) অধীনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনকল্পের অংশ হিসেবে একটি বহুমুখী পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়, জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ বিপদাপন্নতা মোকাবেলায় জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের আগ্রাধিকার নিরূপণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে সেহেতু এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারনা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

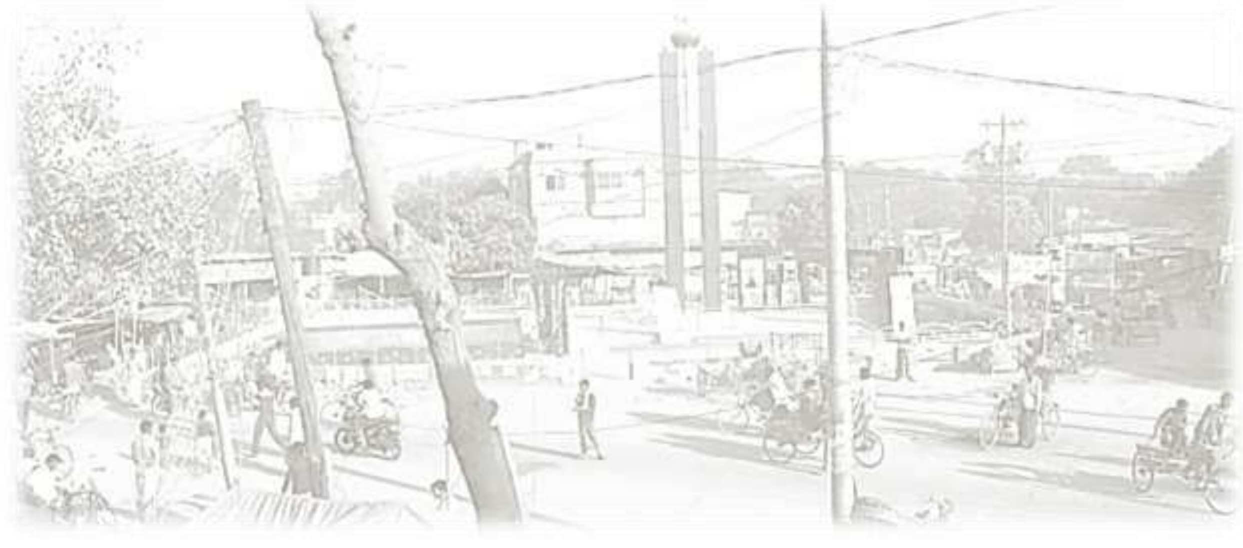

চিত্র ১.১: সাপাহার জিরো পয়েন্ট, ২০১৪

এই দলিলের প্রথম থেকে তৃতীয় অধ্যায়ে সাপাহার উপজেলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক ও অবকাঠামোগত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, কৌশলপত্রের প্রাসঙ্গিকতা, অন্তর্নিহিত কারণগুলোর রূপরেখা ও উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব, ভিন্ন ভিন্ন অভিযোজন কৌশলের বিবরণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বাড়ানো ও প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ৩-৫ বছরের কর্মপরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেয়া হয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে সাধারণ মানুষ, বিশেষত সমাজ-রাজনৈতিক কর্মী ও

উন্নয়ন কর্মীদের অংশগ্রহনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বাড়ানো ও প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিকিকরনের রূপরেখা দেয়া হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনসাধারনের সুরক্ষা এবং একইসঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়' সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি) অধীনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনকল্পের অংশ হিসেবে একটি বহুমুখী পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়, জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ বিপদাপন্নতা মোকাবেলায় জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের আগ্রাধিকার নিরূপণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে সেহেতু এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারনা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১ ২.পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরন পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য মাঠ পর্যায়ের যেকোন কার্যকরী সর্বোত্তম উদ্যোগকে জাতীয়ভাবে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। বর্তমানে দুর্যোগ বাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি) মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও হ্রাসকল্পে একটি বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন নির্ভর দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলা কৌশল পরিবর্তন করে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে যার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হল-

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ এর ঝুঁকি সর্ম্পকে গনসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস করণে পরিবার সমাজ ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্দ্যগে যথা সম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার এর মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাস করণ ও ব্যবস্হাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন, অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুর্নবাসন ব্যবস্হার জন্য স্থানীয় ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকার এবং নির্দিষ্ট সময় এর জন্য কৌশলগত দলিল তৈরী করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টর এর (সরকারি, আন্তঃর্জাতিক ও জাতিও এনজিও ও দাতা ইত্তাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসাবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এর নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩ সাপাহার উপজেলার পরিচিতি

নওগাঁ জেলার ১১টি উপজেলার মধ্যে সাপাহার উপজেলা দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম উপজেলা। ০২ জুলাই ১৯৮৩ হতে এটি মান উন্নীত থানা হিসেবে প্রথম যাত্রা শুরু করে। কথিত রয়েছে যে, আদিবাসী জনগোষ্টীর সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকজন কোন এক সময় সাপ আহার করায় এ এলাকার নাম হয় সাপাহার। এ উপজেলার উত্তরে ভারত, পূর্বে পত্নীতলা উপজেলা ,দক্ষিনে পোরশা উপজেলা এবং পশ্চিমে ভারত। ০৬টি ইউনিয়ন ও ১৫১টি মৌজা নিয়ে এ উপজেলা গঠিত। সাপাহার উপজেলার জনসংখ্যা- ১৬১৭৯২ জন (২০১১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী) এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব- ৫৮৮ জন, প্রতি বর্গ কিঃমিঃ ।নির্বাচনী এলাকা- ৪৬-নওগাঁ-১।

১ .১.৩.ভৌগোলিক অবস্থান

সাপাহার উপজেলার অবস্থান ২৫° ̀১' এবং ২৫°- ১৩' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°-২৬' এবং ৮৮°-৩৮' পূর্বে দ্রাঘিমাংশ। এ উপজেলার উত্তরে ভারত, পূর্বে পত্নীতলা উপজেলা, দক্ষিনে পোরশা উপজেলা এবং পশ্চিমে ভারত। ৬টি ইউনিয়ন ও ১৫১টি মৌজা নিয়ে এ উপজেলা গঠিত। সাপাহার উপজেলার মধ্য দিয়ে পুনর্ভবা নদী প্রবাহিত হয়েছে। এছাড়াও উন্নত যোগাযোগের জন্য সাপাহার উপজেলায় মোট ৩৮২.৯ কি:মি: পাকা, কাঁচা ও এইচ বি বি রাস্তা রয়েছে । জেলা শহর থেকে সাপাহার উপজেলা ৫৯ কিঃ মিঃ দুরুত্ব।

১.৩.২ আয়তন

২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী সাপাহার উপজেলার আয়তন ২৪৪.৪৯ বর্গ কিঃমিঃ। এ উপজেলায় মোট ইউনিয়ন ৬টি এবং মোট মৌজার সংখ্যা ১৫১টি। নিচে ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম এখানে উল্লেখ করা হল।

টেবিল ১.১: উপজেলা ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম

উপজেলার নাম ও জি ও কোড	ইউনিয়নের নামও জি ও কোড	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
সাপাহার (৮৬)	সাপাহার (৭১)	অমরপুর, মজিদপাড়া, বালুকাডাঙা, বাদিয়াপুর, বাহাপুর, বড় মির্জাপুর, ফকিরপাড়া, কাটাপাড়া, গাঁজাপুকুরিয়া, বৈদ্যপুর মির্জাপুর, রসুলডাঙা, বিদিয়ানন্দী, পূর্বপাড়া, হিমলপাড়া, পালপাড়া, বিনোদপাড়া, বিনোদপুর, তোলাপাড়া, ধবলডাঙা, ধর্মপুর, জয়পুর, পালপাড়া, গুচ্ছগ্রাম, করালডাঙা, ডাঙা পাড়া, গাঁজকুরি, টেনরাকুরি, উঁচাডাঙা, ক্ষিদিরপুর, বৌনাপাড়া, ক্ষুদ্ররানালী, পাকরাহার, কাতিপুর, ক্ষুদ্ররামবাড়ি, লক্ষ্মীপুর, মদনসিং, মানিকুরা, নুরপুর, গুচ্ছগ্রাম, পিচুলি, নাওডাঙা, মধ্যপাড়া, মূলপাড়া, শিঙাহার, শাহবাজপুর, দক্ষিন পাড়া, সৈয়দপুর, সাপাহার, চৌধুরীপাড়া, সাপাহার কাটরা, দন্যিপাড়া, সাহাপাড়া, কান্ডার পাড়া, শুদ্ধাচারীপাড়া, তাজপুর, তেঘরিয়া, তুলসীপাড়া, দিয়ার পাড়া। মোট মৌজার সংখ্যা= ৫৮টি।
	তিলনা (৯৪)	অনাথপুর, বাবুপুর, দুয়ানিপাড়া, বাদ্যমদামা, বাদুপরাইল, বাঘমারি, বরদো-আঁশ, বেহেতার, বিদিরপুর, লক্ষীপুর তেনতুলিয়া, চাচাহার, চকগোপাল, চান্দুরা, দামাইল, দমদমা, দেওপাড়া, দো 'আঁশ, দোকুড়ি, গোটপাড়া, হরিপুর, হোসেনডাঙা, ইলিমপুর, জামালপুর, জিনারপুর, মালতিপুর, মামুরিয়া, নারায়ণপুর, ওরানপুর,মরাডাঙা, পোদালপাড়া, শিউলী, সিনপাড়া, সুন্দরা, তিলনা, চাঙকুরি, দিঘিপাড়া, মেলাপাড়া, সুতারপাড়া, খোঁচাপাড়া, বোরামপাড়া, ধানতিপাড়া, হিন্দুপাড়া, কোঁচপাড়া, উচালাপাড়া, উত্তরকালাপাড়া। মোট মৌজার সংখ্যা= ৪৫টি।
	গোয়ালা (৩৯)	আদল পুর, আলাদি পুর, আলিনগর, আনার পুর, খারাপনিশ্চিন্তপুর, আনার পুর, তেতা পাড়া, তাল পাড়া, খারাপ চেহারা, বেলডাঙা, দক্ষিণবেলগঙা, বেলডাঙা, বেলগঙা, ভিকনা, বিরামপুর, চক চেহারা, চেহারা, দক্ষিণ কচকুলিয়া, ফয়জুল্লাহপুর, গোয়ালা, কদমডাঙা, লক্ষ্মীতলা, মন্ডলপাড়া, খড়িবোনা, হাপানিয়া, আন্ধারদিঘী, শিয়ালমারা, হুজরাপুর, কাহেন্দা, কৈবর্তগ্রাম, কামাসপুর, খোট্টাপাড়া, কোচকুরুলিয়া, কৃষ্ণসাদা, মইপুর, মীরাপাড়া, নিশ্চিন্তপুর, রামানন্দবাটি, রোদগ্রাম. সেনপুর, শ্রীধরবাড়ি। মোট মৌজার সংখ্যা= ৪১টি।
	আইহাই (১৭)	পূর্ব পাড়া, বাবু পাড়া, দিঘী পাড়া, মধ্য পাড়া, দক্ষিণ পাড়া, বাঘাপুকুর, বসুন্দা, মোল্লা পাড়া, মন্ডল পাড়া, কাতানী পাড়া, দক্ষিণ পাড়া, ভাবুক পাড়া, ভাবুক পাড়া, ডাঙা পাড়া, আসারাণ্ডা, উত্তর পাড়াহাঁস পুকুর, ছটাহার, ছটাহার, সাঁওতালপাড়া, চকচন্ডী, গৌরীপুর, সরকারপাড়া, পশ্চিম পাড়া, কল্যাণপুর, ভোলকিডাঙা, খালিশপুর, কুচিনদ্রারি, মাধুলি, মালিপুর, উত্তর পাড়া, মধ্যম পাড়া, মংরাইল, মির্জাপুর, নাওপাড়া, নাওপাড়া, জোড়পুকুর, পাহাড়পুকুর, রসুলপুর, খলা পুকুর, দক্ষিণপাড়া, ঠাকুরপাড়া, মধ্যপাড়া, পূর্বপাড়া, সারালি, বাদিয়া পাড়া, সুকরাইল, সুন্দারাইল, উত্তর পাড়া, ঘোষ পাড়া। মোট মৌজার সংখ্যা= ৪৯টি।
	পাতাড়ী (৬৩)	জয়দেবপুর, আদাতলা, বৈকুণ্ঠপুর,বৈকুণ্ঠপুর আদাতলা, বৈকুণ্ঠ জলসুখা, বৈকুণ্ঠ কাওয়াবাইয়াসা, বৈকুণ্ঠ হরিপাল, বেলডাঙা কুরমাডাঙা, কুরমাডাঙা, কারিয়াপাড়া, পাতাড়ী, পুরমৈডাঙা, রামাশ্রম, রাঙামাটিয়া , তিলনি। মোট মৌজার সংখ্যা= ১৫টি।
	শিড়ন্টি (৭৯)	গোপালপুর, ইসলামপুর, বখরপুর, বাটকারা, ভিউ, বিনিয়াকুরি, এরেন্দা, জবাই, কাইকুরি, কাশীতারা, খেরুন্দা, খাঞ্জাপুর, কুচিন্দা, লালচান্দা, পারাসাইল, রামরামপুর, রায়পুর, সাহাদালপাড়া, শিড়ন্টি, শিতলডবগা, টেইটর, উমাইল। মোট মৌজার সংখ্যা= ২২টি।

তথ্য সূত্রঃ আদমশুমারি, ২০১১

১.৩.৩ জনসংখ্যা

২০১১ সনের শুমারী অনুযায়ী সাপাহার উপজেলার জনসংখ্যা ১৬১৭৯২ জন এর মধ্যে পুরুষ ৮১৩০৪ ও মহিলা ৮০৪৮৮ জন এবং নারী পুরুষ অনুপাত ১:১.১৬ এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৬৬২ জন। জাতিগত জনসংখ্যার দিক থেকে এ উপজেলায় বসবাস করে মুসলিম ১৫০৮৮২ জন, হিন্দু ৭৮৭৭ জন, খ্রীষ্টান ৭৩৯ জন, বৌদ্ধ ১ জন এবং বিভিন্ন প্রকার উপজাতি যেমন-সাঁওতাল, বানুয়া, কোচ ও রাজবংশী রয়েছে ২২৯৩ জন। ইউনিয়ন ভিত্তিক জনসংখ্যার পরিসংখ্যান নিম্নের টেবিলের মাধ্যমে উল্লেখ করা হল:

টেবিল ১.২: ইউনিয়ন ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, পরিবার ও ভোটার সংখ্যা।

ইউনিয়ন নং	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫) %	বৃদ্ধ (৬০+) %	প্রতিবন্ধি (%)	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/ খানা	ভোটার
১৭	১০৫৬৭	১০৫১২	৩৩.৫	৫.৯	১.৯	২১০৭৯	৪৮৪২	১৩৬৫০
৩৯	১৭৮৭৮	১৭৯২৬	৩৪.৬	৬.২	১.৫	৩৫৮০৪	৭৯১৮	২২৭৪৮
৬৩	১২৬৭০	১২৬৫৮	৩৭.১	৫.৬	২.৮	২৫৩২৮	৫২৪০	১৫২২১
৭১	১৪৬৩২	১৪১০৫	২৮.৭	৬.৩	১.৩	২৮৭৩৭	৬৮০৫	১৮৭২১
৭৯	১৪১৭৯	১৩৮০১	৩৩.২	৫.৯	২.৩	২৭৯৮০	৬১৩০	১৭৭৬০
৯৪	১১৩৭৮	১১৪৮৬	২৭.৬	৭.৮	২.৯	২২৮৬৪	৫২৯৭	১৫৮৯৬
মোট	৮১৩০৪	৮০৪৮৮	৩২.৪৫	৬.২৮	২.১১	১৬১৭৯২	৩৬২৩২	১০৩৯৯৬

তথ্য সূত্র: আদমশুমারি, ২০১১

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য

সাপাহার মুলতঃ কৃষি প্রধান উপজেলা। এখানকার সিংহভাগ মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস কৃষি। তাই এখানে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। উপজেলার সকল ওয়ার্ড, ইউনিয়ন পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন। উপজেলায় বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এরমধ্যে হাঁস-মুরগীর খামার, গবাদিপশুর খামার, অটো রাইস মিল, ছাপা খানা, ঝালাই কারখানা, কোল্ডস্টোরেজ, ইট-ভাটা এবং বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্প অন্যতম। এছাড়াও শিল্পো-কলকারখানা বরফকল, আটাকল, স'মলি ইত্যাদি রয়েছে। বাস টার্মিনাল ও পেট্রোল পাম্প সহ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তার লাভ করেছে বহুলাংশে।

১.৪.১ অবকাঠামো

বাঁধ

সাপাহার উপজেলা প্রধানত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সমতল অপেক্ষা উচু ভুমিতে তাই তুলনামূলক ভাবে বন্যার প্রকপ কম। তবুও বর্ষা মৌসুমে আকস্মিক পাহাড়ি ঢলের কারনে সাপাহার উপজেলার মধ্যাঞ্চল বিশেষ করে জবই বিল ও বিল সংলগ্ন এলাকা প্লাবিত হয়। তা্ই আকস্মিক প্লাবণ ঠেকাতে গোয়ালা ইউনিয়নে ১২ কিমি, আইহাই ইউনিয়নে ১ কিমি, পাতাড়ি ইউনিয়নে ১০ কিমি মাটি ও কনক্রিটের বাঁধ নির্মান করা হয়েছে।

স্লুইচ গেট

সাপাহার উপজেলায় পানির আধিক্য কম কিন্তু খরা ও অনাবৃষ্টির প্রবনতা বেশি তাই কৃষি ও অন্যান্য দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের জন্য পানি বের করে দেবার বদলে ধরে রাখার প্রয়োজন পরে। এ কারণে এ উপজেলায় স্লুইচ গেট নেই তবে ৭৭ টি ক্রসড্যাম রয়েছে।

ব্রীজ ও কালভার্ট

এল.জি.ডি এর প্রাপ্ত তথ্য মতে পুর্নভবা নদীর উপরে ৯০.১ মি দৈর্ঘ্যের ব্রীজ এছাড়া প্রি স্ট্রেস গার্ডার ব্রীজ ২ টি, ২০০ মি আরসিসি পিলার সহ ব্রীজ ১ টি, ২১ মি আরসিসি পিলার সহ ব্রীজ ১ টি, ৫১ মি আরসিসি পিলার সহ ব্রীজ ১ টি এবং ১৩১.৭৫ মি আরসিসি

পিলার সহ ব্রীজ ১ টি রয়েছে। সাপাহার বাজার হতে মধুইল বাজার রাস্তা পর্যন্ত ১১টি কালভার্ট রয়েছে। সাপাহার বাজার হতে আগ্রাদ্বীগুণ বাজার রাস্তা পর্যন্ত ৭টি কালভার্ট রয়েছে। মধুইল বাজার হতে গোয়ালা ইউনিয়ন পরিষদ হয়ে নীতপুর বাজার পর্যন্ত ২৫টি কালভার্ট আছে আরও ১২টি কালভার্টের প্রয়োজন রয়েছে। সাপাহার বাজার হতে শিশা সড়ক রাস্তা পর্যন্ত ৪৭টি কালভার্ট রয়েছে। গানগুড়িয়া বাজার হতে তিলনার শিশা সড়ক পর্যন্ত ৮টি কালভার্ট রয়েছে। খঞ্জনপুর সড়ক হতে আগ্রাদ্বীগুন বাজার পর্যন্ত ২টি কালভার্ট রয়েছে। আগ্রাদ্বীগুণ বাজার হতে মধুইল হয়ে তালান্দার বপ-শীতল বপ পর্যন্ত ২৫টি কালভার্ট রয়েছে। নিশ্চন্তপুর সড়ক হতে নীতপুর বাজার পর্যন্ত ৬টি কালভার্ট রয়েছে। শিরন্টী ইউনিয়ন পরিষদ হতে ইসলামপুর স্থানীয় বাজার পর্যন্ত ৬টি কালভার্ট রয়েছে। তিলনা ইউনিয়ন পরিষদ হতে চাচার বাজার হয়ে চাঙ্ককুড়ি পর্যন্ত ৭টি কালভার্ট আছে আরও ২টি কালভার্টের প্রয়োজন রয়েছে। খঞ্জনপুর সড়ক হতে মধুইল হয়ে মহিষ ডাঙ্গা ঘাট পর্যন্ত ১৪টি কালভার্ট রয়েছে। গোয়ালা ইউনিয়ন পরিষদ অফিস হতে হাপানিয়া ঘাট হাট পর্যন্ত মোট ৮টি কালভার্ট রয়েছে। গোয়ালা ইউনিয়ন পরিষদ অফিস হতে বাহপুর স্থানীয় বাজার হয়ে খোট্টাপাড়া হাট এবং পিসলডাঙ্গা হাট পর্যন্ত মোট ১২টি কালভার্ট রয়েছে। গোডাউনপাড়া স্থানীয় বাজার হতে তিলনা ইউনিয়ন পরিষদ অফিস পর্যন্ত মোট ৩৫টি কালভার্ট রয়েছে। পাহাড়ীপুকুর স্থানীয় বাজার হতে পাতাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট ৮টি কালভার্ট রয়েছে। খঞ্জনপুর বাজার হতে শিরন্টী ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট ২টি কালভার্ট রয়েছে। সাপাহার ইউনিয়ন পরিষদ হতে গোডাউনপাড়া স্থানীয় বাজার পর্যন্ত মোট ৫টি কালভার্ট রয়েছে। আইহাই ইউনিয়নপরিষদ হতে পাতাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের নিকট জামিরতলা পর্যন্ত মোট ৯টি কালভার্ট রয়েছে। সাপাহার বাজার হতে ইসলামপুর স্থানীয় বাজার হয়ে ফুটকৈল পর্যন্ত মোট ৯টি কালভার্ট রয়েছে। উমৈল হাট হতে গোয়ালা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট ৭টি কালভার্ট রয়েছে। সাপাহার ইউনিয়ন পরিষদ হতে সাপাহার বাজার পর্যন্ত মোট ১টি কালভার্ট রয়েছে। বামনপাড়া বপ হতে মধুইল বাজারের নিকট বক্স কালভার্ট পর্যন্ত মোট ৩টি কালভার্ট রয়েছে। মিদাগ্রাম হতে নচনাহার স্থানীয় বাজার পর্যন্ত মোট ৩টি কালভার্ট রয়েছে। তিলনা ইউনিয়ন পরিষদ অফিস হতে মাদা গ্রাম পর্যন্ত মোট ৩টি কালভার্ট রয়েছে। সাপাহার বাজার হতে সাপাহার গ্রাম পর্যন্ত মোট ১টি কালভার্ট রয়েছে। হাপানিয়া ঘাট হতে কৃষ্ণসোদা গ্রামের নিকট ভারত সীমান্ত পর্যন্ত মোট ৩টি কালভার্ট রয়েছে। পিসলডাঙ্গা হাট হতে মীরপুর স্থানীয় বাজার পর্যন্ত মোট ১০টি কালভার্ট রয়েছে। আইহাই ইউনিয়ন পরিষদ হতে আইহাই স্থানীয় বাজার পর্যন্ত মোট ৬টি কালভার্ট রয়েছে। গোয়ালা ইউনিয়ন পরিষদ হতে পাতাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট ৯টি কালভার্ট আছে আরও ৩টি কালভার্টের প্রয়োজন রয়েছে। শিরন্টী ইউনিয়ন পরিষদ হতে উমৈল হাট হয়ে তাতৈর পর্যন্ত মোট ২টি কালভার্ট রয়েছে। তিলনা ইউনিয়ন পরিষদ হতে বহপুর স্থানীয় বাজার হয়ে বাবুপুর, বাদ দমদমা ও লক্ষীপুর পর্যন্ত মোট ১৭টি কালভার্ট রয়েছে। নিশ্চন্তপুর হাট হতে পিসলডাঙ্গা হাট পর্যন্ত মোট ৬টি কালভার্ট রয়েছে। চকচাহেরা গ্রাম হতে হাপানিয়া হয়ে আলাদীপুর এবং বিরামপুর পর্যন্ত মোট ৫টি কালভার্ট রয়েছে। বাগপারুল স্থানীয় বাজার হতে বড় মির্জাপুর পর্যন্ত মোট ১০টি কালভার্ট রয়েছে। মাঙ্গরৈল গ্রাম হতে আইহাই ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট ৫টি কালভার্ট রয়েছে। কল্যাণপুর স্থানীয় বাজার হতে পাহাড়ীপুর দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত মোট ৩টি কালভার্ট রয়েছে। লালচান্দা গ্রাম হতে ভাটকারা মোড় স্থানীয় বাজার হয়ে ভাটকারা গ্রাম পর্যন্ত মোট ৬টি কালভার্ট আছে আরও ৬টি কালভার্টের প্রয়োজন রয়েছে। হরিপুর স্থানীয় বাজার হতে হরিপুর গ্রাম পর্যন্ত মোট ১টি কালভার্ট রয়েছে। মৈপুর স্থানীয় বাজার হতে রায়পুর গ্রাম হয়ে কোচকরোলিয়া পর্যন্ত মোট ৪টি কালভার্ট রয়েছে। ইসলামপুর স্থানীয় বাজার হতে খেরুন্দা গ্রাম হয়ে ফুটকৈল পর্যন্ত মোট ৩টি কালভার্ট রয়েছে। হরিপুর স্থানীয় বাজার হতে চকগোপাল হাট পর্যন্ত মোট ১৩টি কালভার্ট রয়েছে। নিশ্চন্তপুর হাট হতে মৈপুর স্থানীয় বাজার পর্যন্ত মোট ৪টি কালভার্ট রয়েছে। নিশ্চন্তপুর হাট হতে গোয়ালা স্থানীয় বাজার পর্যন্ত মোট ৯টি কালভার্ট রয়েছে। বাগপারুল স্থানীয় বাজার হতে চুন্দুরিয়া হয়ে হোসাইনডাঙ্গা পর্যন্ত মোট ১টি কালভার্ট রয়েছে ও খঞ্জনপুর বাজার হতে শীতলডাঙ্গা হয়ে ডাঙ্গাপাড়া রাস্তা পর্যন্ত মোট ২টি কালভার্ট রয়েছে।

রাস্তা

জেলা শহর থেকে সাপাহার উপজেলা ৫৯ কিঃ মিঃ দুরুত্ব। এর মধ্যে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হয় পাতাড়ি ও গোয়ালায় ২৫ কিমি। সাপাহার উপজেলায় মোট উপজেলা রাস্তা ৮টি। এই রাস্তাগুলোতে দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্থ লোকজন আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে এবং দুর্যোগ কালীন সময় দুত এক স্থান হতে অন্য স্থানে লোকজনসহ মালামাল সরানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সেচ ব্যবস্থা

সাপাহার উপজেলাটি বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত হওয়ায় এখানকার কৃষি ব্যবস্থায় সেচ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ এলাকার সেচ ব্যবস্থা প্রধানত জবই বিল ও পূণর্ভবা নদীকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। এছাড়াও এখানে ছোট বড় অসংখ্য দীঘি রয়েছে। প্রাকৃতিক উৎস ছাড়াও এ উপজেলায় রয়েছে কিছু গভীর ও অগভীর নলকূপ। মোট পুকুর ৮৫০ টি, যার মধ্যে খাস পুকুর ৪৫০ টি

খনন করা হয়েছে, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে খনন করা হয়েছে ১৭১টি এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে খনন করা হয়েছে ১২টি। এছাড়া ৩২৩টি গভীর নলকুপ রয়েছে। খাবার পানির জন্য ৪৫টি পানির ট্যাঙ্কি রয়েছে।

হাটবাজার

সাপাহার উপজেলা কৃষি সমৃদ্ধ হওয়ায় মৌসুমী কৃষি পণ্য সাপাহার থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা হয়। সাপাহার উপজেলার ব্যবসা বানিজ্য ও দৈনন্দিন চাহিদা পুরনের জন্য হাটবাজার রয়েছে ৮টি, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মীড়াপাড়া দীঘির হাট, সাপাহার হাট-বাজার ও তিলনা হাট প্রভৃতি।

চিত্র ১.২: সাপাহারের হাটবাজার

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

ঘরবাড়ি

বরেন্দ্র অঞ্চলের আওতায় হওয়ায় এ উপজেলার মাটির প্রকৃতি আঠালো, শক্ত ও লাল বর্ণের হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীনকাল থেকে মাটির দ্বীতল ঘরবাড়ি তৈরি হয়ে আসছে। আদিবাসিদের দর্শণ ও কৌশলগত কারনে এ উপজেলার ঘরবাড়ির কাঠামোগত ভীন্নতা রয়েছে সমতল ভূমি অপেক্ষা। উৎপাদিত শষ্য সংরক্ষণের জন্য এবং অধিক চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া থেকে রক্ষা পেতে ঘরবাড়িগুলোর কাঠামো এভাবে তৈরি করা হয়েছিল। সাপাহার উপজেলায় সাধারণত খড়, বাঁশ, টালি, টিন, ইট, মাটি ইত্যাদি উপকরণ ঘরবাড়ি তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়। এ উপজেলার ঘরবাড়ির মধ্যে ৩.৫%পাকা, ৫.৪% আধা পাকা, ৮৯.৩% কাঁচা এবং ১.৮% ঝুপড়ি রয়েছে।

চিত্র ১.৩: সাপাহার উপজেলার শিরন্টি ইউনিয়নে মাটির তৈরি দ্বীতল ভবন

পানি

সাপাহার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বাৎসরিক কর্মসুচি অনুযায়ী ঠিকাদারের মাধ্যমে পানির উৎস সমূহ (টিউবওয়েল, রিংওয়েল) স্থাপন করা, পানির উৎস সমূহ স্থাপনের বিষয়ে জনসাধারনকে কারিগরী পরামর্শ প্রদান করা, পানির গুনাগুন (আর্সেনিক, আইরন ইত্যাদি) পরীক্ষা করা, স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলার জন্য দূযোর্গ কালীন সময়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পভুক্ত এলাকায় এনজিওদের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিন্ত করা প্রভৃতি কাজ করে থাকে। এছাড়া ভৌগোলিক অবস্থানের কারনে সাপাহার উপজেলায় শুষ্ক মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে চলে যায় বলে পানীয় জলের অভাব দেখা দেয়। বরেন্দ্র বহুমুখী প্রকল্পের আওতায় এ উপজেলায় ৩২৩ টি গভীর নলকূপ রয়েছে যা শুষ্ক মৌসুমে সেচের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে ৪৫ টি ট্যাংক স্থাপন করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জলের সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নওগাঁ জেলা স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষে মান সম্মত ল্যাট্রিন নির্মানের জন্য দপ্তরীয় জনবল দ্বারা রিং-স্লাব তৈরী ও সরকার নির্দ্ধারিত/ সুলভ মূল্যে বিক্রয় করে, হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিনামূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরন করে, মানসম্মত ল্যাট্রিন সেট নির্মানের জন্য ব্যক্তি মালিকানায় স্থাপিত উৎপাদনকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে, স্বল্পমূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনের কৌশল ও রক্ষনাবেক্ষন বিষয়ে জনগনকে ধারণা দিয়ে থাকে, দপ্তরীয় জনবল দ্বারা জনগনের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, হাত ধোয়া ইত্যাদি বিষয়ে জনসাধারনকে সচেতন করে।

এছাড়াও আপদকালীন সময়ে যেমন- বন্যা, ঘূর্নিঝড় আক্রান্ত এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সচল রাখার লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসনের চাহিদা মোতাবেক জরুরী কাজ করে এবং বন্যা চলাকালীন সময়ে পানি বিশুদ্ধ করন ট্যাবলেট, ফিটকিরি, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি সরবরাহ করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/পাঠাগার

সাপাহার উপজেলায় ৯৪ টি প্রাইমারিস্কুল, মাধ্যমিক ৩০টি, নিম্ন মাধ্যমিক ৬টি, স্কুল এ্যান্ড কলেজ ১টি, ৪ টি কলেজ ফাজিল মাদ্রাসা ৭টি, আলিম মাদ্রাসা ৬টি, দাখিল মাদ্রাসা ২৭টি ও সতন্ত্র ১ টি মাদ্রাসা রয়েছে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

উপজেলায় ইসলাম ধর্মালম্বীর সংখ্যা বেশি হলেও হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও আদিবাসী বাস করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দূর্গাপূজা। তারা স্বতঃস্ফুর্ত হয়ে নির্বিঘ্নে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে। পূজা পার্বন উপলক্ষে বিভিন্ন মন্দির প্রাঙ্গনে বা সংলগ্নস্থানে যাত্রা, পালা গান, বাউল গান এবং মাদারের গানের আয়োজন করা হয়। এখানে বহুকাল ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতির চমৎকার বন্ধন অটুট আছে।সাপাহার উপজেলায় ২৬০ টি মসজিদ, ১৬টি মাদ্রাসা ও ১৩টি মন্দির রয়েছে।

ধর্মীয় জমায়েত স্থান(ঈদগাঁহ্)

উপজেলার আইহাই ইউনিয়নে ১৩টি ঈদগাহ, গোয়ালা ইউনিয়নে ১৫টি ঈদগাহ এর মধ্যে ১টি বন্যার কারনে ডুবে যায়, টিলনা ইউনিয়নে ৩২টি ঈদগাহ, পাতাড়ী ইউনিয়নে ১০ টি ঈদগাহ এর মধ্যে ৫ টি ঈদগাহ বন্যার কারনে ডুবে যায়, সাপাহারে ইউনিয়নে ২৫টি ঈদগাহ ও শিরন্টি ইউনিয়নে ১৬টি ঈদগাহ রয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা

সাপাহার উপজেলায় সরকারী হাসপাতাল- ১টি। এখানে ৩জন ডাক্তার, ১১জন নার্স রয়েছে। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র-১টি (আইহাই ইউনিয়নে), ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ৪টি এবং কমিউনিটি ক্লিনিক-১৭টি রয়েছে। ২টি বেসরকারী হাসপাতালও রয়েছে।

টেবিল ১.৩: মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা

মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা	
গর্ভকালীন সেবা;	সাধারণ রোগের সেবা;
স্বাভাবিক প্রসব সেবা;	স্বাস্থ্য শিক্ষামূলক সেবা;

গর্ভোত্তর সেবা;	প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান;
এম.আর সেবা;	মা ও শিশুর পুষ্টি সম্পর্কে পরামর্শদান;
নবজাতকের সেবা;	মহিলাদের ধনুষ্টংকার সেবা;
৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের সেবা;	আর্সেনিক রোগী সনাক্তকরণ;
যৌনবাহিত রোগের সেবা;	যক্ষ্মা ও কুষ্ঠরোগী সনাক্তকরণ;

তথ্য সূত্র: উপজেলা তথ্য বাতায়ন, ২০১৪

ব্যাংক

সাপাহার উপজেলায় ৭টি ব্যাংকরয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, জনতা ব্যাংক,সোনালী ব্যাংক, অগ্রনী ব্যাংক,গ্রামীন ব্যাংক,ইসলামি ব্যাংক,মার্কেন্টাইল ব্যাংক। তবে বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং এর জনপ্রিয়তার কারনে অধিকাংশ জনসাধারণ ছোট খাটো লেনদেনের ক্ষেতে মোবাইল ব্যাংকিংকে বেছে নিয়েছে। উপজেলায় প্রায় ৫২ জন বিকাশ, ডিবিবিএল সহ বিভিন্ন মোবাইল ব্যাংকিং এর ডিলার রয়েছে। এছাড়াও এ উপজেলায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী কিছু স্থানীয় সংস্থাসমূহ রয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গ্রামীন ব্যাংক, প্রগতি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ,কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি লিঃ ইত্যাদি।

পোস্ট অফিস

সাপাহার উপজেলায় ১টি পোষ্ট অফিস এবং ১২টি শাখা পোষ্ট অফিস রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে যোগাযোগের জনপ্রিয় মাধ্যম হিসাবে মোবাইল ফোনের জন্য রয়েছে ৬টি মোবাইল টাওয়ার।

ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

৩৫টি ক্লাব ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রয়েছে। দুর্যোগের সময় এরাও স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ভূমিকা পালন করে থাকে।

এন জি ও/ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ

সাপাহার উপজেলায় কর্মরত এনজিও এর মধ্যে ব্র্যাক, আশা, কারিতাস শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প প্রণয়ন ও পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ লুথারেন মিশন ফিন্নিস (BLMF), আশা, রিসোর্স ইনট্রিগ্রেশন সংস্থা (রিক), ঠ্যাঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (TMSS), দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা, আশ্রয়, ব্র্যাক, কারিতাস, ওয়েব ফাউন্ডেশন, আলোহা, ঘাসফুল, বরেন্দ্র ভূমি সমাজ উন্নয়ন ব্যবস্থা, বৃক্ষ রোপন, চিকিৎসা সেবা, শিক্ষা ঋণ, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক কাজ, বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুককে না বলা, এইচআরডিএস, হাঁসি বুরাল ডেভেলাপমেন্ট, সাপাহার সমাজ উন্নয়ন ও এস বি এম এস এস সংস্থা কর্তৃক শিক্ষাবৃত্তি, ঋণদান, চিকিৎসা সেবা, বৃক্ষ রোপন এবং আর্সেনিক পরীক্ষা করাসহ বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ প্রদান করে

খেলার মাঠ

১২টি খেলার মাঠ রয়েছে যার মধ্যে ৫টি রয়েছে দুর্যোগ পূর্ন। এ মাঠগুলো সাধারণত খেলাধুলা, গনজমায়েত বা মেলার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে দুর্যোগের সময়ে এ মাঠগুলো আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে।

কবরস্থান / শ্মশানঘাট

সাপাহার উপজেলায় ২৩টি শ্মশানঘাট রয়েছে তার মধ্যে ২টি ডুবে যায়। যে কোন দুর্যোগ বা স্বাভাবিক সময়ে মৃত ব্যক্তি সৎকারের জন্য ধর্মীয়রীতি অনুসারে এ কবরস্থান বা শ্মশানঘাট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম

জেলা শহর থেকে সাপাহার উপজেলা ৫৯ কিঃ মিঃ দুরুত্ব। সড়ক পথই এ উপজেলারপ্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা। ইউনিয়নের মধ্যে পাকা ও কাঁচা রাস্তায় রিক্সা/ভ্যান, গরুরগাড়ী ও ইঞ্জিন চালিত বিভিন্ন যানবাহন মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াত করা হয়। উপজেলা সদর থেকে যোগাযোগ মাধ্যম হল সড়ক পথ (৫০০ মিটার) এবং জেলা সদর থেকে যোগাযোগ মাধ্যম সড়ক পথ (৫৮ কিঃমিঃ) ।

বন ও বনায়ন

সাপাহার উপজেলায় ১১৭১ একর সামাজিক বনায়ন রয়েছে। এসব বনের প্রধান প্রদান গাছ হলো আকাশমনি, মেহগনি, শিশু, বাবলা ও খয়ের প্রভৃতি। এছাড়াও বরেন্দ্রর আওতায় রয়েছে অনেক ছোট ছোট বাগান। বনায়নের মধ্য দিয়ে এলাকার নারী ও পুরুষ নিজেদের ভাগ্য বদলাতে সক্ষম হয়েছে। এলাকার বিভিন্ন পতিত জমি , সরকারী রাস্তার দু-পাশ, নদী-নালা, খাল বিলের পাড় ও বন বিভাগের নিজস্ব সম্পত্তির উপর রোপনকৃত চারা গাছ সমুহ অংশীদারীত্বের মাধ্যমে রক্ষণা-বেক্ষণ করে নির্ধারিত সময়ে বাগান বিক্রির অংশীদারিত্বের লাখ লাখ টাকা হাতে পেয়ে সুখের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছেন এসব উপকারভোগী নারী পুরুষ। বরেন্দ্র এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশী আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে এসেছে অনেক বেকার যুবক। নওগাঁ জেলার বরেন্দ্র এলাকার সাপাহার উপজেলায় অনাবাদি জমিতে বন বিভাগ সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম শুর করে ১৯৮২ সাল থেকে। ওই এলাকার প্রায় দেড় হাজার অসহায় অতিদরীদ্র উপকারভোগী নারী পুরুষ বনবিভাগের সাথে সরকারী ভাবে নির্ধারীত অংশীদারিত্ব মুলক দলিল চুক্তির মাধ্যমে চারা গাছ রোপন করে বাগান তৈরী করে আসছে অনাবাদি অসমতল জমি গুলিতে। দেশীয় জাতের ফল,আকাশ মনি, ইউক্যালিপটাস, শিশু, রেইনট্রি কদম এবং ঔষুধি জাতের অর্জুন,বয়রা.হর্তকী, নিম ও খয়ের গাছ রোপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রাকৃতিক জীব বৈচিত্র রক্ষায় বন বিভাগ এ বছর ব্যপক কর্মসুচী বাস্তবায়ন করে চলেছে। বন্য প্রানী শিকার ও নিধোন প্রতিরোধে আদিবাসী সহ এলাকার সকল স্তরের জনগনের মাঝে ব্যপক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বন বিভাগ প্রচারনা অব্যহত রেখেছে। সাপাহার উপজেলায় প্রায় ২৩ শ একর জমিতে সামাজিক বনায়ন গড়ে তোলা হয়েছে। এর মধ্য কয়েক দফা বাগান কেটে সেখানে পুনরায় গড়েতোলা হয়েছে উডলট ও ফলজ বাগান। সঠিক নজরদারী ও বাগান রক্ষনা বেক্ষনের মাধ্যমে এলাকার নারী পুরুষ বিপুল পরিমান অর্থ লাভ করেন বলে জানালেন সাপাহার ফরেষ্ট রেঞ্জের অফিসার। তিনি বলেন সামাজিক বনায়ন এ অঞ্চলের ভৌগলিক কাঠামো পরিবর্তনে বড় ভুমিকা রাখছে। পুর্বে বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টিপাত ছিল খুবই নগন্য কিন্ত গত ৮/১০ বছর থেকে সুষম বৃষ্টিপাতের ফলে বরেন্দ্র এলাকায় রোপা আমন আউশ সহ সব ধরনের ফসল চাষাবাদ করছে স্থানীয় কৃষকরা । সাপাহার উপজেলার শিরন্টি গ্রামের উপকারভোগী মোঃ নজরুল ইসলাম, ছাদেকুল ইসলাম, লোকমান আলী ,জাহাঙ্গীরা পাড়ার মোঃ হাবিবুর রহমান জানালেন চলতি মাসের মাঝা মাঝি সময়ে তাদের নামে সামাজিক বনায়নের অংশীদারিত্বের ৫০ লক্ষ টাকা পেয়ে তারা সহ এলাকার ২৭ জন অসহায় পরিবার এখন অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী। তাদের এমন সাফল্য দেখে এলাকার অনেক বেকার যুবক এখন সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারীদ্র বিমোচনের লক্ষে স্থানীয় বন বিভাগের উপকারভোগী সদস্য হয়ে নতুন করে উডলট বাগান ও রাস্তার পাশে ষ্ট্রীপ বাগানে ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপন করছেন। শিরন্টি বন বিট কর্মকর্তা মোঃ আমজাদ হোসেন জানান বন বিভাগের উপকারভোগী সদস্য বনায়নের প্রায় ৫০ ভাগ অর্থ পেয়ে থাকেন । ইতোমধ্যে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সাপাহার, পত্নীতলা ও পোরশা উপজেলার অনেক বেকার শিক্ষিত যুবক ৫ থেকে ৭ লাখ টাকা পেয়েছেন। বনায়নের মাধ্যমে অনেকের ভাগ্য পরিবর্তনের এ সব দৃশ্য নিজের চোখে দেখে বিভিন্ন বয়সের মানুষ বনায়নে এগিয়ে আসছে। অদুর ভবিষ্যতে বরেন্দ্র অঞ্চলে এ বনায়ন কর্মসূচী এলাকার আমুল পরিবর্তন এনে দিবে বলে এলাকার অভিজ্ঞমহল মনে করছেন।

১.৪.৩আবহাওয়া ও জলবায়ু

এই উপজেলার বার্ষিক বৃষ্টিপাত গড় ৪৫ ইঞ্চির নীচে। এতদসত্বেও এই হার পরিবর্তনশীল অর্থাৎ কিছুটা উঠানামা করে। চরম উষ্ণ আবহাওয়া, মাত্রাধিক্য আর্দ্রতা, মাঝারি বৃষ্টিপাত এবং ঋতু বৈচিত্র্যতার সমারহের কারনে এই স্থানকে গ্রীষ্মীয় মৌসুমী এলাকার আদর্শ স্থান বলে আখ্যায়িত করলেও অত্যুক্তি হবে না। গ্রীষ্মের সুচনা হয় এপ্রিল এবং মে মাসের দিকে। তখন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৯০ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ৬৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট থাকে। এলাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বলতে এপ্রিল, মে এবং জুন মাসের প্রথমার্ধের তাপমাত্রাকে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা জানুয়ারী মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গড় ৭৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রী ফারেনহাইট।

বৃষ্টিপাতের ধারা

সাপাহার উপজেলায় ২০১৩ সালে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয় ১৫২২ সে.মি. এবং সর্বোনিম্ন বৃষ্টিপাত হয় ৩৪৩ সে.মি. । গড় বৃষ্টিপাত হয় ৯৩২.৫ সে.মি. যা প্রতিবছরই ক্রমশ লক্ষণীয় হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাপমাত্রা

শীত ও গ্রীষ্মে এই জেলার তাপমাত্রায় যথেষ্ট হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। ১৯৮৪ এর ডিসেম্বরের শেষভাগে নওগাঁ শহরের তাপমাত্রা যেখানে ৪৪.৬ ডিগ্রী ফারেনহাইটে নেমে আসে সেখানে ১৯৮৫র ১৬ এপ্রিল দিবাভাগে তা ১১১.২ ডিগ্রী ফারেনহাইটে উঠে যায়। কোন কোন বছর শীতকালীন তাপমাত্রা ৪৩ ডিগ্রী ফারেনহাইটে নেমে আসে এবং গ্রীষ্মের তাপমাত্রাও ততোধিক বৃদ্ধি পায়। অবশ্য গ্রীষ্মের দিবাভাগের তুলনায় সচরাচর রাত্রির তাপমাত্রা কিছুটা কম হয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে নওগাঁর আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। দক্ষিণ বিভাগ বা পূর্ববঙ্গের মতপ্রতি বছর এখানে ঝড় বাদলের তান্ডব নেই। তবে শীতকালে ঘন কুয়াশায় এবং চৈত্র বৈশাখে ধূলি ঝড়ে মাঝে মাঝে চারিদিক সমাচ্ছন্ন হয়ে যায়।

টেবিল ১.৪: ৩১ বছরের গড় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিমান।

বছর	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস)	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস)	বছর	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস)	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস)
১৯৭৯	৩১.৮	২১.১	১৯৯৫	৩১.২	২০.৬
১৯৮০	৩১.২	২০.৯	১৯৯৬	৩১.৫	২০.৫
১৯৮১	৩০.৫	২০.৫	১৯৯৭	৩০.৫	২০.২
১৯৮২	৩১.৭	২০.৩	১৯৯৮	৩০.৯	২০.১
১৯৮৩	৩০.৯	২০	১৯৯৯	৩১.৬	২০.১
১৯৮৪	৩০.৯	২০.২	২০০০	৩০.৭	২০.৬
১৯৮৫	৩১.৩	২০.৩	২০০১	৩১.২	২০.৫
১৯৮৬	৩১.	২০.১	২০০২	৩১	২০.৬
১৯৮৭	৩১.৫	২০.৫	২০০৩	৩০.৮	২০.৭
১৯৮৮	৩১.৪	২০.৪	২০০৪	৩১.১	২০.৭
১৯৮৯	৩১.৪	১৯.৪	২০০৫	৩১.৩	২০.৯
১৯৯০	৩০.৯	১৯.৬	২০০৬	৩১.৭	২১.
১৯৯১	৩১.৩	১৯.৮	২০০৭	৩২.	২১.১
১৯৯২	৩১.৬	১৯.৭	২০০৮	৩২.২	২১.২
১৯৯৩	৩১.১	২০.১	২০০৯	৩২.৫	২১.৩
১৯৯৪	৩১.১	২০.৪			

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ২০১৪

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, রাজশাহী এর তথ্য মতে গ্রাফ চিত্র ১.১ এ সারফেস কন্টুর বিশ্লেষনে গত ত্রিশ বছরের তাপমাত্রা বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (গ্রাফচিত্রের নিচে চিকন লাইন) গড়ে ৩০-৪০ ডিগ্রী এর মধ্যে থাকে। তবে বিগত বছরগুলোতে তাপমাত্রা ২-৩ বছর পর পর সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন হয়েছে। বিশ্লেষন থেকে আরও পরিলক্ষিত হয় যে শেষ ছয় বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে গড় তাপমাত্রা ২ ডিগ্রী বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে গড় তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে উপজেলার জীব বৈচিত্রের উপর বিরুপ প্রভাব পড়বে।

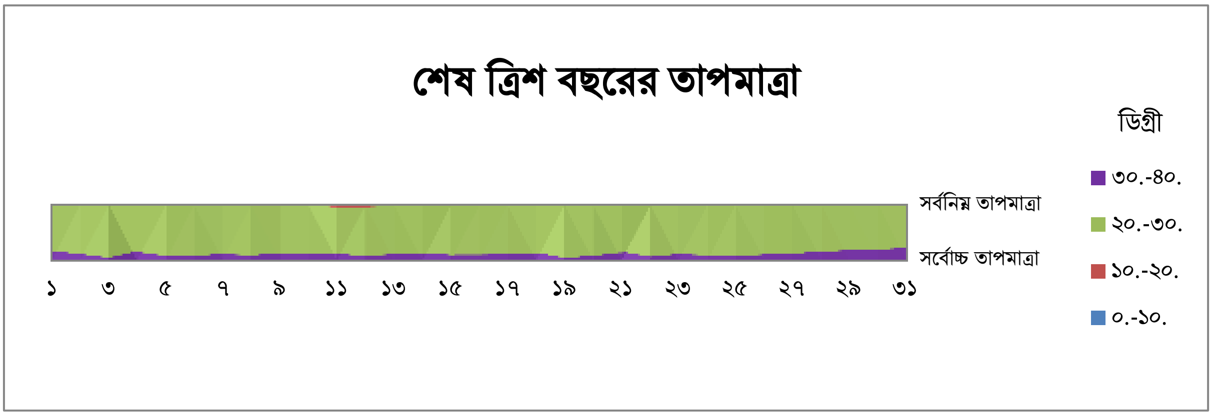

গ্রাফ চিত্র: ১.১: বিগত ত্রিশ বছরের তাপমাত্রার সারফেস কন্টুর বিশ্লেষন *তথ্যসূত্র: আবহাওয়া অধিদপ্তর, রাজশাহী*

ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর
রসুলপুর ২০১৩ সালে এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ ৬৩ফুট ১০ইঞ্চি, ২০১২ সালে এপ্রিল মাসে ৬৪ ফুট ৭ ইঞ্চি। ২০১৩ সালে নভেম্বর মাসে সর্বনিম্ন ৪১ ফুট ১০ইঞ্চি এবং ২০১২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ৪৩ ফুট ৫ ইঞ্চি। তাছাড়া চৈত্র মাসে পানি ওঠে না।

১.৪.৪অন্যান্য

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার
সাপাহার উপজেলায় ভূমির ব্যবহার বহুবিধ। এ উপজেলা প্রধানত কৃষি নির্ভর। তাই এখানে প্রচুর কৃষি জমি রয়েছে। উপজেলার মোট আয়তনের (২৪৪৬২ হেঃ) ৮১% নিট আবাদী জমি যার আয়তন ১৯৮৯০ হেক্টর। এর মধ্যে এক ফসলী জমি ৩১৯০ হেঃ, দুই ফসলী জমি ৯৫৪০ হেঃ ও তিন ফসলী জমি ৭১৬০ হেঃ। এ উপজেলায় মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা ২৮৫৭৫ টি। সাপাহার উপজেলার একটি অনবদ্য বৈশিষ্ট্য জবই বিল যা পুনর্ভবা নদীর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এই এলাকার কৃষি জবই বিল দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। এখানে রয়েছে অসংখ্য ছোট-বড় পুকুর যা মাছ চাষসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া সাপাহার উপজেলায় প্রচুর আমবাগান রয়েছে।

কৃষি ও খাদ্য
সাপাহার মূলতঃ কৃষি সমৃদ্ধ উপজেলা। সেজন্য এ জেলাতে যেসব শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে তার অধিকাংশই কৃষিভিত্তিক। কৃষিই এই উপজেলার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল চাবিকাঠি। কাটারী ভোগ, কালাজিরা চাল সহ উন্নত মানের চালের জন্য এই উপজেলা বিশেষভাবে পরিচিত। কৃষিজাত খাদ্য হিসাবে উৎপাদিত হয়ইরি, বোরো, রোপা আমন, সরিষা,গম, আলু, সরিষা, আম, ডাল ফসল, ছোলা, শীতকালীন সবজী, পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, বোরো, তরমুজ ইত্যাদি। এছাড়াও মৎস্য, প্রাণী ও বিভিন্ন প্রকার ফল চাষ করা হয়। উপজেলার মোট খাদ্য চাহিদা ২৩৭২২ মেঃ টন, মোট খাদ্য উৎপাদন ১১৮৪১০ মেঃ টন এবং বার্ষিক খাদ্য উদ্বৃত্ত ৯৪৬৮৮ মেঃ টন।

নদী
সাপাহার উপজেলার মধ্য দিয়ে পুনর্ভবা নদী প্রবাহিত হয়েছে।বাংলাদেশের দিনাজপুর ও ভারতের পশ্চিম দিনাজপুর জেলা পাড়ি দিয়ে এসে এই নদী নওগাঁ জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে পাতাড়ি গ্রামের সামান্য উত্তরে সাপাহার থানায় প্রবেশ করেছে এবং সেখান থেকে দক্ষিণে আলাদিপুর গ্রামের নিকট সাপাহার অতিক্রম করে পোরশার সীমায় উপনীত হয়েছে। অতঃপর মাইল তিন দক্ষিণে নীতপুরে এবং নীতপুর থেকে আরো মাইল পাঁচেক দক্ষিণে রোকনপুরের বিলের মধ্যে গিয়ে পুনর্ভবা নবাবগঞ্জ জেলায় প্রবেশ করেছে। রোহনপুরে পুনর্ভবা মহানন্দার ও রাজশাহীর গোদাগাড়ির নিকট মহানন্দা পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কলমুডাঙ্গা পেরিয়ে পূর্বদিকে সামান্য বাঁক নিয়ে বাংলাদেশের অনেকটা অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেও পাতাড়ি থেকে রোকনপুরের বিল পর্যন্ত নওগাঁ জেলার অভ্যন্তরে প্রায় সর্বত্র পুনর্ভবা বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমা রেখার পূর্বধার ঘেঁষে প্রবাহিত।

পুকুর
সাপাহার উপজেলায় ৮৫০টি পুকুর রয়েছে যার মধ্যে খাস পুকুর ৪৫০টি। পুনঃ খনন ১২৬টি। উপজেলায় পানির স্তরের সমস্যা থাকায় শুষ্ক মৌসুমে পুকুরগুলো প্রায় শুকিয়ে যায়। তাই মৎস্য সম্পদের ক্ষতি স্বাধিত হয়। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী শুষ্ক মৌসুমে ইরির আবাদের সময় বৃষ্টি বা ভূ-গর্ভস্থ পানি না পাওয়া গেলে পুকুরের পানি নিয়ে ব্যবসা করে।

চিত্র ১.৪: সাপাহার উপজেলার সীমান্ত সংলগ্ন পুকুর

খাল

এলজিইডি, সাপাহার এর তথ্য মতে সাপাহার উপজেলায় মোট খাল রয়েছে ২৫টি যার মোট দৈর্ঘ্য ৯৭.৩২৮ কিমি.। তার মধ্যে দোহার খাড়ি ৬.৫ কিমি.তারা চাঁদ খাড়ি ২.২ কিমি. খনন করেছে এলজিইডি।

বিল

সাপাহার থানার পূর্ব ও পশিচমাঞ্চল সাপাহার ও পোরশার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল তথা জবই ও রোকনপুরের বিল। জবই বিল নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার ৪টি ইউনিয়ন-শিরন্টী, পাতাড়ী, গোয়ালা ও আইহাই এর মধ্যে অবস্থিত। যার আয়তন৪০৩ হেক্টর যা বর্ষাকালে কয়েকগুন বৃদ্ধি পেয়ে বিরাটাকারের জলাশয়ে পরিনত হয়। বর্ষাকালসহ বছরের ৪ থেকে ৬ মাস এসব এলাকা জলমগ্ন থাকে। গ্রামগুলো দেখায় বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। শুকনা মৌসুমে শক্ত ও রূক্ষ্ম মাটি দেখা যায়। সাপাহারে ছোট বড় ১৭ টি বিল রয়েছে।বিল সাধারণত দুই প্রকার বিশ একর এর বেশী আর বিশ একরের কম। বিশ একরের বেশী রয়েছে ৩টি যাদের নাম-১.জবই বিল এর আয়তন ৯৯৬ একর, ২.বিল তিরাইল এর আয়তন ২৫ একর, ৩. জামিরতলা বিল এর আয়তন ৪৪ একর।

চিত্র ১.৫: উপজেলার বিখ্যাত জবই বিল

আর্সেনিক দুষণ

সাপাহারউপজেলার আর্সেনিক প্রবনতা ০-২০%। এ অঞ্চলের আঞ্চলিক গবেষনাগার সমূহে নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে নলকূপের পানির আর্সেনিক, ক্লোরাইড, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, পিএইচ মান, ইলেকট্রিক কন্ডাকটিভিটি ইত্যাদি পরীক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের বায়োলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। ফিল্ড কিটস্ এর মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন ধরনের পানির উৎসের আর্সেনিক,ক্লোরাইড, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, পিএইচ মান, ইলেকট্রিক কন্ডাকটিভিটি ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়।

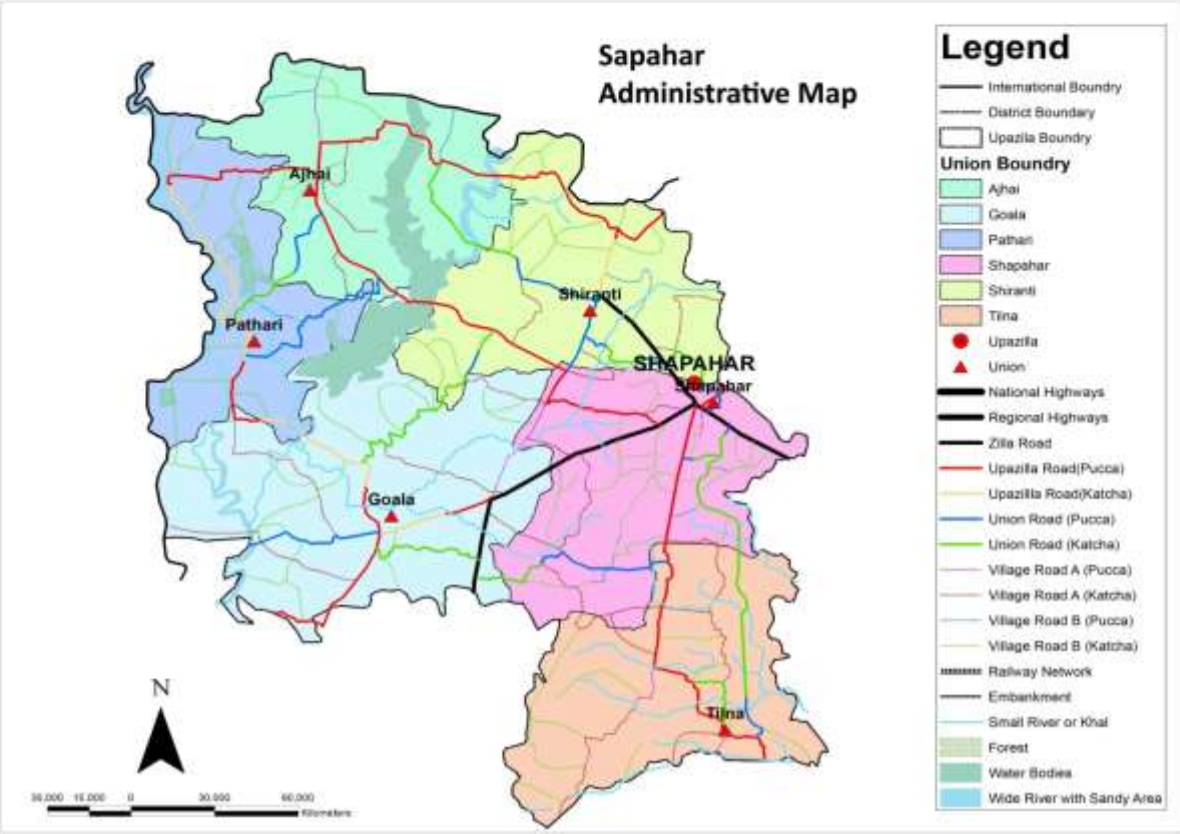
Sapahar
Administrative Map
Legend
International Boundry
District Boundary
Upazila Boundry
Union Boundry
Ajhai
Goala
Pathari
Shapahar
Shiranti
Tilna
Upazilla
Union
National Highways
Regional Highways
Zilla Road
Upazilla Road(Pucca)
Upazillla Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Village Road A (Pucca)
Village Road A (Katcha)
Village Road B (Pucca)
Village Road B (Katcha)
Railway Network
Embankment
Small River or Khal
Forest
Water Bodies
Wide River with Sandy Area
Ajhai
Pathari
Shiranti
SHAPAHAR
Shapahar
Goala
Tilna
N

দ্বিতীয় অধ্যায়
দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

সাপাহার উপজেলায় দুর্যোগের তেমন কোন মারাত্মক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। তবে এ উপজেলা প্রতি বছরই কোন না কোন দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। নিম্ন পানির স্তর, বন্যা, নদীভাঙ্গান, শৈত্যপ্রবাহ, অনাবৃষ্টি, খরা ও কালবৈশাখী ঝড়সহ বিভিন্ন আপদ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপন্ন এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের পানির চাপে খাল-বিলের মাধ্যমে পানি এসে পুনর্ভবা নদীর দুকুল ভাসিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। নদীর গভীরতা কম যার ফলে শুষ্ক মৌসুমে খরার সৃষ্টি হয়। কালবৈশাখীর কারণে কৃষিজ ফসল ও ঘরবাড়ি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অসংখ্য মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। নদীভাঙ্গনের কারণে কৃষি ফসল, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাটসহ জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার কারণে শীতকালীন রবিশস্যের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। তবে সব কিছু ছাপিয়ে যে আপদটি এ উপজেলাকে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে তা হল পানির অতি নিচু স্তর। সাপাহার উপজেলার জনজীবনে এটি একটি মারাত্মক প্রভাব বিস্তারকারী সমস্যা। বৃক্ষনিধন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে সাপাহার উপজেলা দুর্যোগ কবলিত হতে পারে। দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ, ঘটার সময়কাল এবং ক্ষতিগ্রস্ত খাতসমূহ ছক আকারে নিম্নে দেয়া হলোঃ

টেবিল ২.১: দুর্যোগের নাম, বছর, ক্ষতির পরিমান ও খাত

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন কোন খাতউপাদানক্ষতিগ্রস্থ হয়/
পানির নিম্নস্তর	প্রতি বছর	বেশী	কৃষি, মৎস্য, মানব সম্পদ, গাছপালা
বন্যা	১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯০, ১৯৯২	বেশি	কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু, মানব সম্পদ
	১৯৯৮, ২০০২, ২০০৩	মাঝারি	অবকাঠামো, গাছপালা
নদীভাঙ্গান	১৯৮৫, ১৯৮৮, ১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০৬	বেশি	কৃষি, মৎস্য, মানব সম্পদ
	১৯৮৭, ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৫	মাঝারি	গবাদিপশু, অবকাঠামো, গাছপালা
খরা	১৯৭৬, ১৯৭৯, ১৯৮৯, ১৯৯৯	বেশি	কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু
	১৯৯২, ১৯৯৬,২০০৪	মাঝারি	গবাদিপশু, মানব সম্পদ, গাছপালা
কাবৈশাখী ঝড়	১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৭	বেশি	কৃষি, গবাদিপশু, মানব সম্পদ, গাছপালা
	১৯৯৫, ২০০৫	মাঝারি	গবাদিপশু, মানব সম্পদ, অবকাঠামো
অতিবৃষ্টি	১৯৭৬, ১৯৭৯, ১৯৮৯, ১৯৯৬, ২০০৪	বেশি	কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু, মানব সম্পদ
	১৯৯২, ১৯৯৯,	মাঝারি	গবাদিপশু, মানব সম্পদ
শৈত্যপ্রবাহ	২০০৯, ২০১০, ২০১১	বেশি	কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু, মানব সম্পদ
	২০১২, ২০১৩	মাঝারি	গবাদিপশু, মানব সম্পদ

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.২:ইউনিয়নের আপদসমূহ

আপদ একটি অস্বাভাবিক ঘটনাযা প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট কারিগরি ত্রুটির কারনে ঘটতে পারে এবং মানুষের জীবন ও জীবিকার , ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে।সাপাহার উপজেলাটি বরেন্দ্র অঞ্চলের অন্তর্গত হলেও এ উপজেলায় ১৭টি ছোট বড় বিল রয়েছে ও পুনর্ভবা নদী প্রবাহিত হয়েছে। ভৌগোলিক কারনে অঞ্চলটি পূর্ব থেকেই রুক্ষ কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে সময়ের সাপেক্ষে তা সহনিয়তা হারাচ্ছে। অনিয়মিত পানি প্রবাহ,পানির স্তর নিম্নগামী , জলবায়ুর পরিবর্তন প্রভৃতি কারনে জনজীবনে নেমে আসছে জন দুর্ভোগ। যে আপদগুলো এ দুর্ভোগের জন্য দায়ী এবং জনজীবনে ক্ষয়ক্ষতির অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নে দেওয়া হল:

টেবিল ২.২: আপদ ও আপদের অগ্রাধিকার

উপজেলার সকল ইউনিয়নের সম্মিলিত আ পদ সমূহ		উপজেলার চিহ্নিত আপদ সমূহ ও আপদের অগ্রাধিকার
প্রকৃতি সৃষ্ট আপদ		১. পানির নিম্নস্তর
১. বন্যা	১১. ভূমিকম্প	২. বন্যা
২. পানির নিম্নস্তর	১২. লু-হাওয়া	৩. নদীভাঙ্গন
৩. নদীভাঙ্গন	১৩. জলাবদ্ধতা	৪. খরা
৪. খরা	১৪. অনাবৃষ্টি	৫. কালবৈশাখী ঝড়
৫. কালবৈশাখী ঝড়	১৫. টর্নেডো	৬. অনাবৃষ্টি
৬. অনাবৃষ্টি	১৬. শিলাবৃষ্টি	৭. শৈত্যপ্রবাহ
৭. শৈত্যপ্রবাহ	১৭. বজ্রপাত	
৮. ঘনকুয়াশা	১৮. ইঁদূরের আক্রমণ	
৯. ফাঁপি	১৯. ফসলে পোকার আক্রমণ	
১০. আর্সেনিক		
মানবসৃষ্ট আপদ		
২০. অগ্নিকান্ড	২২. ভূমি দখল	
২১. অপরিকল্পিত অবকাঠামো স্থাপন	২৩. চালকল থেকে নির্গত ধানের চিটা	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.৩ ও ভবিষ্যৎ চিত্রের বিস্তারিত বর্ননা বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান

১. পানির নিম্নস্তর

চিত্র-২.১: পানির নিম্ন স্তর

সাপাহার উপজেলার প্রেক্ষিতে নিম্ন পানির স্তর সবচেয়ে মারাত্মক আপদ যা জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভয়াবহ প্রভাব বিস্তার করে এবং খরাকে ত্বরান্বিত করে। জীবনের সবচেয়ে মৌলিক উপাদান পানির জন্য এ উপজেলার মানুষকে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়। এ আপদ প্রতি বছরই সাপাহার উপজেলার প্রতিটি উন্নয়নের খাতকে আক্রান্ত করে। এলাকাবাসী মনে করেন এ আপদ দূরীকরণে অতি দ্রুত সরকারী হস্তক্ষেপ ও বেসরকারী সাহায্য প্রয়োজন।

২. বন্যা

চিত্র-২.২: বন্যা

সাপাহার উপজেলা ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবলিত একটি এলাকা। আষাঢ় মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত এ এলাকায় বন্যা অব্যাহত থাকে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। প্রায় প্রতি বছর বন্যা হলেও ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯০, ১৯৯২, ১৯৯৫, ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৩ এবং ২০০৭ সালের বন্যা ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ।

৩. নদীভাঙ্গান

চিত্র-২.৩: নদীভাঙ্গান

সাপাহার উপজেলায় লোকদের নিত্য সঙ্গী হলো নদীভাঙ্গান। নদীভাঙ্গান দিনদিন বেড়েই চলেছে। কারণ হিসাবে তারা বলেছে যে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ার ফলে পানি বেশী ফুলে ওঠে আর একারণেই স্রোত ও পানির ধারন ক্ষমতা কমে গিয়ে নদীর পাড়ভাঙ্গাতে থাকে। উপজেলাবাসী জানায় এভাবে চলতে থাকলে আরও বেশী কিছু এলাকা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে এবং মানুষের দুর্দশা বেড়েই চলবে।

৪. খরা

চিত্র-২.৪: খরা

সাপাহার উপজেলায় ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে খরা হয়। দিন দিন খরার তিব্রতা ও স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই উপজেলায় বিগত কয়েক বছরে আষাঢ় শ্রাবন-মাসেও বৃষ্টি হচ্ছে না। যার ফলে খরায় ক্ষতির পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খরার পরিমান দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এ উপজেলায় পরিবেশের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে

৫. কালবৈশাখী ঝড়

সাপাহার উপজেলায় বিগত কয়েক বছর আগে কালবৈশাখীর ঝড় হতো ২/৩ বছর পরপর। কিন্তু ২০০৪ সাল থেকে প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড়ের আঘাত হানে। এতে আম, লিচুসহ অন্যান্য কৃষিজ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এভাবে প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড় সংঘঠিত হলে এ উপজেলার মানুষের চরম বিপর্যয় দেখা দিবে।

চিত্র-২.৫: কালবৈশাখী ঝড়

৬. অনাবৃষ্টি

সাপাহার উপজেলায় লোকেদের মতে, এ এলাকার বৃষ্টিপাতের ধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাপাহার উপজেলায় কয়েক বছর আগেও আষাঢ় শ্রাবন মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো, কিন্তু বর্তমানে তেমন আর চোখে পড়ে না। আগের চেয়ে বর্তমানে বৃষ্টিপাতের পরিমান কমে গেছে এবং আবহাওয়ার একটা বিরূপ পতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যার ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

চিত্র-২.৬: অনাবৃষ্টি

৭. শৈত্যপ্রবাহ

সাপাহার উপজেলায় প্রতি বছর শীত মৌসুমে ব্যাপক শৈত্যপ্রবাহ হয়। সাপাহার উপজেলাটি পুনর্ভবা নদীর ধারে থাকায় শৈত্যপ্রবাহের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ফলে বর্তমানে আমের মুকুল, লিচুর মুকুল ও মসূরসহ বিভিন্ন ফসল ও জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে।

চিত্র-২.৭: শৈত্যপ্রবাহ

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষম

কোন জনগোষ্ঠীর বা তার অংশের আপদে আক্রান্ত বা সম্ভবনা এবব্যক্তি বা পরিবার) কোন এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট)।৪ঐ আপদ ও ব্যক্তির জীবনযাপনের বিভিন্ন সংগঠনের ফলে সমাজ।৪্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাব্য মাত্রা। উঠান বৈঠক ও বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষন করেসাপাহার উপজেলার বন্যা, পানির নিম্নস্তর, নদীভাঙ্গন, খরা, কালবৈশাখী ঝড়, অনাবৃষ্টি ও শৈত্যপ্রবাহ প্রভৃতি আপদগুলোর প্রভাবে বিপদাপন্ন হচ্ছে উপজেলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী। এছাড়াও প্রাণীকুলমৎস্য সম্পদ এবং   , অবকাঠামোগুলোও বিপদাপন্নের বাইরে নয়। আপদ নিরুপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট আপদ সংঘটনের আশঙ্কাকোন , তা কতটুকু হতে পারে, এর দ্বারা কতখানি অঞ্চল আক্রান্ত হতে পারেনির্দিষ্ট সময়ে তা ঘটতে পারে, এর তীব্র তাই এই বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী আপদ চিহ্নিত করে তাদের নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করে সক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে চলেছে প্রতিনিয়ত। এখানে বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগতসামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যম-আর্থ ,ান অবস্থাযা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষ ,তির আশংকার ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবিলা করায় জনগোষ্ঠী অসমর্থ হয়ে থাকে এবং সক্ষমতা হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া, যা মানুষ বা কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকুল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে। কোন কোন এলাকা কি কি কারনে কিভাবে বিপদাপন্ন তা সংক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নে দেখানো হল:-

টেবিল ২.৩: আপদ ভিত্তিক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
বন্যা	-নদী ও খালের নাব্যতা না থাকা -চাহিদার তুলনায় কম ও দূর্বল বেড়ীবাঁধ -বাধের দু ধারে গাছ লাগানো না থাকায়	-নদী ও খালের নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং মেশিন আছে -বাধের দু ধারে গাছ লাগানো ও মেরামত করে বেড়ীবাঁধ মজবুত করার যায় -নতুন বেড়ীবাঁধ করার জন্য জায়গা আছে -সাপাহার উপজেলার পানি নিষ্কাশনের মাধ্যম হল পুনর্ভবা নদী। -সাপাহার উপজেলায় ২৩কি.মি. উঁচু বাঁধ ও ক্রস ড্যাম রয়েছে।
পানির নিম্নস্তর	-জলবায়ুর পরিবর্তন -অপরিকল্পিত পানির ব্যবহার	-৩২৩ টি গভীর নলকূপ আছে। -৭৭ টি ক্রস ড্যাম আছে পানি ধরে রাখার জন্য। -বেশী বেশী গাছ লাগানোর ব্যবস্থা আছে। -খাবার পানির জন্য ৪৫ টি ট্যাংক আছে।
নদীভাঙ্গান	-নদী ভাঙ্গনের ফলে জনগন সর্বশান্ত হয়। -আইহাই, পাতাড়ি, গোয়ালার উত্তরাংশ, শিরন্টির উত্তর-পশ্চিমাংশসহ জবই বিল ও পুনর্ভবা নদীসংলগ্ন এলাকাসমূহ কৃষি, ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট, গাছপালা অনেকাংশে নদীগর্ভে বিলিন হয়ে যায়। -দুর্বল ভেড়ী-বাঁধ -নদীর ধারে ব্যাপক বনায়ন না থাকা -আইহাই, পাতাড়ি, গোয়ালার উত্তরাংশ, শিরন্টির উত্তর-পশ্চিমাংশসহ জবই বিল ও পুনর্ভবা নদীসংলগ্ন এলাকাসমূহে পর্যাপ্ত বাঁধ না থাকা। যে টুকু ভেড়ী-বাঁদ আছে তা প্রায় বিভিন্ন অংশে ভাঙ্গা।	-সাপাহার উপজেলায় ২টি বাঁধ রয়েছে যার দৈর্ঘ্য ২৫ কি.মি.। -নদীর তীরে ব্যাপক ভাবে বাঁশ (শীকড় বিস্ত্রীত) জাতীয় গাছ লাগানোর সুযোগ আছে। যা আকড়ে ধরতে সাহায্য করবে। -বাঁধ/রাস্তার দু-ধারে বৃক্ষ রোপন করার সুযোগ আছে। -নদী ভাঙ্গন রোধে নদীর ধারে বাঁধের সাথে ব্লক তৈরী করার সুযোগ আছে। -দুস্থ মানুষদের নদীর ধারে খাস জমিতে স্থানান্তর করার সুযোগ আছে।
খরা	-এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক গাছপালা না থাকায়	-লবন সহনশীল গাছপালা লাগানোর সুযোগ আছে
কালবৈশাখী ঝড়	-দুর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসত ভিটা হওয়ায় ঘূর্ণীঝড়ে ক্ষতি হয় -বসত-বাড়ীর চারপাশে ঝোপ-ঝাড় জাতীয় গাছপালা না	-সাপাহার উপজেলার শিরন্টিতে একটি আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। -ঘর-বাড়ী গুলো ঘূর্ণীঝড় সহনশীল হওয়ার

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
	থাকা এবং বড় বৃক্ষ থাকায় ঘূর্ণীঝড়ে গাছ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বসত-বাড়ী নষ্ট করে দেয়। -দুর্বল স্যানিটেশন (কাঁচা) থাকার ফলে ঘূর্ণীঝড়ে তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। -পশু-পাখির ঘূর্ণীঝড় সহনশীল আবাসস্থল না থাকায় ঘূর্ণীঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। -পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র না থাকায় ঘূর্ণীঝড়ে জীবন নাশ হয়। -কিল্লা না থাকায় ঘূর্ণীঝড়ের সময় পশুপাখি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঘূর্ণীঝড়ে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীরা বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়।	সুযোগ আছে। -বসত বাড়ীর চারপাশে ঘূর্ণীঝড়ের প্রবল বাতাস প্রতিরোধ করার জন্য ঝোপ-ঝাড় বিশিষ্ট বনজ/ফলদ গাছ লাগানোর সুযোগ আছে। -নদী বেষ্টিত বাঁধ গুলো ব্লক ফেলে মজবুত করার সুযোগ আছে এবং বাধের ও রাস্তার দু-পাশে গাছ লাগানোর সুযোগ আছে। -স্যানিটেশন মজবুত করার সুযোগ আছে। -আশ্রয়কেন্দ্র ও কিল্লা নির্মানের জন্য খাস জমি আছে। -পশুদের (গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া) জন্য মজবুত আবাসস্থল নির্মান করার সুযোগ আছে। -সাপাহার উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক দল আছে।
অনাবৃষ্টি	-এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক গাছপালা না থাকায়	-সাপাহার উপজেলায় জবই বিল ও পুনর্ভবা নদী রয়েছে। -লবন সহনশীল গাছপালা লাগানোর সুযোগ আছে
শৈত্যপ্রবাহ	-জলবায়ুর পরিবর্তন	-সরকার ও এজিওদের সাড়া প্রদান

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

সাপাহার উপজেলায় ভৌগোলিক অবস্থানগত কারনে শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাব পরিলক্ষিত হয় তাই মাঠ ঘাট শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায় আর বিপদাপন্ন হয় এ উপজেলার সকল জনগোষ্ঠীপ্রাণীকুল, মৎস্য সম্পদ এবং অবকাঠামো। আবার পাহাড় থেকে , আবার কখনোবা নদীভাঙনে নেমে আসা আকস্মিক বন্যায় ভেসে যায় কৃষি জমি, গাছপালা, মৎস, প্রাণী এবং অবকাঠামো। গৃহহারা হয় নদীর তীরবর্তী মানুষ। উপজেলার সবস্থানের বিপদাপন্নতা সমান নয় তাই আপদের ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকাবিপদাপন্নের কারন ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা নিম্ন ,োক্ত টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হল:

টেবিল ২বিপদাপন্ন এলাকা, কারণ ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা আপদ ভিত্তিতে সর্বাধিক :৪.

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
পানির নিম্নস্তর	শিরন্টি, গোয়ালা ও তিলনাসহ সমগ্র উপজেলা	জলবায়ুর পরিবর্তন ও অপরিকল্পিত পানির ব্যবহার	৮২৮৫০ জন (আনুমানিক)
বন্যা	আইহাই, পাতাড়ি, গোয়ালার উত্তরাংশ, শিরন্টির উত্তর-পশ্চিমাংশসহ জবই বিল ও পুনর্ভবা নদীসংলগ্ন এলাকাসমূহ	বন্যার কারনে এখানে প্রচুর কৃষি জমি নদীগর্ভে পতিত হয়। এছাড়া কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো ও মানব সম্পদের ক্ষতি হতে পারে।	৬৯৯৬০ জন (আনুমানিক)
নদীভাঙ্গন	আইহাই, পাতাড়ি, গোয়ালার উত্তরাংশ, শিরন্টির উত্তর-পশ্চিমাংশসহ জবই বিল ও পুনর্ভবা নদীসংলগ্ন এলাকাসমূহ	১০ বছর ধরে এই এলাকাগুলোতে নদীভাঙ্গনের কারনে হাজার হাজার একর আবাদি জমি নদীগর্ভে মিশে যাচ্ছে। নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে অনেক মানুষ। এছাড়াও কৃষি, মৎস্য ও মানবসম্পদের ক্ষতি হয়ে থাকে।	৪৫৬৩০ জন (আনুমানিক)
খরা	আইহাই, পাতাড়ী, শিরন্টী, গোয়ালার পূর্বাংশ ও সাপাহার সদরের দক্ষীণাংশসহ সমগ্র উপজেলা	খরার কারনে এখানে প্রচুর কৃষিসম্পদের ক্ষতি হতে পারে।	১৬১৭৯২ জন (আনুমানিক)
কালবৈশাখী ঝড়	পাতাড়ী, গোয়ালা, আইহাই, শিরন্টী ও সাপাহার সদর ইউনিয়নসহ সমগ্র উপজেলা	সাপাহারের মধ্যে এই এলাকাগুলোতে সবচেয়ে বেশী আম উৎপাদন হয়। যা কালবৈশাখী ঝড়ের কারনে প্রচুর ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও মৎস্য, মানব সম্পদের ক্ষতি হতে পারে।	১৬১৭৯২ জন (আনুমানিক)
অনাবৃষ্টি	পাতাড়ী, গোয়ালা, আইহাই, শিরন্টী ও সাপাহার সদর ইউনিয়নসহ সমগ্র উপজেলা	অনাবৃষ্টির কারনে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায় যার ফলে প্রচুর কৃষকের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।	১৬১৭৯২ জন (আনুমানিক)
শৈত্যপ্রবাহ	আইহাই, পাতাড়ী, গোয়ালা, শিরন্টী ও সাপাহার সদর ইউনিয়নসহ সমগ্র উপজেলা	শৈত্যপ্রবাহের কারণে ফসলের ক্ষতি হতে পারে, পশুসম্পদ ঝুঁকিতে থাকে, জনজীবনের দুর্ভোগ সৃষ্টি হতে পারে, শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধরা ঝুঁকিতে থাকে।	১৬১৭৯২ জন (আনুমানিক)

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.৬ খাতসমুহয়ন পরিকল্পনার প্রধানউন্ন

সাপাহার উপজেলাটি কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন নির্ভর। এ উপজেলার অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কৃষিকে প্রাধান্য দিলেও আপদ ও ঝুঁকি হ্রাসের জন্য মৎস, প্রাণী, স্বাস্থ্য, জীবিকা, অবকাঠামো সব দিকেই উন্নয়ন প্রয়োজন। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হল:

টেবিল ২.৫: উন্নয়নের খাত ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়

প্রধান খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	সাপাহার উপজেলায় মোট ১৯৮৯০ হেক্টর জমিতে ১১৮৪১০ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদিত হয়। মোট চাহিদা পূরণ করে ৯৪৬৮৮ মেট্রিক টন ফসল উদ্বৃত থাকে যা সাপাহার উপজেলার অর্থনীতির জন্য বিরাট সাফল্য বয়ে আনে। ফলে নতুন চাষীরা উদ্যোগী হয়ে কৃষিতে এগিয়ে আসবে। তাই সাপাহার উপজেলায় কৃষিসম্পদ, উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে বিবেচিত।	সাপাহার উপজেলায় ৯০% মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল যার মধ্যে দিনমজুর ৫০%, ক্ষুদে কৃষক শ্রেণী ২৫%, মাঝারি কৃষক শ্রেণী ১০%, বড় কৃষক শ্রেণী ৫%। এই কৃষি থেকে আয় হয় ৭৯.৭৫%। আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি অনাবৃষ্টি, শৈত্যপ্রবাহ, ঘনকুয়াশা ও খরা হয়, তাহলে কৃষিজ ফসল নষ্ট হয়ে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তাই দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়ের জন্য সাপাহার উপজেলার কৃষিতে আরো আধুনিকায়ন প্রয়োজন। যার ফলে সাপাহার উপজেলার কৃষি সম্প্রসারিত হবে যা কিছুটা দুর্যোগ সহায়ক।
মৎস্য	সাপাহার উপজেলাতে পুকুর, খাল, বিল, নদী ও জলাভূমি মিলে মোট ১৯৯৭.০৮ একর জমিতে মাছ উৎপাদনের জন্য সক্ষম। যা থেকে উপজেলার মানুষ জীবন-জীবিকাসহ অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করে। এর মাধ্যমে নতুন মৎস্য চাষীরা উদ্যোগী হয়ে মাছ চাষে এগিয়ে আসবে। ফলে মৎস্য সম্পদ দ্বারা উপজেলায় অনেক উন্নয়ন সম্ভব। তাই সাপাহার উপজেলায় মৎস্যসম্পদ, উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে গণ্য করা যায়।	আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি অতিবৃষ্টি, খরা হয় তাহলে কৃষি ফসল নষ্ট হয়ে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সেক্ষেত্রে তারা যদি পাশাপাশি মাছ চাষ করে তাহলে কৃষকরা অনেকটাই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। তাছাড়া ধান ও মাছের সমন্বিত চাষ করলে, ধান নষ্ট হলেও মাছের উৎপাদন দুর্যোগকালে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য মাছ চাষের কোন বিকল্প নেই। তাই বলা যায় মৎস্যখাত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।
পশুসম্পদ	২০-২৫ বছর পূর্বে সাপাহার উপজেলায় প্রায় প্রতিটি পরিবারে কম বেশি গরু-ছাগল ছিল। বর্তমানে প্রয়োজনীয় চারণভূমি ও গোখাদ্যের অভাবে পশুসম্পদ অনেক কমে গেছে। বর্তমানে ২৩টি গবাদিপশুর খামার, ৩৮টি ব্রয়লার মুরগীর খামার এবং ৩০টি হাঁসের খামার রয়েছে যা মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলে এবং অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে।	আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি অতিবৃষ্টি, বন্যা হয় তাহলে মৎস্য চাষী ও কৃষকরা অনেকটাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সেক্ষেত্রে তারা যদি পাশাপাশি পশু পালন করে তাহলে তাৎক্ষণিক আর্থিক ক্ষতির থেকে রক্ষা পাবে এবং দুর্যোগের মুহূর্তে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকবে। সেজন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য পশুসম্পদের কোন বিকল্প নেই। তাই বলা যায় পশুসম্পদ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।
স্বাস্থ্য	সাপাহার উপজেলায় ১টি সরকারি হাসপাতাল, ১টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র এবং ১৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। এছাড়াও ২টি বেসরকারী হাসপাতাল রয়েছে। এগুলো সাপাহার উপজেলার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।	দুর্যোগের ফলে সাপাহার উপজেলায় রোগব্যাধি বৃদ্ধি পায়, এজন্য স্বাস্থ্যসেবার আরো আধুনিকায়ন প্রয়োজন যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সাথে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়।
জীবিকা	সাপাহার উপজেলায় ৯০% মানুষ কৃষিকাজে সম্পৃক্ত (দিনমজুর ৫০%, ক্ষুদে কৃষক শ্রেণী ২৫%, মাঝারি কৃষক শ্রেণী ১০%, বড় কৃষক শ্রেণী ৫%)। সাপাহার উপজেলায় মানুষের জীবিকা ভিন্নরুপ হওয়ায় তাদের অর্থনীতি খুবই সমৃদ্ধশালী। আনুপাতিক হারে এই উপজেলাতে মানুষের অভাব খুবই কম। কারন তারা বেশীরভাগই নির্ভরযোগ্য পেশায় জড়িত। যার ফলে সাপাহার উপজেলার মানুষের জীবন জীবিকা বেশ উন্নত।	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সাপাহার উপজেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, ঘনকুয়াশা, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণভাবে প্রভাব পড়ে। কিন্তু মানুষ যদি বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহন করে, তাহলে দুর্যোগকালে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ মোকাবেলা সম্ভব। এবং দুর্যোগ মুহূর্তে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকবে। তাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।

প্রধান খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
গাছপালা	সাপাহার উপজেলায় আম চাষের জন্য যথেষ্ট সুনাম আছে। এই উপজেলাতে প্রচুর আমবাগান আছে যার ফলে সবুজে ভরা এ অঞ্চলে গাছপালার কোন কমতি নেই। আমগাছ ছাড়াও এখানে প্রচুর আকাশমনি, শিশু, জামরুল, ইউক্যালিপ্টাস, অর্জুন, আকাশিয়া, বাবলা ও বরই গাছ রয়েছে। সাপাহার উপজেলায় সরকারিভাবে **১১৭১**একর বনায়ন রয়েছে যা সাপাহার উপজেলার অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।	সাপাহার উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্য সম্পদ, পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ঝড়ের প্রভাবে প্রচুর ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাটসহ প্রচুর অবকাঠামোগত ক্ষতি সাধিত হয়। যা মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণভাবে প্রভাব ফেলে এবং পরিবেশ রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। এসব মোকাবেলার জন্য প্রচুর পরিমানে গাছপালার কোন বিকল্প নেই। তাই সাপাহার উপজেলায় একটা স্লোগান হওয়া উচিত "প্রচুর পরিমান গাছ লাগান এবং পরিবেশ বাঁচান" যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে।
অবকাঠামো	সাপাহার উপজেলায় প্রচুর অবকাঠামোগত সম্পদ রয়েছে যার মধ্যে ২৫ কি.মি. বাঁধ, ৩ টি ব্রীজ ও ৫৪২টি কালভার্ট রয়েছে। এছাড়া উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্যপথ মিলিয়ে সর্বমোট **৩৮২.৯** কি.মি. রাস্তা, সেচের জন্য বর্তমানে ৩২৩টি গভীর নলকূপসহ ৭৮টি ক্রসড্যাম রয়েছে। এছাড়া ৮টি হাটবাজার রয়েছে যা উপজেলার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। এই অবকাঠামোগত সম্পদগুলো সাপাহার উপজেলার উন্নয়নমূলক কাজ তথা অর্থনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।	সাপাহার উপজেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, অতিবৃষ্টি হলে অবকাঠামোগত সম্পদগুলো দুর্যোগকালে বিভিন্নভাবে কাজে লাগে যেমন- বাঁধ যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় নদীভাঙ্গনের হাত থেকে উপজেলাকে রক্ষা করে। কালভার্টগুলো বন্যা, অতিবৃষ্টি হলে পানি সরবরাহ কাজে ব্যবহার হয়। এটা কৃষির অনেক উপকার করে। নলকূপগুলো খরা মৌসুমসহ অন্য সময়ে পানি সেচের কাজে ব্যবহার করে প্রচুর কৃষিসম্পদ অর্জিত হয়ে থাকে। রাস্তাঘাট বিভিন্ন জেলা/উপজেলার সাথে যোগাযোগ সম্পর্ক উন্নয়ন করে। দুর্যোগের সময় হাটবাজার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য অবকাঠামোগত সম্পদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য অবকাঠামোগত সম্পদকে যথেষ্ট শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নাই।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.৭ সামাজিক মানচিত্র

সাপাহার উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সাপাহার উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার জনগনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এবং সাপাহার উপজেলার মানচিত্র দেখিয়ে সামাজিক মানচিত্র করার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব বর্ণনা করে তাদের সহায়তায় সাপাহার উপজেলার সামাজিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। সামাজিক মানচিত্রে উপজেলার গ্রামগুলির অবকাঠামোসমূহ, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাট-বাজার, নদী-খাল, ফসলের মাঠসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সামাজিক মানচিত্রে উপজেলার সার্বিক অবস্থা দেখানো হয়েছে।

২.৮ দুর্যোগ এবং ঝুঁকি মানচিত্র

সাপাহার উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার জনসাধারনের সাথে বসে সাপাহার উপজেলার মানচিত্র দেখিয়ে দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্র করার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব বর্ণনা করে তাদের সহায়তায় এলাকার আপদসমূহ চিহ্নিত করে সাপাহার উপজেলার সামাজিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। সাপাহার উপজেলার কোন ইউনিয়নে কি ধরনের আপদ সংঘটিত হয় তা ঝুঁকি মানচিত্রে অংশগ্রহনকারীদের দ্বারা প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমির বন্ধুরতা, ভূমির ব্যবহার, নদীর গতিপথ প্রভৃতি বিষয়গুলোও বিবেচনায় নিয়ে আসা হয়েছে। দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্রে উপজেলার সার্বিক অবস্থাও দেখানো হয়েছে।

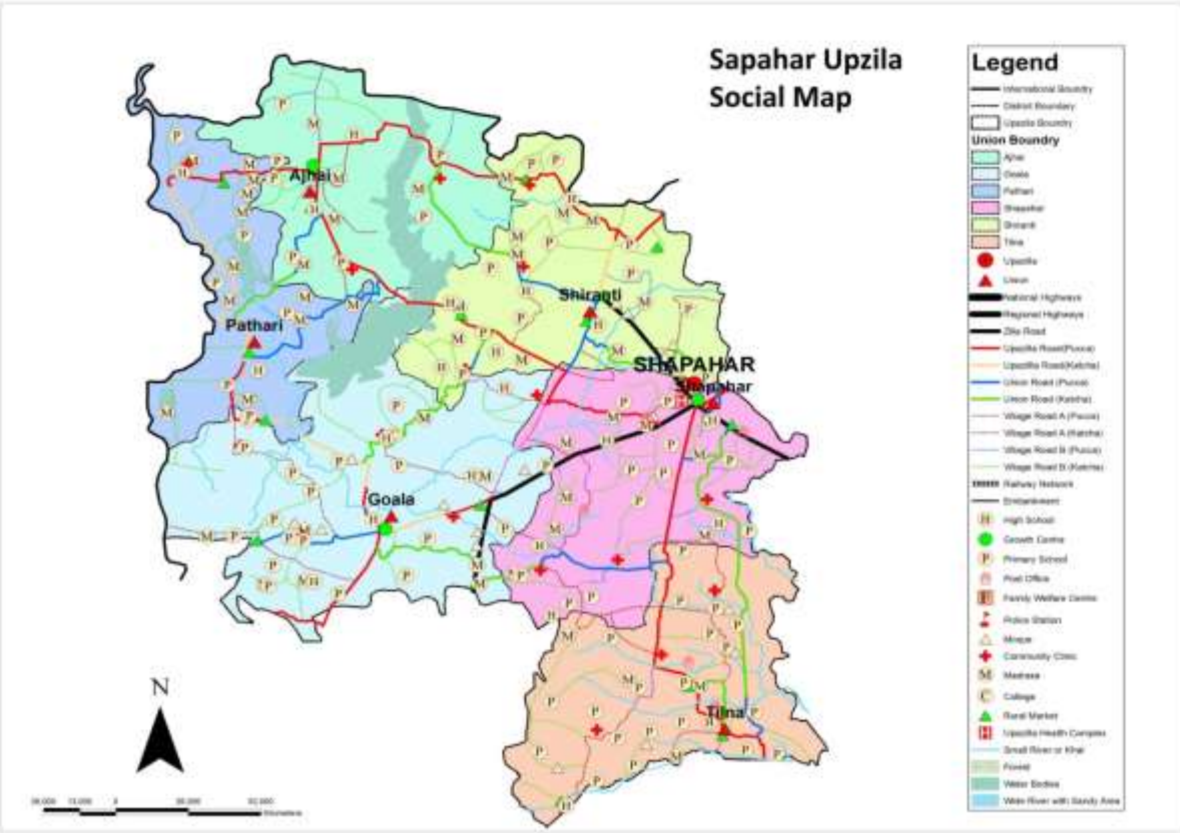
Sapahar Upzila
Social Map
Legend
Union Boundry
Pathari
Shiranti
SHAPAHAR
Shapahar
Goala
Tilna
N

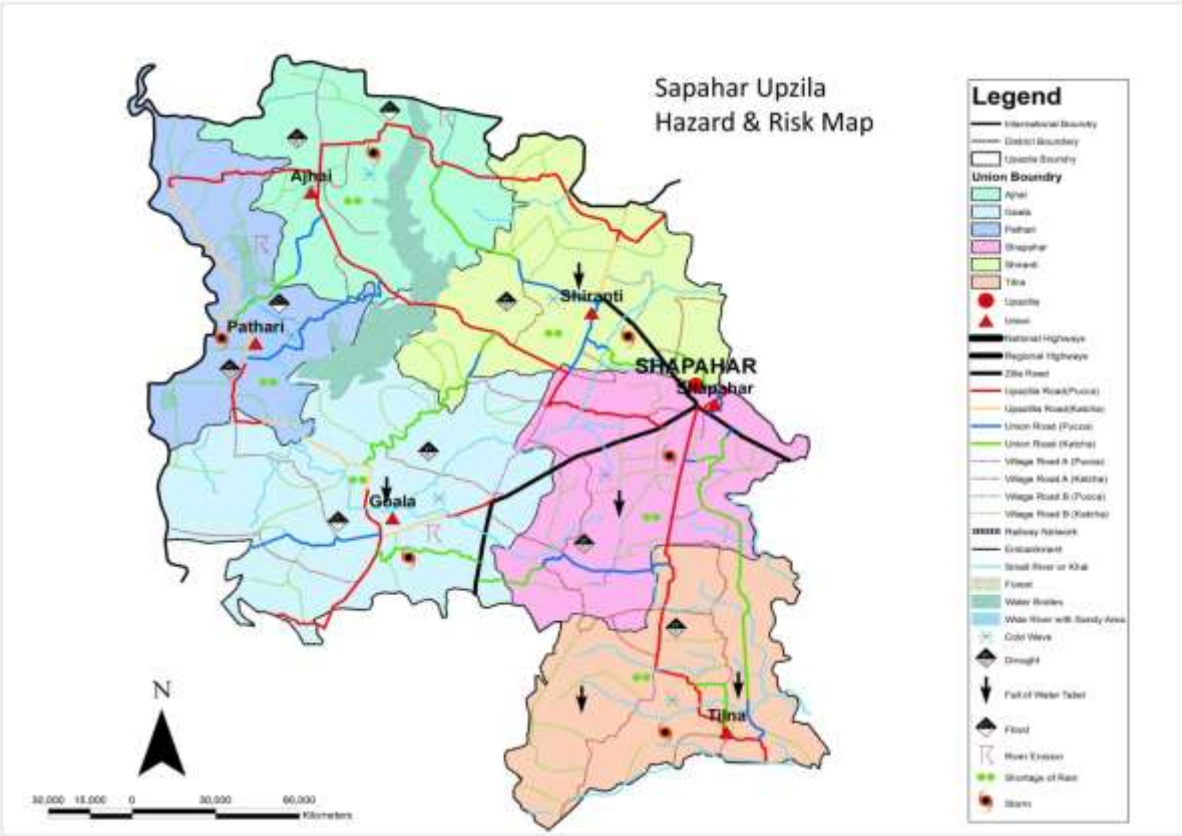

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

সাপাহার উপজেলায় খরার প্রবনতা বেশি হলেও সারা বছর জুড়েই বিভিন্ন আপদ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। চৈত্র মাস থেকেই খরার প্রবনতা বাড়তে থাকে এবং বৈশাখজৈষ্ঠ মাসে প্রখড় রুপ ধারন করে। মাঠ ঘাট শুকিয়ে যায়, অধিকাংশ টিউবয়েলে পানি থাকে , না। এ সময় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে থাকে তাই শুধু গভীরনলকূপ ছাড়া পানি উত্তলন সম্ভব নয়। এছাড়া সাপাহার উপজেলার ভেতর দিয়ে ১টি নদী প্রবাহিত হয়েছে। হঠাৎ বন্যা বা পাহাড়ী ঢল নামলে নদী সংলগ্ন এলাকা ও জনসাধারন আষাঢ় থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত যে কোন সময় বিপুল পরিমান ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এছাড়া অগ্রহায়ন থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ঘনকুয়াশা ও শৈত প্রবাহের প্রকপ থাকে তাতে করে রবি শষ্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি তুলে ধরা হল:

টেবিল ২.৬: মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জি

আপদসমূহ	মৌসুম											
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
পানিরনিম্নস্তর												
বন্যা												
নদীভাঙ্গন												
খরা												
কালবৈশাখীঝড়												
অনাবৃষ্টি												
শৈত্য প্রবাহ												

বেশি | মাঝারি | কম

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

আপদের দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ

আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন কোন মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন কোন মাসে এর প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। প্রি-সি.আর.এ কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়:

পানির স্তরঃ ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়াকে এলাকাবাসী আপদ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় এখানকার অনেক ফসল সেচের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। আবার যেগুলো কোনো মতে হচ্ছে তাতেও পর্যাপ্ত পানির অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে। মে মাস থেকে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত পানির স্তর নামতে থাকে এবং জুন থেকে জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত প্রকট আকার ধারন করে।

বন্যাঃ মূলত নদীভরাটের কারণে ও পানি নিষ্কাশনের পথ না থাকায় বন্যা হয়। প্রচুর পরিমাণ পলি জমে নদীগুলো ক্রমাগত ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং নদীর মাঝে চর জেগে উঠায় অতিরিক্ত পানির চাপে নদীর পাড় উপচে বন্যার সৃষ্টি করে। সাপাহার উপজেলায় জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত বন্যার সম্ভাবনা দেখা দেয় হয়।

নদীভাঙ্গনঃ সাপাহার উপজেলার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ফসল ও গবাদিপশু নদীভাঙ্গনে প্রতি বছর বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত এখানে নদীভাঙ্গন প্রকট না হলেও আগস্টের প্রথম থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত নদীভাঙ্গন প্রকট আকার ধারন করে।

খরাঃ এই এলাকার প্রধান আপদ হল খরা। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত খরার উপস্থিতি দেখা যায়। মাত্রাতিরিক্ত খরা এখানকার কৃষির ব্যাপক ক্ষতি করে। মার্চ মাসের প্রথম দিকে এবং জুন মাসের শেষের দিকে খরার প্রভাব মধ্যম পর্যায়ে থাকলেও বছরের বাকি সময় এর মাত্রা কিছুটা কম থাকে।খরার কারণে এখানকার অনেক ফসল সেচের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। আবার যেগুলো কোনো মতে হচ্ছে তাতেও পর্যাপ্ত পানির অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে। আবার এই খরার কারণে সংরক্ষিত পুকুরের পানি শুঁকিয়ে যাওয়ায় দেখা দিচ্ছে পানীয় জলের চরম সংকট।

কালবৈশাখী ঝড়: সাপাহার উপজেলায় বিগত কয়েক বছর আগে কালবৈশাখীর ঝড় হতো ২/৩ বছর পরপর। কিন্তু ২০০৪ সাল থেকে প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড়ের আঘাত হানে। এতে আম, লিচুসহ অন্যান্য কৃষিজ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এভাবে প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড় সংঘঠিত হলে এ উপজেলার মানুষের চরম বিপর্যয় দেখা দিবে।

অনাবৃষ্টি: সাপাহার উপজেলায় লোকেদের মতে, এ এলাকার বৃষ্টিপাতের ধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাপাহার উপজেলায় কয়েক বছর আগেও আষাঢ় শ্রাবন মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো, কিন্তু বর্তমানে তেমন আর চোখে পড়ে না। আগের চেয়ে বর্তমানে বৃষ্টিপাতের পরিমান কমে গেছে এবং আবহাওয়ার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যার ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

শৈতপ্রবাহ: সাপাহার উপজেলায় প্রতি বছর শীত মৌসুমে ব্যাপক শৈত্যপ্রবাহ হয়। এ উপজেলাটি ছোট যমুনা নদীর ধারে থাকায় শৈত্যপ্রবাহের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে প্রচুর শৈত্যপ্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। ফলে আমের মুকুল, লিচুর মুকুল ও মসূরসহ বিভিন্ন ফসল ও জনজীবনে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

২. ১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

কৃষি প্রধান জীবিকা হলেও এ উপজেলায় ৬ টির মত ছোট বড় বিল থাকায় মৎস্যজীবী ও রয়েছে। এছাড়া ভূমিহীন শ্রমীক আছে যারা দিনমুজুর হিসাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি হাট বাজার থাকায় এবং বিপুল পরিমান কৃষিপন্য রপ্তানির জন্য ব্যবসায়ী জীবিকাও গড়ে উঠেছে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি দেওয়া হল:

টেবিল ২.৭: জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

জীবিকার উৎস	মৌসুম											
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
কৃষক												
কৃষি শ্রমিক												
অকৃষি শ্রমিক												
মৎস্য চাষি												
মৎস্যজীবি												
আম চাষি												
মাঝি												
ব্যবসায়ী	ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীও অনুষ্ঠানের সময় কাজের চাপ বেশি থাকে											
চাকুরীজীবি	সারা বছরই সমান ব্যস্ত থাকে											
নসিমন/ ভ্যান চালক												
কুটির শিল্পের কাজ												
কাঠ মিস্ত্রির কাজ												
রাজ মিস্ত্রির												

কাজ					

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

পূর্বে আলোচিত আপদ ,দূর্যোগ সমূহ স্বাভাবিক জীবন জীবিকা নির্বাহে বাঁধার সৃষ্টি করে। কৃষি /মৎস্যজীবীদিনমজুর ও ব্যবসায়ী , সকলেই কম বেশিবিপদাপন্ন হয়। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা দেওয়া হল:

টেবিল ২জীবিকি সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা জীবন ও :৮.

ক্র: নং	জীবিকাসমূহ	আপদ/ দুর্যোগ সমূহ						
		পানিরনিম্নস্তর	বন্যা	নদীভাঙ্গন	খরা	কালবৈশাখী	অনাবৃষ্টি	শৈত্যপ্রবাহ
০১	কৃষি	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
০২	মৎস্য	☑	☑	☑	☑		☑	☑
০৩	দিনমজুর	☑	☑		☑	☑		☑
০৪	ব্যবসায়ী	☑	☑			☑		☑

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা

সাপাহার উপজেলার বিপদাপন্ন খাতসমূহ হল ফসল, গাছপালা, প্রাণী সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য এবং আশ্রয়কেন্দ্র। উপরে আলোচিত আপদসমূহের কারনে খাতগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রতিটি ইউনিয়নের আপদসমূহ চিহ্নিতকরণও তার সংশ্লিষ্ট বিপদাপন্ন খাত ও উপাদান এবং এলাকাসমূহ নির্ধারণের পর আপদ সমূহের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সমূহ চিহ্নিত, তালিকা প্রস্তুত ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি নিয়ে চারটি (কৃষক, ভূমিহীন, মহিলা ও মৎস্যজীবী) দলে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে ৬জন করে মোট ২৪জন প্রতিনিধির সাথে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি দলের বর্ণনাকৃত ঝুঁকি সমূহের মূল্যায়ন করে অগ্রহণ যোগ্য ঝুঁকিসমূহের উপর ভোটা ভুটির মাধ্যমে (জিপস্টিকের মাধ্যমে ভোট প্রদান) ঝুঁকির অগ্রাধিকার করণ করা হয়েছে। চারটি দলের অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকিসমূহ একত্রিত করে প্রাপ্ত ভোট সংখ্যার আলোকে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্তিরক্রমানুযায়ী ঝুঁকির তালিকা থেকে ঝুঁকি নিয়ে তার কারণ বিশ্লেষণসহ স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকি সমূহ নিম্নরূপ। এগুলো পরবর্তীতে গ্রুপের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পরোক্ষ স্টেক হোল্ডারদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছে। সাপাহার উপজেলার বিপদাপন্ন খাতগুলি চিহ্নিতকরে নিম্ন টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হল:

টেবিল ২.৯: খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি

আপদ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ									
	ফসল	গাছপালা	প্রাণী সম্পদ	মৎস্য সম্পদ	ঘরবাড়ি	রাস্তাঘাট	ব্রীজ কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র
পানিরনিম্নস্তর	☑	☑	☑	☑					☑	
বন্যা	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
নদীভাঙ্গন	☑	☑		☑	☑	☑	☑	☑		
খরা	☑	☑	☑	☑						
কালবৈশাখীঝড়	☑	☑	☑		☑			☑		

আপদ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশু সম্পদ	মৎস্য সম্পদ	ঘরবাড়ি	রাস্তাঘাট	ব্রীজ কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র
অনাবৃষ্টি	☑	☑	☑	☑					☑	
শৈত্যপ্রবাহ	☑		☑	☑					☑	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.১৩ প্রভাব জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য

কোন স্থানের বা অঞ্চলের (৩০ বছর বা তার বেশী সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়া পর্যালোচনা করে বায়ু মণ্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর (বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহের দিক ও তার গতিবেগ, বায়ুর আর্দ্রতা মেঘের পরিমান ও প্রকারভেদ এবং বৃষ্টিপাত) যে সাধারন অবস্থা দেখা যায় তাকে ঐ স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে। পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সূর্যকিরণ পৌঁছায়, ভূপৃষ্ঠ তা শোষণ করে। শোষিত সূর্যকিরণ আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়। তাই প্রাকৃতিক নিয়মের এই শোষণ-বিকিরণ প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়াকেই জলবায়ু পরিবর্তন বলে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কোন কোন খাতসমূহ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নিম্নে তা বিস্তারিতভাবে বর্ননা করা হল:

টেবিল ২.১০: খাত ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্ভাব্য প্রভাব

খাত	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সাপাহার উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ১৩২৬০ হেক্টর আবাদী জমির ফসল নষ্ট হতে পারে ও উপজেলার বিপুলসংখ্যক মানুষ বিপদাপন্ন হতে পারে। ৬টি ইউনিয়নে নদীভাঙ্গানের কারণে ৪৮ বর্গ কিলোমিটার জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ২০০১ সালের মত প্রচন্ড খরা হলে ১৩৯৪৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। সাপাহার উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ১৪২৩০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক পরিবারের অসংখ্য মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। অনাবৃষ্টির কারণে ১৫৬৮০ হেক্টর ফসলী জমির ফসল নষ্ট হতে পারে যার ফলে সাপাহার উপজেলায় খাদ্যসংকট দেখা দিতে পারে। ঘনকুয়াশার কারণে আমসহ (মুকুল ঝড়ে যাওয়ার কারণে) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ৭৭২৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে।
মৎস্য	সাপাহার উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ৮৫০ টি মাছচাষের পুকুরের মাছের ক্ষতি হতে পারে এবং আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে। সাপাহার উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ৪৭০ টি মাছ চাষের পুকুর বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে। যার ফলে খাদ্য, পুষ্টি ও আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সাপাহার উপজেলায় ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রচুর পরিমানে গাছপালা ভেঙে পড়ে যেতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা বিপর্যস্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গানের কারণে ৪টি ইউনিয়নে প্রচুর পরিমানে গাছপালা নদীতে বিলীন হতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	সাপাহার উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৬০% গর্ভবতী মহিলাদের বন্যাকালীন সময়ে সন্তান প্রসবের স্থানাভাব এবং বিপন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তাদের প্রানহানির আশংকা দেখা দিতে পারে। এছাড়া পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। ২০০১ সালের মত খরা হলে সাপাহার উপজেলায় প্রায় ৬৫%জনগনের চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। খরার কারণে চর্মরোগ ছাড়াও বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সাপাহার উপজেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, ঘনকুয়াশা, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণ প্রভাব পড়ে। এ সমস্ত আপদের কারণে সাপাহার উপজেলার ৩৮% মানুষ কর্মশূন্য হয়ে পড়তে পারে। ফলে সাপাহার উপজেলার অর্থনীতিতে ভয়াবহতা সৃষ্টি হতে পারে।

খাত	বর্ননা
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সাপাহার উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন প্রচন্ড খরা এবং ভূ-গর্ভস্ত পানির নিম্নস্তরের কারণে পানির অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে ১৪৫৬০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, অসংখ্য পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এছাড়া চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রায় ৩৫% শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, যার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ঝড়ের আক্রমণে ৮০% কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে বিপুলসংখ্যক লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ২৭৫.৭৫ কিলোমিটার রাস্তার ক্ষতি হতে পারে এবং চলাচলের অযোগ্য হতে পারে। যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ৪টি ইউনিয়নে নদীভাঙ্গানের কারণে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার রাস্তা, স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য অবকাঠামো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ২৬% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবারের লোকজন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন,সাপাহার, ২০১৪

তৃতীয় অধ্যায়
দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

কোন আপদ বা আপদসমূহ ,সাপাহার উপজেলার বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী ও তার আয়এ তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রনের ফলে ক্ষতিকর প্রভাবের সম্ভবনা অর্থাৎ কোন -সম্পদ এবং পরিবেশ , আপদ ঘটার সম্ভবনা ও মাত্রা এবং তার ফলে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষতির সম্ভবনা এই দুয়ের পারস্পরিকতাই ঝুঁকি।সাপাহার উপজেলার ঝুঁকি ও ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিত করে নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হল :

টেবিল ৩.১ ঝুঁকির কারণ :

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
সাপাহার উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ১৩৯৪৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ২৮৫৭৫ টি চাষী পরিবারের ১৪৬৪২৯ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	-পর্যাপ্ত সেচব্যবস্থা না থাকা	-গভীর নলকুপের স্বল্পতা -বৃক্ষনিধন ও পর্যাপ্ত বৃক্ষ না থাকা -পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া	-প্রয়োজনীয় খালসংস্কার না করা -ছোট যমুনা নদী ভরাট হওয়া
সাপাহার উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ১৪২৩০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ২৮৫৭৫টি পরিবারের ১১৪৩০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	-জনসচেতনার অভাব	-আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌছানো	-বড় বড় বৃক্ষনিধন করা এবং বৃক্ষ রোপণের কোন সরকারী নীতিমালা পালন না করা
সাপাহার উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে ১৩২৬০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ২৮৫৭৫ টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	-পানির প্রবল চাপে বাঁধ ভেসে যাওয়া -উজানের ঢল নামা	-নদীর পাড় ভেঙ্গে ধীরে ধীরে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া - প্রয়োজনীয় স্থানে বাঁধ না থাকা	- সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে ড্রেজিং ব্যবস্থা না থাকা
সাপাহার উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ৪৮ বর্গ কিলোমিটার আখ ও ধানের জমির ফসল নষ্ট হয়ে বিপুলসংখ্যক কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে	-পানির প্রবল চাপ	-নদীর কম গভীরতা	-নদীর গভীরতা কম ও সুষ্ঠু

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
পারে	-শ্রাবণ মাসের প্রবল বৃষ্টিপাত		পর্যবেক্ষণের অভাব -নদীর বাঁধ তদারকি ও বাস্তবায়ন কমিটির অভাব
সাপাহার উপজেলায় ঘনকুয়াশার কারণে আমবাগানসহ (মুকুল ঝড়ে যাওয়ার কারণে) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ৭৭২৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	-আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো -জনসচেতনতার অভাব	-কৃষি প্রশিক্ষণের অভাব -সময়পোযোগী কীটনাশক ব্যবহার সর্ম্পকে সচেতন না থাকা	-সরকারিভাবে পর্যাপ্ত বালাই-নাশকের সরবরাহ না থাকা -জাতীয় পর্যায় থেকে ঘনকুয়াশা সম্পর্কে সচেতন না করা
সাপাহার উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে ১৭৩৭২ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ২৮৫৭৫টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে	-উত্তর পশ্চিম দিকের প্রবাহিত বাতাস	-জলবায়ু পরিববর্তন -শীত ও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি	-গাছপালা নিধন করা -পরিবেশ দূষণ করা
সাপাহার উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ৯৬০০ টি ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	-পানির প্রবল চাপ -শ্রাবণ মাসের প্রবল বৃষ্টিপাত	-নদীর কম গভীরতা	-নদীর গভীরতা কম ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের অভাব -নদীর বাঁধ তদারকি বাস্থবায়ন কমিটির অভাব
সাপাহার উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ৮৫০টি পুকুরের পানি শুকিয়ে বিভিন্ন রোগে মাছ আক্রান্ত হয়ে ১১৩৮৫ কুইন্টাল উৎপাদন ব্যাহত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	-আবহাওয়ার পরিবর্তন হওয়ার কারণে -সময়মত বৃষ্টি না হওয়ার কারণে -পর্যাপ্ত গাছপালা না থাকার	-গভীর নলকূপ স্থাপন না করার কারণে -স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতনতা না হওয়ার কারণে	-বন বিভাগের সু-দৃষ্টি না থাকার কারণে -স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশলীর সু-দৃষ্টি না থাকার কারণে

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
	কারণে		
সাপাহার উপজেলায় বন্যার কারণে ৮০% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ২৮৯৬০টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও আশ্রয়হীন হতে পারে	-উজান থেকে আসা অতিরিক্ত পানির চাপ	-নীচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা -অপরিকল্পিতভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করা	-সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের সুষ্ঠু নীতিমালা না থাকা
সাপাহার উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ৩৯৫০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে	- অতিবৃষ্টিতে নদীর পাড় নরম হওয়া	-নদীর গভীরতা কমে যাওয়া	-নদীর পাড় মজবুত না করা
সাপাহার উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে ১৩৪৩৮টি গবাদিপশু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়ে ৩৬২৩২টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	-আবহাওয়ার পরিববর্তন -শীত ও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি	-বড় বড় বৃক্ষনিধনের কারণে	-বনবিভাগের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের অভাব
সাপাহার উপজেলায় অনাবৃষ্টির কারণে ১৫৬৮০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩২৯৪০ টি চাষী পরিবারের ১৬৪৭০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	-পর্যাপ্ত পানির অভাব	-পরিকল্পনা মাফিক চাষাবাদ না করা	-পুরাতন গভীর নলকূপ সংস্কার না করা -গভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা না থাকা
সাপাহার উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ২৬১৪০টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	-জনসচেতনতার অভাব	-চিকিৎসাকেন্দ্রের স্বল্পতা	-স্বাস্থ্য খাতে সরকারের সঠিক নীতিমালা ও পরিকল্পনার অভাব

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
সাপাহার উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ১০৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়ে ৪৩২০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে	-আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌছানো	-সর্তকতামূলক ব্যবস্থা না থাকা -বড় বড় গাছপালা নিধন	-বৃক্ষরোপণের সঠিক নীতিমালা না থাকা

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, সাপাহার, ২০১৪

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

সাপাহার উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিতে উঠান বৈঠক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের আলোচনা থেকে উঠে আসা ঝুঁকি এবং ঝুঁকি নিরসনের সম্ভব্য উপায় খুঁজে বের করা যা নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

টেবিল ৩.২: ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
সাপাহার উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ১৩৯৪৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ২৮৫৭৫ টি চাষী পরিবারের ১৪৬৪২৯ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	-সেচের ব্যবস্থা করা	-পর্যাপ্ত গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা -বৃক্ষ নিধন না করা ও পর্যাপ্ত বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করা	-খাল সংস্কার করা -বারনই নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা
সাপাহার উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ১৪২৩০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩৬২৩২টি পরিবারের ১৬১৭৯২ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	-জনসচেতনতার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা	-আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে পৌছানো ও তার সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া	-বড় বড় বৃক্ষ নিধন না করার ব্যবস্থা করা এবং সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করা
সাপাহার উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে ১৩২৬০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ২৮৫৭৫ টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	-বাঁধ তদারকি করা	-নদী ড্রেজিং করা -নদীর ধারে পাথর ফেলে পাড় ভালভাবে বেঁধে দেয়া	-সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে নদীর ধার ব্লক দ্বারা বেঁধে দেয়া

সাপাহার উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ৫-৭বর্গ কিলোমিটার আখ ও ধানের জমির ফসল নষ্ট হয়ে বিপুলসংখ্যক কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	-টিন, বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা	-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা -বাঁধের ব্যবস্থা করা	- নদী ড্রেজিং করা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা -নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণ করা -বাজেট বরাদ্দ করা
সাপাহার উপজেলায় ঘনকুয়াশার কারণে আমবাগানসহ (মুকুল ঝড়ে যাওয়ার কারণে) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ৭৭২৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	-আগাম বার্তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা -জনসচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা	-সময়োপযোগী বালাইনাশক ব্যবহার করা -কৃষি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা	-সরকারিভাবে পর্যাপ্ত বালাইনাশক সরবরাহের ব্যবস্থা করা -জাতীয় পর্যায় থেকে ঘনকুয়াশা সম্পর্কে সচেতনের ব্যবস্থা করা
সাপাহার উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে ১৭৩৭২ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ২৮৫৭৫টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে	-শৈত্য প্রবাহের পূর্বাভাস দেখা দিলে ফসল রক্ষণা বেক্ষণের ব্যবস্থা করা	-জনগণকে শৈত্যপ্রবাহ সম্বন্ধে সচেতন করা	-বন বিভাগের মাধ্যমে পর্যাপ্ত বৃক্ষ রোপণ করা যাতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে
সাপাহার উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ৯৬০০ টি ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	-টিন,বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা	-নদীর নব্যতা বৃদ্ধি করা -বাঁধের ব্যবস্থা করা	-নদী ড্রেজিংকরা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা -বাঁধ নির্মাণ করা ও বাজেট বরাদ্দ দেয়া
সাপাহার উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ৮৫০টি পুকুরের পানি শুকিয়ে বিভিন্ন রোগে মাছ আক্রান্ত হয়ে ১১৩৮৫ কুইন্টাল উৎপাদন ব্যাহত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	-পানি সেচের ব্যবস্থা করা	-পুকুরের নাব্যতা বৃদ্ধি করার জন্য মৎস্য চাষীদেরকে ঋণদানের ব্যবস্থা করা	-জাতীয় পর্যায় থেকে পুকুর সংস্কারের প্রতি গুরুত্ব দেয়া
সাপাহার উপজেলায় বন্যার কারণে ৮০% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ২৮৯৬০টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও আশ্রয়হীন হতে পারে	-বাঁধের পাশে বালির বস্তা ফেলে পানি আটকানোর ব্যবস্থা	-উঁচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা	-সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা

	করা		
সাপাহার উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ৩৯৫০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে	-নদীর ধার দিয়ে বালির বস্তা দেয়া	-ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা	-সরকারের সঠিক নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ণ করা
সাপাহার উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে ১৩৪৩৮টি গবাদিপশু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়ে ৩৬২৩২টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	-গবাদীপশুর প্রয়োজনীয় যত্ন নেয়া	-গবাদিপশু পালনকারীদের শৈত্যপ্রবাহ সম্মন্ধে সচেতন করা	-সরকারি নীতিমালার মাধ্যমে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা
সাপাহার উপজেলায় অনাবৃষ্টির কারণে ১৫৬৮০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩২৯৪০ টি চাষী পরিবারের ১৬৪৭০০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	-চলমান গভীর নলকূপ গুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির অভাব নিরসন করা	-স্থানীয় কৃষি বিভাগের মাধ্যমে পরিকল্পনা মাফিক চাষাবাদ করা	-পুরাতন গভীর নলকূপগুলো সংস্কর করা ও নতুন গভীর নলকূপ তৈরির ব্যবস্থা করা
সাপাহার উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ২৬১৪০টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	-জনসচেতনতা সৃষ্টি করা	-চিকিৎসাকেন্দ্রের ব্যবস্থা করা	-স্বাস্থ্যখাতে সরকারের সঠিক নীতিমালা ও পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা।
সাপাহার উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ১০৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়ে ৪৩২০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে	-আবহাওয়া বার্তা রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে সঠিক সময়ে পৌছানো	-সর্তকর্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা -জনসচেতনতা সৃষ্টি করা	-গবাদীপশু সংরক্ষণের জন্য বাসস্থান তৈরীর নীতিমালা ও বাজেট গ্রহণ

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন,সাপাহার, ২০১৪

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

সাপাহার উপজেলায় ধীর গতিসম্পন্ন দুর্যোগের কারনে আপদ চিহ্নিত করে প্রশমনের ব্যবস্থাকে অবহেলার চোখে দেখা হয়। তবে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে ইদানিংকালে দুর্যোগের প্রবনতা বেরে গেছে। তাই কিছু কিছু এনজিও দুর্যোগ নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

টেবিল ৩.৩: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	পরিমান/সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
০১	বাংলাদেশ লুথারেন মিশন ফিন্নিস (BLMF)	সংস্থা কর্তৃক শিক্ষাবৃত্তি, চিকিৎসা সেবা, বৃক্ষ রোপন এবং আর্সেনিক পরীক্ষা করাসহ বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ প্রদান করে	২৩০০-২৫০০ জন (আনুমানিক)	৩৫০০-৪০০০ টাকা	চলমান
০২	আশা	ঋণদান, বৃক্ষ রোপন, চিকিৎসা সেবা, শিক্ষা ঋণ, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক কাজ করে	৩০০০-৩২০০ জন (আনুমানিক)	৫০০০-৫৫০০ টাকা	চলমান
০৩	রিসোর্স ইনট্রিগ্রেশন সংস্থা (রিক)	ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে	১৫০০-১৭০০ জন (আনুমানিক)	৬০০০-১০০০০ টাকা	চলমান
০৪	ঠ্যাঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (TMSS)	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এবং কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে	২৮০০-৩০০০ জন (আনুমানিক)	৩০০০-৪০০০ টাকা	চলমান
০৫	দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা	ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে	১৯০০-২০০০ জন (আনুমানিক)	৫০০০-৬০০০ টাকা	চলমান
০৬	আশ্রয়	স্যানিটেশন, বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুককে না বলা	২৪০০-২৬০০ জন (আনুমানিক)	৪০০০-৫০০০ টাকা	চলমান
০৭	ব্র্যাক	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম	২৭০০-২৯০০ জন (আনুমানিক)	৫০০০-৬০০০ টাকা	চলমান
০৮	কারিতাস	জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম	২৫০০-২৬০০ জন (আনুমানিক)	৫৫০০-৬০০০ টাকা	চলমান

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	পরিমান/সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
০৯	ওয়েব ফাউন্ডেশন	গণতান্ত্রিক স্থানীয় শাষণ শক্তিশালীকরন প্রকল্প	১৫০০-১৭০০ জন (আনুমানিক)	৩০০০-৪০০০ টাকা	চলমান
১০	আলোহা	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	১৩০০-১৫০০ জন (আনুমানিক)	৩৫০০-৪০০০ টাকা	চলমান
১১	ঘাসফুল	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	১৯০০-২০০০ জন (আনুমানিক)	৩৫০০-৪০০০ টাকা	চলমান
১২	বরেন্দ্র ভূমি সমাজ উন্নয়ন ব্যবস্থা	কৃষি উন্নয়ন মুলক কাজ করে থাকে	২৬০০-২৯০০ জন (আনুমানিক)	৫০০০-৬০০০ টাকা	চলমান
১৩	এইচআরডিএস	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	১৬০০-১৯০০ জন (আনুমানিক)	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
১৪	হাঁসি বুরাল ডেভেলাপমেন্ট	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	১৯০০-২১০০ জন (আনুমানিক)	৪০০০-৫০০০ টাকা	চলমান
১৫	সাপাহার সমাজ উন্নয়ন	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম	২৪০০-২৬০০ জন (আনুমানিক)	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
১৬	এস বি এম এস এস	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	২২০০-২৪০০ জন (আনুমানিক)	৩৫০০-৪৫০০ টাকা	চলমান

তথ্য সূত্র: উপজেলা পরিষদ, সাপাহার,২০১৪

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

টেবিল ৩.৪: দুর্যোগ পূবর্ প্রস্তুতির কার্যক্রম, লক্ষমাত্রা, বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন% জি.ও.	
১.	নদী ড্রেজিং করা	১২ কি.মি.	৯-১০ কোটি টাকা	পূনর্ভবা নদী	মাঘ-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	১০০				
২	নদীর ধারে বাঁধ নির্মাণ করা	২৫ কি.মি.	১০-১২ কোটি টাকা	গোপালপুর বাজার থেকে হাপানিয়া বাজার পর্যন্ত	ফাল্গুন বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৩৫	১	২৫	২৫	
৩	গভীর নলকূপ স্থাপন ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ করা	মোট ৩০টি, গভীরতা ২২০ ফুট থেকে ২৫০ ফুট	৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা	তিলনা, সাপাহার ও গোয়ালা ইউনিয়নে	বছরের যে কোন সময়	৬০	২	১০	২৮	
৪	কৃষি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	ওয়ার্ড ভিত্তিক সর্বমোট ৬৫টি প্রশিক্ষণ	২-৩ লক্ষ টাকা	উপজেলা কৃষি অফিস	অগ্রহায়ণ-মাঘ পর্যন্ত	৪০	৫	১৫	৪০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন% জি.ও.	
৫	জাতীয় পর্যায় থেকে আবহাওয়া বার্তা সঠিকভাবে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা	স্থানীয় মেম্বারদের সহযোগিতায় সচেতনতা সৃষ্টি করা	৫-৬ লক্ষ টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত	২০	১	৬০	২০	
৬	দুর্যোগ সময়ে বার্তার ব্যাখ্যার সাথে জনগণকে অভ্যস্থ করার ব্যবস্থা করা	ওয়ার্ড ভিত্তিক ২০ সদস্য বিশিষ্ট দল গঠন করে ৩দিনের প্রশিক্ষণ	৩০-৩৫ লক্ষ টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	ভাদ্র-আশ্বিন মাস পর্যন্ত	১৫	০৫	২০	৬০	
৭	পুকুর খননের মাধ্যমে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা (সরকারী পুকুরসহ)	গভীরতা ২০ফুট করতে হবে, আছে ১০ ফুট	৫০-৬০ লক্ষ টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	চৈত্র হতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত	১৯	০১	৭০	১০	
৮	প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা	প্রতিবন্ধীদের পরনির্ভরতা হ্রাস করা	১৫-২০ লক্ষ টাকা	সাপাহার উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে	বছরের যে কোন সময়	৩৫	৫	২৫	৩৫	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন% জি. ও.	উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
৯	সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা	ওয়ার্ড ভিত্তিক ৩০ সদস্য বিশিষ্ট দল গঠন করে ৩দিনের প্রশিক্ষণ	২০-২৫ লক্ষ টাকা	প্রতটি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে	মাঘ-ফাল্গুন মাস পর্যন্ত	৩৫	৫	২ ৫	৩৫	

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,সাপাহার, ২০১৪

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন

টেবিল ৩.৫: দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতির কার্যক্রম, লক্ষমাত্রা, বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
১	জানমাল নিরাপদ স্থানে নেওয়া	ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা	৭-৮ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	১০	২০	৪০	৩০	
২	মা, শিশু, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধদের তাৎক্ষণিক নিরাপদে নেওয়া	ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা	৭-৮ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	১০	২০	৪০	৩০	
৩	তাৎক্ষণিক চিকিৎসা ব্যবস্থা	তাৎক্ষণিক জীবন রক্ষা	৭-৮ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	৩৯	১	২০	৪০	
৪	শুকনা খাবার ও নিরাপদ পানি বিতরন	জীবন ধারন ও রোগমুক্ত রাখা	১০-১২ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	৩০	১	২৯	৩০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
৫	ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা	জীবন ও জানমাল রক্ষা	৮-১০ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	২০	১	১৯	৬০	
৬	নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা	স্বাস্থ্য জনিত সমস্যা সমাধান	৩-৪ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	২৫	৫	৩০	৪০	

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,সাপাহার, ২০১৪

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী

টেবিল ৩.৬: দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতির কার্যক্রম, লক্ষমাত্রা, বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার করা	বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা, রোগ বালাই কমানো এবং জনজীবনে দুর্ভোগ কমানো	৬০-৭০ লক্ষ টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	১৫	১৫	৫০	২০	
২	রাস্তা ঘাট তৈরি ও সংস্কার	বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত ফসল এবং জরুরী উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে যোগাযোগ ব্যবস্তা সচল থাকবে ও আইন শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটবে	২৫-৩০ কোটি টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	৪০		৫	৫৫	
৩	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার	বন্যা, কালবৈশাখী ও ঝড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জীবন রক্ষা পাবে এবং শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে	৬০-৭০ লক্ষ টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	**১৯**	**০১**	**৭০**	**১০**	
৪	সেচ পাম্পের ব্যবস্থা	জলবদ্ধতা থেকে ফসল রক্ষা করা এবং খাদ্য সংকট দূর করা	৬-৭ লক্ষ টাকা	প্লাবিত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	৩৫	৫	২৫	৩৫	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
৫	আবাসনের ব্যবস্থাকরন	বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বসবাস নিশ্চিত করা	৭০-৮০ লক্ষ টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	৫৫	৫	২০	২০	
৬	ত্রাণ সামগ্রী প্রদান	স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করা	৮-১০ কোটি টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী	৩৫	১	৯	৫৫	

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সাপাহার,২০১৪

৩ ৪.৪. স্বাভাবিক সময়ে/ঝুঁকিহ্রাস

টেবিল ৩.৭: স্বাভাবিক সময়ে প্রস্তুতির কার্যক্রম, লক্ষমাত্রা, বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়

ক্রমিক নং :	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	বাঁধ তৈরি করা	বন্যা থেকে ফসল রক্ষা করা, অর্থ সংকট দূর করা	১৪-১৫ কোটি টাকা	গোপালপুর বাজার থেকে হাপানিয়া বাজার পর্যন্ত	মাঘ- বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৩৫	১৫	২৫	২৫	
২	আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করা	বন্যা ও ঝড়ে জীবন রক্ষা করা	৯-১০ কোটি টাকা	আইহাই, গোয়ালা ও পাতাড়ী ইউনিয়নে	আশ্বিন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৪৫	১০	১০	৩৫	

ক্রনং :	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
৩	গভীর নলকূপ স্থাপন	খরা মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ	২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা	তিলনা, সাপাহার ও গোয়ালা ইউনিয়নে	আশ্বিন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৪০	১০	১০	৪০	
৪	বেশি করে গাছ লাগানো	প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা	১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা	আইহাই, গোয়ালা, তিলনা ও পাতাড়ি ইউনিয়নে	আষাঢ়-আশ্বিন মাস পর্যন্ত	২০	১০	৫০	২০	
৫	ঘরবাড়ি মজবুত করা	বন্যা, কালবৈশাখী ও ঝড়ে জানমাল রক্ষা করা	১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা	আইহাই, গোয়ালা, তিলনা ও পাতাড়ি ইউনিয়নে	আশ্বিন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	১৫	৩০	১০	৪৫	
৬	সচেতনতা বৃদ্ধি করা	প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা	১২-১৩ লক্ষ টাকা	৬টি ইউনিয়ন	১২ মাস	২০	২০	২০	৪০	

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সাপাহার,২০১৪

চতুর্থ অধ্যায়
জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)

যে কোন দুর্যোগে জরুরী অপারেশন সেন্টার যে কোন সাড়া প্রদানে কার্যকরী ও সম্বনয় প্রদান করে থাকে। দুর্যোগে ইহা ২৪ ঘণ্টা সচল থাকে এবং তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষন, প্রদর্শন করে থাকে ও সম্পদের-ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জরুরী অপারেশন সেণ্টারে একটি অপারেশন রুমএকটি কণ্ট্রোল রুম ও একটি যোগাযোগ রুম থাকে। ,

টেবিল ৪.১: জরুরী অপারেশন সেন্টারের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।

ক্রমিকনং	নাম	পদবী	মোবাইলনম্বর
১	আলহাজ মোঃ সামসুল আলম শাহ্ চৌধুরী	উপজেলা চেয়াম্যান	০১৭১১ ৪১৮৩৯৯
২	মোঃ রুহুল আমিন মিঞা	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১২ ০৮৩২৮১
৩	মোঃ আল-আমিন সরকার	প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	০১৭১৭ ৫৬৬৪৩২
৪	এ.কে.এম ওয়াহিদুজ্জামান	মহিলা বিষয়ক অফিসার	০১৭১৪ ৬০২৯৬৯
৫	মোঃ রেজুয়ানুল হক	সমাজসেবা অফিসার	০১৭১৬ ২৪২৫৮২
৬	এ.এফ.এম গোলাম ফারুক হোসেন	কৃষি অফিসার	০১৭১৪২৯৪২৭৯

(তথ্য সূত্রঃ উপজেলা পরিষদ, সাপাহার, নওগাঁ)

৪ ১.১. জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই জেলা/উপজেলা কার্যালয় কর্তৃক জরুরী কন্ট্রোলরুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/4 জন সেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্য নিশ্চিত করতে হবে।
- জেলা/উপজেলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি সেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রী (২৪ ঘণ্টা) কন্ট্রোলরুমের দায়িত্ব পালন করবেন।
- বিভাগ/জেলা সদরের সংগে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোলরুম রেজিষ্টার থাকবে। উক্ত রেজিষ্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, দায়িত্ব কালীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হল তাহা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- দেয়ালে টাংগানো একটি জেলা/উপজেলার ম্যাপে বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাঁধ ইত্যাদি চিহ্নিত থাকবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কন্ট্রোলরুমের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে রেডিও, হ্যাজাক, চার্জার লাইট, ৫টি বড় টর্চ লাইট, গাম বুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোর্ট কন্ট্রোল রুমে মজুদ রাখা একান্ত অপরিহার্য।

৪ ২. আপদ কালীন পরিকল্পনা

টেবিল ৪.২: আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ছক।

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১.	সেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে দুই জন পুরুষ ও একজন মহিলার নেতৃত্বে সেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত থাকবে	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারকালীন সময় থেকে	স্থানীয় সরকার	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
২.	সতর্কবার্তা প্রচার করা	প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিশ্চিত করবেন	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারকালীন সময় থেকে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৩.	নৌকা/গাড়ি/ভ্যান প্রস্তুত রাখা	প্রতি ইউনিয়নে পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিন চালিত নৌকা, ভ্যান মজুত থাকবে	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারের পর	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৪.	উদ্ধার কাজ	দুর্যোগের সঠিক ক্ষয়-ক্ষতির নিরুপন করে উদ্ধার কাজের জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ও জন শক্তি প্রস্তুত করা	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় প্রশাসন	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৫.	প্রাথমিক চিকিৎসা/ স্বাস্থ্য/মৃত ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগের সঠিক ক্ষয়-ক্ষতির নিরুপন করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা/ ঔষধ/ স্যালাইন/ স্বাস্থ্য/ মৃত ব্যবস্থা করা	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৬.	শুকনা খাবার, ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	তাৎক্ষণিকভাবে বিতরনের জন্য স্থানীয় বাজার থেকে পর্যাপ্ত শুকনা খাবার ও ঔষধপত্র সংগ্রহ করতে হবে	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল, স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

					সহকারী		
৭.	গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা	প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করতে হবে	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল, উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৮.	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন	প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে আশ্রয় কেন্দ্রকে ব্যবহার উপযোগী রাখা	দুর্যোগ পূর্ববর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৯.	ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	বিভিন্ন ত্রান ও পূনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রান কাজ সমন্বয় করতে হবে	দুর্যোগ পরবর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	ইউপি চেয়ারম্যান	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
১০.	মহড়ার আয়োজন করা	ঘূর্ণিঝড়/বন্যা প্রবন এলাকা সমূহে অব্যাহতভাবে মহড়ার আয়োজন করতে হবে	প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে	ইউপি	গ্রামবাসীর অংশগ্রহনে সেচ্ছাসেবক দল	ইউপি	ইউপি
১১.	জরুরী কন্ট্রোলরুম পরিচালনা	দুর্যোগ সংঘটিত হবার পর পরই জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে যেখানে অন্তত ৩/৪ জন সেচ্ছাসেবক সার্বক্ষণিকভাবে EOC এর সার্বিক দায়িত্বে থাকবে	দুর্যোগ পরবর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	ইউপি	ইউপি

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৪.২.১ সেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে সেচ্ছাসেবক দল গঠন করা
- সেচ্ছা সেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরন বার্তা প্রচার করা
- সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা উদ্ধার ও অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা

৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্বে নিশ্চিত করবেন।
- ৫নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একবার মাইকে ঘোষণা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল-মাদ্রাসার ঘণ্টা বিপদ সংকেত হিসেবে একটানাভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি

- রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারণের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করবেন।
- ৮নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবকদল বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দিবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন ।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে
- উদ্ধারকাজ পরিচারনার জন্য জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহনকারী অসুস্থ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে
- মৃতদেহ সৎকার ও গবাদী পশি মাটি দেওয়ার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ডভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন

৪.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন

- দুর্যোগপ্রবন মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা
- জরুরী মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা
- দুর্যোগকালে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিতকরণ
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরিরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তাকরণ

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলো ইঞ্জিনচালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহৃত হবে তা ঠিক করবেন
- নৌকা মালিকগণ তাদের এ কাজে সাহায্য প্রদান করবেন

- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নম্বর সংরক্ষিত থাকবে

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেতন প্রেরণ

- দুর্যোগ অব্যবহিত পর পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে "এস ও এস ফর্ম" ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে "ড ফর্ম" ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন

৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা

- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রান ও পুনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমান বা কোন ধরনের ত্রাণসামগ্রী ও পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোলরুমকে জানাতে হবে
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দর পরিমাণ/ সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন

৪.২.৯ শুকনো খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষুধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষনিকভাবে বিতরনের জন্য শুকনো খাবার যেমন চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরন ও গৃহ নির্মানের উপকরন যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারীর সহায়তায় প্রয়জনীয় ঔষুধ পত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ত্রানসামগ্রী পরিবহন ও ত্রানকর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীট্যাক্সি, ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা

- উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউপি ভবন/ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণি চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রাণি চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্তকরণের ব্যবস্থা করা

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্কবার্তা/ পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা
- ঘূর্ণিঝড়/ বন্যাপ্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্ঠীকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা
- মহড়া অনুষ্ঠানের অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ন গ্রামে করা

৪.২.১২ জরুরি কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা/ উপজেলা /ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের মাধ্যমে জরুরী কন্ট্রোলরুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে এক সঙ্গে কম পক্ষে ৩/৪ জন সেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোলরুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কম পক্ষে ৩ জন করে মোট ৩ টি সেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদ সচিব সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/ নিরাপদ স্থান সমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দূরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল,কলেজ, সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উচুঁ রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থানসমুহের তালিকা ও বর্ননা

টেবিল ৪.৩:উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	গোয়ালা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, আইহাই বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	গোয়ালা, আইহাই	৪০০০-৪৫০০ জন (আনুমানিক)	--
স্কুল কাম শেল্টার	পাতাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, আইহাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোয়ালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাতাড়ী, আইহাই, গোয়ালা	৫৫০০-৬০০০ জন (আনুমানিক)	--
সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	উপজেলা পরিষদ ভবন	সাপাহার	১৫০০-২০০০ জন (আনুমানিক)	--
ইউপি ভবন	সাপাহার ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	সাপাহার	৫০০-১০০০ জন (আনুমানিক)	--
	তিলনা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	তিলনা	৫০০-১০০০ জন (আনুমানিক)	
	আইহাই ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	আইহাই	৫০০-১০০০ জন (আনুমানিক)	
	গোয়ালা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	গোয়ালা	৫০০-১০০০ জন (আনুমানিক)	
	পাতাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	পাতাড়ী	৫০০-১০০০ জন (আনুমানিক)	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	শিড়ন্টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	শিড়ন্টি	৫০০-১০০০ জন (আনুমানিক)	
উঁচু রাস্তা	আইহাই	আইহাই	৩০০০-৪০০০ জন (আনুমানিক)	--
	গোয়ালা	গোয়ালা	২৫০০০-৩০০০০ জন (আনুমানিক)	
	পাতাড়ী	পাতাড়ী	১৮০০০-২০০০০ জন (আনুমানিক)	
বাঁধ	আইহাই	আইহাই	৩০০০-৪০০০ জন (আনুমানিক)	--
	গোয়ালা	গোয়ালা	২৫০০০-৩০০০০ জন (আনুমানিক)	
	পাতাড়ী	পাতাড়ী	১৮০০০-২০০০০ জন (আনুমানিক)	

তথ্য সূত্রঃ সকল ইউনিয়ন পরিষদ, এফজিডি, কমিউনিটি মিটিং ,২০১৪

প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র/ নিরাপদ স্থানসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে হবে। নিম্নলিখিত তথ্যগুলো যেমন- কবে তৈরী হয়েছে, শেষ কবে মেরামত হয়েছে, কয়তলা ভবন, বর্তমান ব্যবহার, কয়টি টিউবওয়েল, কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা, আশ্রয়কেন্দ্রের সেচ্ছাসেবকদের যন্ত্রপাতির তালিকা ও বর্ণনাসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে। সম্ভব হলে প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের/ নিরাপদ স্থানসমূহের ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

৪ ৪.আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োপযোগী রক্ষনাবেক্ষণের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেনঃ

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো
- দুর্যোগের সময় গবাদী পশুর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয়কেন্দ্রর ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষন নিশ্চিত করা

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন
- ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতির সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা
- এলাকাবাসীর সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে)

- এলাকাবাসীর সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে
- কমিটি নিদিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সবার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বণ্টন এবং সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করবেন

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উঁচু রাস্তা, বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রে কি কি লক্ষ রাখতে হবে

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাঁবু/ পলিথিন/ ওআরএস/ ফিটকিরি/ কিছু জরুরী ঔষধ (প্যারাসিটামল, ফেলাজিল, ইত্যাদি)/ পানি শোধন বড়ি/ ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখা
- খাবার পানি রান্নার ব্যবস্থা রাখা
- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী- পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা করা
- পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে
- আশ্রিত মানুষের রেজিস্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরি ও স্টোরিং করা এবং চলে যাওয়ার সময় তা ঠিক মত ফেরত দেওয়া
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য নিদিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছা-সেবকদের দায়িত্ব প্রদান করা
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা করা
- গর্ভবতী নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া

আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার

- আশ্রয় কেন্দ্র মূলত দুর্যোগের সময় জনসাধারনের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়্যারলেস স্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষন

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষনাবেক্ষন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষাকল্পে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।

✓ গাইড লাইন অনুসরন করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।

✓ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

টেবিল ৪.৪:উপজেলার আশ্রয় স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	গোয়ালা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, আইহাই বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	আব্দুল মতিন (গোয়ালা) মোঃ মতিউর রহমান (আইহাই)	০১৭১৪ ৮৬৪৮৩০	--
স্কুল কাম শেল্টার	পাতাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, আইহাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোয়ালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সারওয়ার জাহান মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল	০১৭২৯ ১৯১১৮৪ ০১৭২৪ ৯৮৫৩২৭ ০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২	--
সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	উপজেলা পরিষদ ভবন	মোঃ রুহুল আমিন মিঞা	০১৭১২ ০৮৩ ২৮১	--
	সাপাহার ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ হামিদুর রহমান	০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২	
	তিলনা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ তরিকুল ইসলাম	০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭	
	আইহাই ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	রফিকুল ইসলাম	০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯	
	গোয়ালা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল	০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২	
	পাতাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	আব্দুর রহমান কল্লোল	০১৭১৮ ২৭২ ০৪১	
	শিড়ন্টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ জিল্লির রহমান	০১৭৬১ ৫৪৩ ০৬০	
উঁচু রাস্তা	আইহাই	রফিকুল ইসলাম	০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯	--
	গোয়ালা	মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল	০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২	
	পাতাড়ী	আব্দুর রহমান কল্লোল	০১৭১৮ ২৭২ ০৪১	
বাঁধ	আইহাই	রফিকুল ইসলাম	০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯	--
	গোয়ালা	মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল	০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২	
	পাতাড়ী	আব্দুর রহমান কল্লোল	০১৭১৮ ২৭২ ০৪১	

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সাপাহার, ২০১৪

৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

টেবিল ৪.৫: দুর্যোগকালে ব্যবহারযোগ্য উপজেলার সম্পদ সমূহের তালিকা ও বর্ণনা।

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
আশ্রয়কেন্দ্র	২	আব্দুল মতিন (গোয়ালা), মোঃ মতিউর রহমান (আইহাই)	--
গোডাউন	২	ও সি এল এস ডি	--
নৌকা			--
স্কুল কাম শেল্টার	৩	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সারওয়ার জাহান মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল	--
গাড়ি	২	ডাঃ বিভাষ চন্দ্র মানী	--

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সাপাহার, ২০১৪

৪.৬ অর্থায়ন

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/বাজার ইজারা, খাল/বিল ইজারার মাধ্যমে এবং ব্যবসা/বাণিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে। কিন্তু ইদানীং বড় হাট/বাজার, খাল/বিল ইজারা ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই যাতে আয়ের মূল উৎস কমে গেছে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিস্ট্রেশন থেকে ১% অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন যা পূর্বে পুরোপুরি ছিল এখন আবার সেই অর্থ দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবের বেতন/ ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকী টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানীং সরকার বাৎসরিকভাবে নগদ ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

পরিষদের আয়

প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের নামে একটি তহবিল থাকবে।

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

- বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স
- ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স)
- পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস
- ইজারা বাবদ প্রাপ্তি
    - হাট-বাজার ইজারা বাবদ
    - ঘাট ইজারা বাবদ
    - খাস পুকুর ইজারা বাবদ
    - খোয়াড় ইজারা বাবদ
- মটরযান ব্যাতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর
- সম্পত্তি হতে আয়
- ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

- উন্নয়ন খাত
    - কৃষি
    - স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী
    - রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত
    - উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এলজিএসপি)
- সংস্থাপন
    - চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানি ভাতা
    - সেক্রেটারি ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি
- অন্যান্য
    - ভূমি হস্তান্তর কর ১%

(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা
- জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

(ঘ) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা

- এনজিও
- সিডিএমপি

বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে ইউনিয়ন পররেছে সরাসরি অর্থায়ন করেছে। অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা, সচ্ছতা সর্বপরি সুশাসনের উপর। ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগ গূলো বিবেচনা করে যা তার ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাঁধা সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কে বিবেচনা করে প্রকল্প তৈরি, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৪৭. কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা লেখা ও উপস্থাপন কমিটি

১. চেয়ারম্যান

২. সচিব
৩. এনজিও প্রতিনিধি
৪. সদস্য ২ জন (সাধারন কমিটি থেকে)

টেবিল ৪.৬: পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	আলহাজ মোঃ সামসুল আলম শাহ্ চৌধুরী	উপদেষ্টা	০১৭১১ ৪১৮৩৯৯
২	মোঃ রুহুল আমিন মিঞা	সভাপতি	০১৭১২ ০৮৩২৮১
৩	মোঃ জহুরুল ইসলাম	এজিও প্রতিনিধি	০১৭১৪ ৫২৫৫০০
৪	এ.এফ.এম গোলাম ফারুক হোসেন	সদস্য	০১৭১৪২৯৪২৭৯
৫	মোঃ আল-আমিন সরকার	সদস্য সচিব	০১৭১৭ ৫৬৬৪৩২

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

কমিটির কাজ

খসড়া পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও চুড়ান্ত পরিকল্পনা প্রনয়ণ
বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা কার্যক্রম যেমন কৃষি, পশুপালন, মৎস্য এর জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সহায়তা নেয়া
দুর্যোগ পরিকল্পনাটি বাস্তবসম্মত অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কাজ এবং অর্থায়ন বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি
৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

১. চেয়ারম্যান
২. সচিব
৩. মহিলা সদস্য
৪. সরকারী প্রতিনিধি
৫. এনজিও প্রতিনিধি
৬. সদস্য ২ জন (সাধারন কমিটি থেকে)

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি
টেবিল ৪.৭: সাত সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	আলহাজ মোঃ সামসুল আলম শাহ্ চৌধুরী	উপদেষ্টা	০১৭১১ ৪১৮৩৯৯
২	মোঃ রুহুল আমিন মিঞা	সভাপতি	০১৭১২ ০৮৩২৮১
৩	শ্রীমতি আলোক রানী	মহিলা সদস্য	০১৭১৭ ৭২২৮৪৫
৪	এ.এফ.এম গোলাম ফারুক হোসেন	সরকারী প্রতিনিধি	০১৭১৪২৯৪২৭৯
৫	মোঃ জহুরুল ইসলাম	এজিও প্রতিনিধি	০১৭১৪ ৫২৫৫০০
৬	মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল	সদস্য	০১৭৪১ ১৭৬৬৯২
৭	মোঃ আল-আমিন সরকার	সদস্য সচিব	০১৭১৭ ৫৬৬৪৩২

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

কমিটির কাজ

- প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে বর্তমান কর্মপরিকল্পনা, আগাগোড়া পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিবেন। প্রত্যেক দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনা করে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।

- প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে একবার জাতীয় দুর্যোগ দিবসে ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর নির্দেশনা মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মহড়া অনুষ্ঠান করতে হবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ

পঞ্চম অধ্যায়

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতির মুল্যায়ন

টেবিল ৫.১: খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন।

খাত	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সাপাহার উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ১৩২৬০ হেক্টর আবাদী জমির ফসল নষ্ট হতে পারে ও উপজেলার বিপুলসংখ্যক মানুষ বিপদাপন্ন হতে পারে। ৬টি ইউনিয়নে নদীভাঙ্গনের কারণে ৪৮ বর্গ কিলোমিটার জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ২০০১ সালের মত প্রচন্ড খরা হলে ১৩৯৪৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। সাপাহার উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ১৪২৩০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক পরিবারের অসংখ্য মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। অনাবৃষ্টির কারণে ১৫৬৮০ হেক্টর ফসলী জমির ফসল নষ্ট হতে পারে যার ফলে সাপাহার উপজেলায় খাদ্যসংকট দেখা দিতে পারে। ঘনকুয়াশার কারণে আমসহ (মুকুল ঝড়ে যাওয়ার কারণে) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ৭৭২৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে।
মৎস্য	সাপাহার উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ৮৫০ টি মাছচাষের পুকুরের মাছের ক্ষতি হতে পারে সাথে আর্থিক ক্ষতিও হতে পারে। যার ফলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে। সাপাহার উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ৪৭০ টি মাছ চাষের পুকুর বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে। যার ফলে খাদ্য, পুষ্টি ও আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সাপাহার উপজেলায় ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রচুর পরিমানে গাছপালা ভেঙে পড়ে যেতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা বিপর্যস্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গনের কারণে ৪টি ইউনিয়নে প্রচুর পরিমানে গাছপালা নদীতে বিলীন হতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	সাপাহার উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৬০% গর্ভবতী মহিলাদের বন্যাকালীন সময়ে সন্তান প্রসবের স্থানাভাব এবং বিপন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তাদের প্রানহানির আশংকা দেখা দিতে পারে। এছাড়া পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। ২০০১ সালের মত খরা হলে সাপাহার উপজেলায় প্রায় ৬৫%জনগনের চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। খরার কারণে চর্মরোগ ছাড়াও বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সাপাহার উপজেলায় বন্যা, পানির স্তর, খরা, নদীভাঙ্গন, ঘনকুয়াশা, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণ প্রভাব পড়ে। এ সমস্ত আপদের কারণে সাপাহার উপজেলার ৩৮% মানুষ কর্মশূন্য হয়ে পড়তে পারে। ফলে সাপাহার উপজেলার অর্থনীতিতে ভয়াবহতা সৃষ্টি হতে পারে।
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সাপাহার উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে প্রচন্ড খরা এবং ভূ-গর্ভস্ত পানির নিম্নস্তরের কারণে পানির অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে ১৪৫৬০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, অসংখ্য পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এছাড়া চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রায় ৩৫% শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, যার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ঝড়ের আক্রমণে ৮০% কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে বিপুলসংখ্যক লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ২৭৫.৭৫ কিলোমিটার রাস্তার ক্ষতি হতে পারে এবং চলাচলের অযোগ্য হতে পারে। যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ৪টি ইউনিয়নে নদীভাঙ্গনের কারণে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার রাস্তা, স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য অবকাঠামো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ২৬% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবারের লোকজন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।

তথ্য সূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

টেবিল ৫.২: প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	আলহাজ মোঃ সামসুল আলম শাহ্ চৌধুরী	উপদেষ্টা	০১৭১১ ৪১৮৩৯৯
২	মোঃ রুহুল আমিন মিঞা	সভাপতি	০১৭১২ ০৮৩২৮১
৩	মোঃ হামিদুর রহমান	সদস্য	০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২
৪	মোঃ তরিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭
৫	রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯
৬	মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল	সদস্য	০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২
৭	আব্দুর রহমান কল্লোল	সদস্য	০১৭১৮ ২৭২ ০৪১
৮	মোঃ জিল্লির রহমান	সদস্য	০১৭৬১ ৫৪৩ ০৬০
৯	মোঃ আল-আমিন সরকার	সদস্য সচিব	০১৭১৭ ৫৬৬৪৩২

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সাপাহার, ২০১৪

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

টেবিল ৫.৩: ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	আলহাজ মোঃ সামসুল আলম শাহ্ চৌধুরী	উপদেষ্টা	০১৭১১ ৪১৮৩৯৯
২	মোঃ রুহুল আমিন মিঞা	সভাপতি	০১৭১২ ০৮৩২৮১
৩	মোঃ হামিদুর রহমান	সদস্য	০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২
৪	মোঃ তরিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭
৫	রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯
৬	মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল	সদস্য	০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২
৭	আব্দুর রহমান কল্লোল	সদস্য	০১৭১৮ ২৭২ ০৪১
৮	মোঃ জিল্লির রহমান	সদস্য	০১৭৬১ ৫৪৩ ০৬০
৯	মোঃ আল-আমিন সরকার	সদস্য সচিব	০১৭১৭ ৫৬৬৪৩২

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সাপাহার, ২০১৪

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

টেবিল ৫.৪: জনসেবা পুনরাম্ভকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	আলহাজ মোঃ সামসুল আলম শাহ্ চৌধুরী	উপদেষ্টা	০১৭১১ ৪১৮৩৯৯
২	মোঃ রুহুল আমিন মিঞা	সভাপতি	০১৭১২ ০৮৩২৮১
৩	মোঃ হামিদুর রহমান	সদস্য	০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২
৪	মোঃ তরিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭
৫	রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯
৬	মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল	সদস্য	০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২
৭	আব্দুর রহমান কল্লোল	সদস্য	০১৭১৮ ২৭২ ০৪১
৮	মোঃ জিল্লির রহমান	সদস্য	০১৭৬১ ৫৪৩ ০৬০
৯	মোঃ আল-আমিন সরকার	সদস্য সচিব	০১৭১৭ ৫৬৬৪৩২

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সাপাহার, ২০১৪

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহয়তা

টেবিল ৫.৫: জরুরী জীবিকা সহায়তাপ্রদান কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	আলহাজ মোঃ সামসুল আলম শাহ্ চৌধুরী	উপদেষ্টা	০১৭১১ ৪১৮৩৯৯
২	মোঃ রুহুল আমিন মিঞা	সভাপতি	০১৭১২ ০৮৩২৮১
৩	মোঃ হামিদুর রহমান	সদস্য	০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২
৪	মোঃ তরিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭
৫	রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯
৬	মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল	সদস্য	০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২
৭	আব্দুর রহমান কল্লোল	সদস্য	০১৭১৮ ২৭২ ০৪১
৮	মোঃ জিল্লির রহমান	সদস্য	০১৭৬১ ৫৪৩ ০৬০
৯	মোঃ আল-আমিন সরকার	সদস্য সচিব	০১৭১৭ ৫৬৬৪৩২

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সাপাহার, ২০১৪

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেক লিষ্ট

রেডিও ”ছক“নং বিপদ সংকেত আবহাওয়া বার্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্ণিত ৫টিভির মাধ্যমে /(চেক লিস্টপরীক্ষা করে (দেখতে হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ক্রঃ নং-	বিষয়	হ্যাঁ/না
১.	সতর্কবার্তা প্রচারের নির্বাচিত সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্মন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	হ্যাঁ
২.	ঝুঁকিপূর্ন এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/দল তৈরি আছে কিনা।	হ্যাঁ
৩.	২/১ দিনের শুকনা খাবার ও পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নিচে পুতে রাখার জন্য প্রচার করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৪.	সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৫.	ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রন কক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৬.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম/ ত্রান গুদামের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।	হ্যাঁ
৭.	অন্যান্য	

বি: দ্র:

- চেকলিস্ট পরীক্ষা করে যে ক্ষেত্রে নানারূপ ত্রুটি দেখা যাবে সে ক্ষেত্রে জরুরীভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদ তহবিল দ্বারা বা কোন উৎস/সংস্থা হতে স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের জন্য লাইফ জ্যাকেট বিশেষ প্রয়োজন।

চেকলিষ্ট

- প্রতিবছর এপ্রিল/মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নে ছক চেকলিস্ট পূরণ করে উপজেলার নির্বাহি অফিসার ও জেলা প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করবেন।

ক্রমিক নং	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে টিক চিহ্ন
	ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্য মজুদ আছে	
	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে	
	১ থেকে ৬ বছরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে	
	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে	
	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে	
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে	
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে নলকূপ আছে	
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে দরজা জানালা ঠিক আছে	
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ারটেকার উপস্থিত আছে	
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে	
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী এলাকায় আছে	
	গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উঁচু স্থান কিল্লা নির্ধারিত হয়েছে	
	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে	
	আশ্রায়কেন্দ্র গুলিতে পায়খানা/প্রসাবখানা ব্যবস্থা আছে	
	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে	
	কমপক্ষে২/১ দিনের পরিমান শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষ করার জন্য জনগনকে সজাগ করা হয়েছে	

সংযুক্তি ২

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্র:নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
১	আলহাজ মোঃ সামসুল আলম শাহ্ চৌধুরী	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	উপদেষ্টা	০১৭১১ ৪১৮৩৯৯
২	মোঃ রুহুল আমিন মিঞা	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি	০১৭১২ ০৮৩২৮১
৩	মোঃ জালাল উদ্দীন	ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭৬১ ৭০১৫৮৮
৪	এ.এফ.এম গোলাম ফারুক হোসেন	কৃষি অফিসার	সদস্য	০১৭১৪২৯৪২৭৯
৫	মোঃ মাহবুবুর রহমান	শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৭৪৬ ৮০১১৮৯
৬	মোঃ মনিরুল ইসলাম	মৎস্য অফিসার	সদস্য	০১৭২৩ ৭১৭৮৯৯
৭	মোঃ রেজুয়ানুল হক	সমাজ সেবা	সদস্য	০১৭১৬ ২৪২৫৮২
৮	মোঃ নাসির ফেরদৌশ	সমবায়	সদস্য	০১৭৮৪ ৪১৯৭৭৯
৯	--	যুব উন্নয়ন	সদস্য	--
১০	মোঃ শফিকুল ইসলাম	মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৭১২ ৯০৯৪৬৭
১১	মোঃ এমদাদুল হক	খাদ্য নিয়ন্ত্রন	সদস্য	০১৭২৭ ৩৭৪৫৯৫
১২	মোঃ ইউসুফ ইলী	প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য	সদস্য	০১৭৪০ ৯০৮৫০৩
১৩	আশিষ কুমার রায়	আশ্রায় এনজিও	সদস্য	০১৭১২ ৪৯৯০৯০
১৪	মোঃ আকবর আলী	বিআরডিবি	সদস্য	০১৭৩৩ ১১৬৬৯৯
১৫	নুর ইসলাম	থানা ভার প্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৩ ৩৭৩৮৪৫
১৬	ডাঃ বিভাষ চন্দ্র মানী	স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা	সদস্য	--
১৭	মোঃ আতোয়ার রহমান	প্রানী সম্পদ	সদস্য	০১৭১২ ৫৯৩৮৩২
১৮	আবু জাফর মোঃ সালেহ	প্রকৌশলী(এলজিইডি)	সদস্য	০১৭১২ ২৮৪৩২৪
১৯	এ.কে.এম ওয়াহিদুজ্জামান	মহিলা বিষয়ক	সদস্য	০১৭১৪ ৬০২৯৬৯
২০	মোঃ কামাল উদ্দিন	আনসার ভিডিপি অফিসার	সদস্য	০১৭২০ ৬১৪৫৭৬
২১	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সভাপতি প্রেস ক্লাব	সদস্য	০১৭৪০ ০৬২৭৭১
২২	মোঃ হোসেন সহিদ মাহবুবুর	কলেজের অধ্যক্ষ	সদস্য	০১৭১১ ৪৮৩৬৮০
২৩	মোঃ হামিদুর রহমান	চেয়ারম্যান, আইহাই ইউপি	সদস্য	০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২
২৪	মোঃ তরিকুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, পাতাড়ী ইউপি	সদস্য	০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭
২৫	রফিকুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, সাপাহার ইউপি	সদস্য	০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯
২৬	মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল	চেয়ারম্যান, গোয়ালা ইউপি	সদস্য	০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২
২৭	আব্দুর রহমান কল্লোল	চেয়ারম্যান, তিলনা ইউপি	সদস্য	০১৭১৮ ২৭২ ০৪১
২৮	মোঃ জিল্লির রহমান	চেয়ারম্যান, শিরন্টি ইউপি	সদস্য	০১৭৬১ ৫৪৩ ০৬০
২৯	মোঃ মতিউর রহমান	উপজেলা বণিক সমিতি	সদস্য	০১৭২০ ৫০৭৮৫১
৩০	হোমান্না হজদা	কারিতিস, এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭৭২৪২১১৯
৩১	মোঃ মনিরুজ্জামান	রিক এনজিও	সদস্য	০১৯৪৫ ৮৮০৭৩৭
৩২	আলঃ ওমর আলী	মুক্তিযুদ্ধা কমান্ডার	সদস্য	০১৭১৩ ৭৩৬৫৭১
৩৩	মোঃ আল-আমিন সরকার	প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	সদস্য সচিব	০১৭১৭ ৫৬৬৪৩২

তথ্য সূত্র: উপজেলা পরিষদ,সাপাহার, ২০১৪

সংযুক্তি ৩

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	মোঃ শাহীন আলম, সাপাহার	মৃতঃ শফি উদ্দীন	২		০১৭৩৩ ১৮৩৪৫৪
০২	মোঃ রেজাউল	মৃতঃ শফি উদ্দীন	৭		০১৭৩৫ ৪১৮৮০০
০৩	মোসাঃ অজিফা বেগম	স্বামী-আব্দুর রশীদ	সং-১		০১৭৩৩ ৮৪৭০৯০
০৪	পলাশ চন্দ্র পাল,তিলনা	মৃতঃ গোপাল চন্দ্র পাল	১		০১৭১৩ ৭৩২১৪৬
০৫	মোঃ এনামুল হক	নজির উদ্দীন	২		০১৭৩৩ ২৮৮৫২১
০৬	মোসাঃ হামিদা বেগম	সাদেক আলী	সং-৭,৮,৯		০১৭১৩ ৭৪৫৬১৫
০৭	মোঃ ইউসুব আলী, পাতাড়ী	মোঃ মোসলেম	৬		০১৭১৩ ৭২৪৪২১
০৮	মোঃ মনিরুল ইসলাম	আলহাজ্ব সাজ্জাদ আলী	৭		০১৭৪০ ৬৩২৩৫৭
০৯	নাজিরা খাতুন	মোকবুল মাস্টার	সং-৪,৫,৬		০১৭৪১ ২৮২২৬৮
১০	মোঃ আব্দুর নূর, গোয়ালা	মৃতঃ তৈয়েব আলী	১		০১৭৩৩ ১৯৭৬৯৬
১১	মোঃ মোজাহারুল হক	আজিজুর রহমান	৩		০১৭১৭ ২৫৬৩১১
১২	মোসাঃ হামিদা খাতুন	মৃতঃ কসিমউদ্দীন	সং-৭,৮,৯		০১৭৪৯ ২৬৬৮১১
১৩	মোঃ ইব্রাহীম হোসেন, আইহাই	--	৩		০১৭৬১ ৭১৬৫৩৫
১৪	মোঃ মফিজুল হক	--	১		০১৭১৮ ২৯০০৯২
১৫	মোসাঃ আমিনা বেগম	--	১,২,৩		০১৯৩০ ৯৩৮৫৭৫
১৬	জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, শিরন্টী	লসকর আলী	১		০১৭৩৫ ৬২৫৪৮০
১৭	জনাব মোঃ আইউব আলী	--	২		০১৭১৯ ৬১৩৯১২
১৮	শ্রীমতি আলোক রানী	বিধু কর্মকার	সং-৭,৮,৯		০১৭১৭ ৭২২৮৪৫

তথ্য সূত্র: উপজেলা পরিষদ,সাপাহার, ২০১৪

সংযুক্তি ৪

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

মাটির কিল্লা/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
গোয়ালা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র,	আব্দুল মতিন (গোয়ালা)	**০১৭১৪ ৮৬৪৮৩০**	--
আইহাই বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	মোঃ মতিউর রহমান (আইহাই)	--	

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,সাপাহার, ২০১৪

স্কুল কাম শেল্টার

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
পাতাড়ী স্কুল কাম শেল্টার	মোঃ তরিকুল ইসলাম	০১৭১৮ ১১৫৮২৭	
আইহাই স্কুল কাম শেল্টার	মোঃ হামিদুর রহমান	০১৭১৩ ৮১৫৩৮২	--
গোয়ালা স্কুল কাম শেল্টার	মোঃ আব্দুল জলিল মন্ডল	০১৭৪১ ১৭৬৬৯২	

তথ্য সূত্র: উপজেলা পরিষদ,সাপাহার, ২০১৪

সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
মোঃ হামিদুর রহমান	চেয়ারম্যান, আইহাই ইউপি	০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২	--
মোঃ তরিকুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, পাতাড়ী ইউপি	০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭	--
রফিকুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, সাপাহার ইউপি	০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯	--
মোঃ আব্দুল জলিল মণ্ডল	চেয়ারম্যান, গোয়ালা ইউপি	০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২	--
আব্দুর রহমান কল্লোল	চেয়ারম্যান, তিলনা ইউপি	০১৭১৮ ২৭২ ০৪১	--
মোঃ জিল্লির রহমান	চেয়ারম্যান, শিরন্টি ইউপি	০১৭৬১ ৫৪৩ ০৬০	--

তথ্য সূত্র: উপজেলা পরিষদ,সাপাহার, ২০১৪

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
গোয়ালা	মোঃ আব্দুল জলিল মণ্ডল	০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২	--
আইহাই	মোঃ হামিদুর রহমান	০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২	--
পাতাড়ী	মোঃ তরিকুল ইসলাম	০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭	--

তথ্য সূত্র: এজিইডি,সাপাহার, ২০১৪

স্বাস্থ্যব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
মদনসিং কমিউনিটি ক্লিনিক	মো: রাসেল বাবু	০১৭২৫৭৫২৭৮১	সাপাহার
বাহাপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	রোজিনা	০১৭৪৬৮৩০০৩৬৩	
পিছলি কমিউনিটি ক্লিনিক	আরকিনা খাতুন	০১৭৩৮ ৫১০১০৪	
হাঁপানিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মো: শহীদুল ইসলাম	০১৭১৮৭৮৬৬৬৪	গোয়ালা
কৈবত্তগ্রাম কমিউনিটি ক্লিনিক	মো: মিজানুর রহমান	০১৭১৭৮২১৯৭১	
কৌঁচকুরুলিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসা: সুরাইয়া খাতুন	০১৭৬১৩৩০১৬৬	
নিশ্চিন্তপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মো: মাহ্বুবুর রহমান	০১৭৪৫৪২২৩১২	
হরিপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসা: আমিনা বেগম	০১৯১৮৭৪৫৩২৭	তিলনা
বাদ দমদমা কমিউনিটি ক্লিনিক	মো: মোশারফ হোসাইন	০১৭৬৪৭২৪৫৭২	
বাগমারী কমিউনিটি ক্লিনিক	মোহম্মদ আলী	০১৭৩৩৭৬৭১৮৩	
গৌরীপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মো: রায়হান কবির মিলন	০১৭২২৩০২১৯৩	আইহাই
কল্যাণপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	শিউলি আকতার	০১৭৬১৪৫৭০৯০	
পাতাড়ী কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসা: খাদিজা আকতার বানু	০১৭২৬৭১৯৮৭৮	পাতাড়ী
বেলডাঙ্গাঁ কমিউনিটি ক্লিনিক	জুলেখা	০১৭৪৪৫৭৬৫৬৮	
বাখরপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মো: রাজিব হোসেন	০১৭১২৬৬৩৫১৯	শিরন্টি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
গোপালপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মো: জাহাঙ্গীর আলম	০১৭৪০৮৮২০৯৯	
বিন্যাকুড়ি কমিউনিটি ক্লিনিক	আয়েশা খাতুন	০১৭৮৩২৫১৫৭৭	

তথ্য সূত্র: উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস,সাপাহার, ২০১৪

অগ্নিনিরাপত্তা কমিটি

ফায়ার স্টেশনেরনাম	**দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি**	**মোবাইল**	**মন্তব্য**
--	--	--	--

ইঞ্জিন চালিত নৌকা

ইউনিয়নেরনাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
তিলনা	--	--	--
সাপাহার	--	--	--
শিরন্টি	--	--	--
গোয়ালা	--	--	--
আইহাই	--	--	--
পাতাড়ী	--	--	--

স্থানীয় ব্যাবসায়ী

ইউনিয়নেরনাম	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল	মন্তব্য
তিলনা	মজবুল হক	০১৭৩৩ ১৬০৬০৯	সভাপতি
সাপাহার	মতিউর রহমান	০১৭১৬ ৮৫৯৮০৯	সভাপতি
শিরন্টি	মোঃ জিল্লুর রহমান	০১৭৩৩ ১১৬৬১১	চেয়ারম্যান
গোয়ালা	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	০১৭১৭ ১৫০৮১৮	সভাপতি
আইহাই	মোঃ হামিদুর রহমান	০১৭১৩ ৮১৫৩৮২	চেয়ারম্যান
পাতাড়ী	মোঃ তরিকুল ইসলাম	০১৭১৮ ১১৫৮২৭	চেয়ারম্যান

তথ্য সূত্র: উপজেলা পরিষদ,সাপাহার, ২০১৪

সংযুক্তি ৫

এক নজরে উপজেলা

আয়তন	২৪৪.৪৯ বর্গ কিঃমিঃ	গীর্জা	--
ইউনিয়ন	৬টি	ঈদগাঁহ্	১১১টি
মৌজা	১৫১টি	ব্যাংক	৭টি
গ্রাম	--	পোস্ট অফিস	১৩টি
পরিবার	৩৬২৩২টি	ক্লাব	৩৫টি
মোট জনসংখ্যা	১৬১৭৯২ জন	হাট বাজার	৮টি
পুরুষ	৮১৩০৪ জন	কবরস্থান	২৪২টি
মহিলা	৮০৪৮৮ জন	শ্মশান ঘাট	২৩টি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৭৬টি	মুরগির খামার	--
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৯টি	তাঁত শিল্প কারখানা	--
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়		গভীর নলকূপ	৩২৩টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৫টি	অগভীর নলকূপ	--
কলেজ	১টি	হস্ত চালিত নলকূপ	--
মাদ্রাসা (দাখিল, ফাজিল, এবতেদায়ী)	১৬টি	নদী	১টি
ব্র্যাক স্কুল	--	খাল	২৫টি
কিন্টার গার্ডেন স্কুল	--	বিল	১৭টি
শিক্ষার হার	--	হাওড়	--
কমিউনিটি ক্লিনিক	১৭টি	পুকুর	৮৫০ টি
বাঁধ	৭৭ টি	জলাশয়	
স্লুইচ গেট		কাঁচা রাস্তা	২৯৫.৭৫ কি. মি.
ব্রীজ	৭ টি	পাকা রাস্তা	৮৭.১৫ কি. মি.
কালভার্ট		মোবাইল টাওয়ার	--
মসজিদ	২৬০ টি	খেলার মাঠ	১২টি
মন্দির	১৩টি		

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রতিদিন	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

৬সন্ধ্যা *.৫০মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।

কমিউনিটি রেডিও এর প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
--	--	--	--

ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR)

দুর্যোগ সর্তকবার্তা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সাধারণ জনগনের মাঝে পৌছানোর নামই হচ্ছে ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR)। ১০৯৪১ এই নম্বরে ফোন করে আবহাওয়া ও বন্যা পূর্বাহাস এবং নদী বন্দরের পূর্ব সতর্কতা জানা সম্ভব।

সংযুক্তি ৭:

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এর সাথে মতবিনিময়, শেয়ারিং এবং সুপারিশ সমূহ (ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ/মিটিং)

সূচনা

এপ্রিল ২১, ২০১৪ স্থান সাপাহার উপজেলা অডিটরিয়মে সুশীলন (সিডিএমপি-২) এর অয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ/মিটিং)মতবিনিময়, শেয়ারিং এবং সুপারিশ সমূহ । এ আয়োজনে বা সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলার চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও সুশীলনের কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সহ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলার চেয়ারম্যান আলহাজ মোঃ সামসুল আলম শাহ্ চৌধুরী।

মূলকার্যক্রম

সকাল ১০.১৫ মিনিটে সুশীলনের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা সভার সভাপতি আলহাজ মোঃ সামসুল আলম শাহ্ চৌধুরী। এর অনুমতি নিয়ে এবং সকলের উপস্থিতিতে উপস্থাপনা শুরু করেন। পরে সুশীলনের অন্য এক অফিসার প্রজেক্টরের মাধ্যমে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সংগ্রহকৃত তথ্য-উপাত্ত সকলের সামনে তুলেধরেন। তথ্য-উপাত্ত দেখে বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেন তখন সুশীলনের একজন সদস্য সেইসব মতামত শব্দ গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে এবং হাতে কলমে লিপিবদ্ধ করেন।

ফিডব্যাক/সংশোধনী সমূহ

উপরিক্ত আলোচনা হতে যে সব তথ্য-উপাত্ত বেরিয়ে এসেছে সেগুলো নিচে দেওয়া হল

- প্রধান প্রধান আপদের মধ্যে বজ্রপাত, ফসলে পোকার আক্রমন, অগ্নিকান্ড, অপরিকল্পিত আবকাঠামো স্থাপন, চালকল থেকে নির্গত ধানের চিটা, ভূমি দখল ও ভূমিকম্প অবশ্যই থাকতে হবে।
- সাপাহার উপজেলায় পানির সমস্যা সবচেয়ে বড়
- বন্যার ক্ষেত্রে সক্ষমতা- নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং মেশিন, উপজেলায় ২৫ কি:মি: বাঁধ কিন্তু নতুন বেড়ী বাঁধ করার জায়গা আছে।
- নদীভাঙ্গানের ক্ষেত্রে সক্ষমতা-নদীর তীরে ব্যাপক ভাবে বাঁশ (শিকড় বিস্তৃত) জাতীয় গাছ লাগানোর সুযোগ আছে।
- খরার ক্ষেত্রে সক্ষমতা- লবণ সহনশীল ফসল উৎপাদন করার সুযোগ আছে।
- উপজেলাতে বিখ্যাত জবই বিল অবস্থিত। তাছাড়া ছোট-বড় মিলে ১৭টি বিল অছে।
- অইহাই, পাতাড়ী, গোয়ালার উত্তরাংশ ও শিরন্টির উত্তর-পশ্চিমাংশ জবই বিল ও পুনর্ভবা নদী সংলগ্ন এলাকা নদীভাঙ্গানের প্রবনতা বেশী ।
- সাপাহার উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক দল আছে।
- এ উপজেলায় বড় ধরনের দুর্যোগ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া।

বিশেষ আলোচনা

এই আলোচনা সভায় উপস্থিত উপজেলার চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ সকলের মতামত ও আলোচনার মাধ্যমে উপরিক্ত সংশোধনী পাওয়া গেছে। সর্বশেষ, সুশীলন (সিডিএমপি-২) কর্তৃক আয়োজিত এই আলোচনা সভাটি উপজেলার চেয়োরম্যান এবং এই সভার সভাপতি আলহাজ মোঃ সামসুল আলম শাহ্ চৌধুরী বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং সকলের পক্ষ থেকে সুশীলনকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের কাজটি নিজেরাই করেছে। এটা আমাদের উপজেলার জন্য খুবই প্রয়োজন। তিনি সুশীলন কর্মীদেরকে বিনয়ের সাথে বলেন তারা যেন সংশোধনী গুলো বইতে অন্তর্ভূক্ত করে উপজেলাতে পৌঁছিয়ে দেন। এধরেনর একটি বই উপজেলাতে থাকা খুবই জরুরি। আমি আবারও সুশীলনকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই আলোচনা সভা সমাপ্ত করলাম।

সংযুক্তি ৮

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান	আশ্রায় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
প্রাইমারি স্কুল	সাপাহার মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৭	০৪	সাপাহার	না
	তেঘরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৭	০৬	তেঘরিয়া	না
	পিছলডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৭০	০৮	পিছলডাঙ্গা	না
	মির্জাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৫	০৬	মির্জাপুর	না
	বাহারপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	০৫	বাহারপুর	না
	মহজিদপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	০৬	মহজিদপাড়া	না
	কুচিন্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫৫	০৫	কুচিন্দা	না
	ভওইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১২	০৬	ভওইল	না
	খঞ্জনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭১	০৪	খঞ্জনপুর	না
	খেড়ুন্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	০৩	খেড়ুন্দা	না
	শিরন্টী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৯	০৪	শিরন্টী	না
	গোপালপুর মরাডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১০	০৫	গোপালপুর	না
	তাঁতইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৬	০৫	তাঁতইর	না
	বাগডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২২	০৫	বাগডাঙ্গা	না
	জবই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৫	০৬	জবই	না
	আশড়ন্দ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৩	০৪	আশড়ন্দ	না
	আইহাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৮	০৩	আইহাই	না
	চক চন্ডি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৬	০৪	চক চন্ডি	না
	গৌরীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৪	০৪	গৌরীপুর	না
	তুলশী ডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০২	০৫	তুলশী ডাঙ্গা	না
	তিলনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৪	০৪	তিলনী	না
	বৈকন্ঠপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪২	০৪	বৈকন্ঠপুর	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান	আশ্রায় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
	রামাশ্রম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১১	০৩	রামাশ্রম	না
	মির্জাপুর বোরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৪	০৫	মির্জাপুর বোরা	না
	কলমুডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৪	০৫	কলমুডাঙ্গা	না
	মিরাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৩	০৩	মিরাপাড়া	না
	খোট্টাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৩	০৩	খোট্টাপাড়া	না
	নিশ্চিন্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৯	০৩	নিশ্চিন্তপুর	না
	কোচকুড়লীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৩	০৪	কোচকুড়লীয়া	না
	গোয়ালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩২	০৪	গোয়ালা	না
	বেলডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২১	০৪	বেলডাঙ্গা	না
	কামাশপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪২	০৪	কামাশপুর	না
	তিলনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৩	০৪	তিলনা	না
	সুন্দরা দিঘীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৩	০৪	সুন্দরা দিঘীপাড়া	না
	দেওপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪২	০৪	দেওপাড়া	না
	ভাগপরুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩২	০৪	ভাগপরুল	না
	ওড়নপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৪	০৪	ওড়নপুর	না
	বাদদমদমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৭	০৪	বাদদমদমা	না
	শিহলী বিদিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৩	০৪	শিহলী বিদিরপুর	না
	বারদোয়াশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৩	০৪	বারদোয়াশ	না
	গোটাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৭	০৪	গোটাপাড়া	না
	চকগোপাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৯	০৪	চকগোপাল	না
	পঃ হরিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৪	০৪	পঃ হরিপুর	না
	মামুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫১	০৪	মামুরিয়া	না
	নারায়নপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬	০৫	নারায়নপুর	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান	আশ্রায় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
	চন্দুরা বাবুপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৭	০৩	চন্দুরা বাবুপুর	না
	গাঞ্জাকুড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩২	০৫	গাঞ্জাকুড়ি	না
	উমইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৯	০৪	উমইল	না
	উঃ কমলুডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৯	০৫	উঃ কমলুডাঙ্গা	না
	বলদিয়াঘাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৩	০৫	বলদিয়াঘাট	না
	নুরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৮	০৫	নুরপুর	না
	কল্যানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬	০৩	কল্যানপুর	না
	হুজরাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	০৪	হুজরাপুর	না
	শ্রী ধর বাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬	০৪	শ্রী ধর বাটি	না
	রোদ গ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৬	০৬	রোদ গ্রাম	না
	চাঁচা হার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৬	০২	চাঁচা হার	না
	বিরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৫	০৪	বিরামপুর	না
	সিংড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৩	০৪	সিংড়া	না
	সোনাডাঙ্গা সরকার পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৩	০৫	সোনাডাঙ্গা	না
	পশ্চিম কলমুডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৬	০৬	পশ্চিম কলমুডাঙ্গা	না
	বাসুল ডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৩	০৬	বাসুল ডাঙ্গা	না
	ফুরকুটি ডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯২	০৫	ফুরকুটি ডাঙ্গা	না
	বাখরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩২	০৪	বাখরপুর	না
	হাপানিয়া পূর্বপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৬	০৫	হাপানিয়া	না
	ভকনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৬	০৬	ভকনা	না
	জয়পুর রাজ্যধর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৭	০৬	জয়পুর রাজ্যধর	না
	মদনসিং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৬	০৩	মদনসিং	না
	বৈদ্যপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩২	০৭	বৈদ্যপুর	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান	আশ্রায় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
	মির্জাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৮	০৪	মির্জাপুর	না
	খিদিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৮	০৪	খিদিরপুর	না
	বাদচহেড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৩৮	০৮	বাদচহেড়া	না
	পদলপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৭	০৪	পদলপাড়া	না
	কৈবর্ত্তগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৭	০৬	কৈবর্ত্তগ্রাম	না
	তিলনা চক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৭০	০৮	তিলনা চক	না
	পাতাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৫	০৬	পাতাড়ী	না
	নিশ্চিন্তপুর বড়ডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	০৫	নিশ্চিন্তপুর বড়ডাঙ্গা	না
	বাগমারী উচলাহার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	০৪	বাগমারী উচলাহার	না
	বাদউপরইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫৫	০৫	বাদউপরইল	না
	সদলপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৪	০৬	সদলপাড়া	না
	কুচিন্দরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭০৪	১০	কুচিন্দরী	না
	গোয়ালা মন্ডল পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮১	০৫	গোয়ালা মন্ডল	না
	হরিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮১	০৬	হরিপুর	না
	ফুরকুটি ডাঙ্গা আনক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০১	০৫	ফুরকুটি ডাঙ্গা আনক	না
	মধইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৩	০৪	মধইল	না
	পশ্চিম কামাশপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৩	০৫	পশ্চিম কামাশপুর	না
	দোয়াশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৬	০৬	দোয়াশ	না
	সোনাপুকুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৭৩	০৬	সোনাপুকুর	না
	কৃষসদা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৫	০৪	কৃষসদা	না
	রায়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৭	০৪	রায়পুর	না
	শাহাবাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৬	০৫	শাহাবাজপুর	না
	গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯২	০৬	গোপালপুর	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান	আশ্রায় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
	মানিকুড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৭	০৬	মানিকুড়া	না
	তিলনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৬	০৩	তিলনা	না
	শিতল ডাঙ্গা রামরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩২	০৭	শিতল ডাঙ্গা রামরামপুর	না
কলেজ	সাপাহার সরকারী ডিগ্রী কলেজ	৩৫৩	১৭	সাপাহার	না
	চৌধরী চাঁন মোহম্মদ মহিলা ডিগ্রী কলেজ	৪৪৩	১৯	সাপাহার	না
	দিঘীর হাট কলেজ	৪৫৫	২১	গোয়ালা	না
	তিলনা কলেজ	৩৬৭	১৭	তিলনা	না
	ভিওইল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	২৯৫	১৭	শিরণ্টি	না
	আশড়ন্দ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	২৩৫	১৯	আইহাই	না
বিদ্যালয়	সাপাহার সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৩২৯	১৭	সাপাহার	না
	তেঘড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়	৩২৩	১৫	তেঘড়িয়া, সাপাহার	না
	পিছলডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়	২৬১	১৪	পিছলডাঙ্গা, সাপাহার	না
	মহজিতপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	২৩৩	১৩	মহজিতপাড়া, সাপাহার	না
	সাপাহার জামান নগর উচ্চ বিদ্যালয়	২৩২	১৫	সাপাহার	না
	সাপাহার পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	৩২৮	১৮	সাপাহার	না
	সাপাহার ডাঙ্গাপাড়া উচ্চ বিদ্রারয়	২০৯	১২	সাপাহার	না
	মির্জাপুর জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২০৭	১৪	মির্জাপুর, সাপাহার	না
	বাহাপুর নিন্ম মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	২৮৯	১৫	বাহাপুর, সাপাহার	না
	নিশ্চিন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২৭৬	১৫	নিশ্চিন্তপুর, গোয়ালা	না
	খোট্রাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	৩১৬	১৭	খোট্রাপাড়া, গোয়ালা	না
	মীরাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	২২৭	১৩	মীরাপাড়া, গোয়ালা	না
	কোচকুরলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	২৪৭	১৪	কোচকুরলিয়া, গোয়ালা	না
	চহেড়া আলাদিপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২৫৪	১৪	বাদচহেড়া, গোয়ালা	না
	গোয়ালা উচ্চ বিদ্যালয়	২৩৪	১৩	কৈবর্তগ্রাম, গোয়ালা	না
	গোয়ালা নিন্ম মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	২১২	১২	গোয়ালা	না
	আলহেলাল ইসলামী একাডেমী(স্কুল)	২১৭	১২	কুচিন্দা, শিরণ্টি	না
	ভিওইল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	২৩৪	১৪	ভিওইল, শিরণ্টি	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান	আশ্রায় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
	পাড়াশৈল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২৫৪	১৩	পাড়াশৈল, শিরণ্টি	না
	শিরণ্টি ময়নাকুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়	২৫৮	১২	শিরণ্টি	না
	জবই সমিজা বেগম উচ্চ বিদ্যালয়	২৩৯	১৪	জবই, শিরণ্টি	না
	তাঁতইর বাখরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২৭৬	১৫	তাঁতইর, শিরণ্টি	না
	বিন্যাকুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়	২৬৫	১৪	বিন্যাকুড়ি, শিরণ্টি	না
	খঞ্জনপুর নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	২৫৪	১৪	রামরামপুর, শিরণ্টি	না
	রামরামপুর শীতলডাঙ্গা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২২৯	১৪	শীতলডাঙ্গা, শিরণ্টি	না
	তিলনা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	২২৩	১৩	তিলনা	না
	তিলনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২৬১	১৪	তিলনা	না
	পদলপাড়াগোটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	২৩৩	১২	পদলপাড়া, তিলনা	না
	চকগোপাল উচ্চ বিদ্যালয়	২৩২	১৫	চকগোপাল, তিলনা	না
	ওড়নপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২২৮	১৩	ওড়নপুর, তিলনা	না
	ভাগপারুল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২০৯	১২	ভাগপারুল, তিলনা	না
	আশড়ন্দ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	২০৭	১৪	আশড়ন্দ, আইহাই	না
	মধইল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২৮৩	১৫	মধইল, আইহাই	না
	আইহাই উচ্চ বিদ্যালয়	২৭৬	১৫	আইহাই	না
	গৌড়ীপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২১৬	১২	আইহাই	না
	কলমুডাংগা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২২৭	১৩	কলমুডাংগা, পাতাড়ী	না
	তিলনপাতাড়ী নয়াবাজার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৪৭	১৪	কলমুডাংগা, পাতাড়ী	না
মাদ্রাসা	সাপাহার সরফুল্লাহ্ ফাজিল মাদ্রাসা	২১২	১৬	সাপাহার	না
	শাহাবাজপুর মাজঃউলুম আলিম মাদ্রাসা	১৮৯	১৪	শাহাবাজপুর, সাপাহার	না
	পিছলডাংগা মিফতাহুল দাখিলমাদ্রাসা	১৪৫	১২	পিছলডাংগা, সাপাহার	না
	ধর্মপুর দাখিল মাদ্রাসা	১২১	১১	ধর্মপুর,সাপাহার	না
	মানিকুড়া দাখিল মাদ্রাসা	১৪৩	১২	মানিকুড়া,সাপাহার	না
	মহজিদপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	১৩৯	০৯	মহজিদপাড়া,সাপাহার	না
	তুলশীপাড়া মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	১৮৯	১০	তুলশীপাড়া,সাপাহার	না
	সাপাহার মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	১৯৯	০৮	সাপাহার	না
	হাপানিয়া কে. এম. ফাজিল	১৪৫	১১	হাপানিয়া, গোয়ালা	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান	আশ্রায় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
	মাদ্রাসা				
	সেনপুর এড়েন্দা দাখিল মাদ্রাসা	১৩৪	১২	সেনপুর, গোয়ালা	না
	খোট্টাপাড়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	১৭৪	১৩	খোট্টাপাড়া, গোয়ালা	না
	খোট্টাপাড়া ইসলামিয়া মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	১৭৮	১৩	খোট্টাপাড়া, গোয়ালা	না
	মাইপুর নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৮৩	০৯	মাইপুর, গোয়ালা	না
	পলাশডাংগা দাখিল মাদ্রাসা	১৪৬	১১	পলাশডাংগা, গোয়ালা	না
	আলাদীপুর দাখিল মাদ্রাসা	১৯৩	১০	আলাদীপুর, গোয়ালা	না
	জবই সুফিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	১৪২	১১	জবই, শিড়ন্টি	না
	গোপালপুর হারুন অর রশিদ ফাজিল মাদ্রাসা	১৮৩	১১	গোপালপুর, শিড়ন্টি	না
	খঞ্জনপুর তালঃ পতিঃ ইসঃ আলিম মাদ্রাসা	১৯১	১০	খঞ্জনপুর,শিড়ন্টি	না
	কৈকুড়ী শীতলডাংগা আলিম মাদ্রাসা	১৮৮	১০	কৈকুড়ী,শিড়ন্টি	না
	মরাডাংগা ময়নাকুড়ি আলিম মাদ্রাসা	১৮৬	০৯	মরাডাংগা, শিড়ন্টি	না
	ইসলামপুর দাখিল মাদ্রাসা	১২৮	০৮	ইসলামপুর, শিড়ন্টি	না
	উমইল মোহাম্মদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৩৭	০৯	উমইল, শিড়ন্টি	না
	বাখরপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	১৬৯	১০	বাখরপুর, শিড়ন্টি	না
	ত্রিশুলডাংগা রাইপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	১৯৮	১১	রাইপুর, শিড়ন্টি	না
	চাঁচাহার ফাজিল মাদ্রাসা	১৭৫	১১	চাঁচাহার, তিলনা	না
	সুন্দরা বেহেতর দাখিল মাদ্রাসা	১৯৫	১০	বেহেতর,তিলনা	না
	দেওপাড়া শিংপাড়া তেতুলিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৮২	০৯	ছোট তেতুলিয়া, তিলনা	না
	জামালপুর দাখিল মাদ্রাসা	১৪৭	১১	জামালপুর, তিলনা	না
	মুংরইল এম, পি, ফাজিল মাদ্রাসা	১৩২	০৮	মুংরইল,আইহাই	না
	রসুলপুর দাখিল মাদ্রাসা	১২২	০৮	রসুলপুর, আইহাই	না
	পাহাড়ি পুকুর দাখিল মাদ্রাসা	১৪৮	০৯	পাহাড়ি পুকুর,আইহাই	না
	ভাবুক এন. এস. দাখিল মাদ্রাসা	১২৬	১০	ভাবুক, আইহাই	না
	মালীপুর মানিকপীর দাখিল মাদ্রাসা	১৮৬	১০	মালীপুর, আইহাই	না
	আইহাই দাখিল মাদ্রাসা	১২৩	০৯	আইহাই	না
	মির্জাপুর দাখিল মাদ্রাসা	১৩২	০৯	মির্জাপুর, আইহাই	না
	পাতাড়ী ফাজিল মাদ্রাসা	১৩৬	০৯	পাতাড়ী	না
	করমুডাংগা জোহাকিয়া	১৭১	০৮	করমুডাংগা, পাতাড়ী	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান	আশ্রায় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
	আলিম মাদ্রাসা				
	বৈকুণ্ঠপুর তিলনি দাখিল মাদ্রাসা	১৮২	১০	বৈকুণ্ঠপুর, পাতাড়ী	না
	আদাতলা দারুল হেদায়েত দাখিল মাদ্রাসা	১৪২	০৯	আদাতলা, পাতাড়ী	না
	জয়দেবপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৭১	১০	জয়দেবপুর, পাতাড়ী	না
	শিমুলডাংগা ইসঃ দাখিল মাদ্রাসা	১৫৩	১০	শিমুলডাংগা, পাতাড়ী	না
	বলদিয়ারঘাট মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	১৩৭	০৮	বলদিয়ারঘাট, পাতাড়ী	না
	তিলন সরণী দাখিল মাদ্রাসা	১৪৩	০৯	তিলনি, পাতাড়ী	না
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	কাড়িয়াপাড়া স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা	১৯৯	০৯	কাড়িয়াপাড়া, পাতাড়ী	না
	তিলনি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা	১৯৫	০৮	তিলনি, পাতাড়ী	না
	কৃষ সদা স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা	১৪৩	০৮	কৃষ সদা, গোয়ালা	না
	মরাডাংগা স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা	১৭৩	০৮	মরাডাংগা, শিড়ন্টি	না

সংযুক্তি ৯: আপদ মানচিত্র (অনাবৃষ্টি)

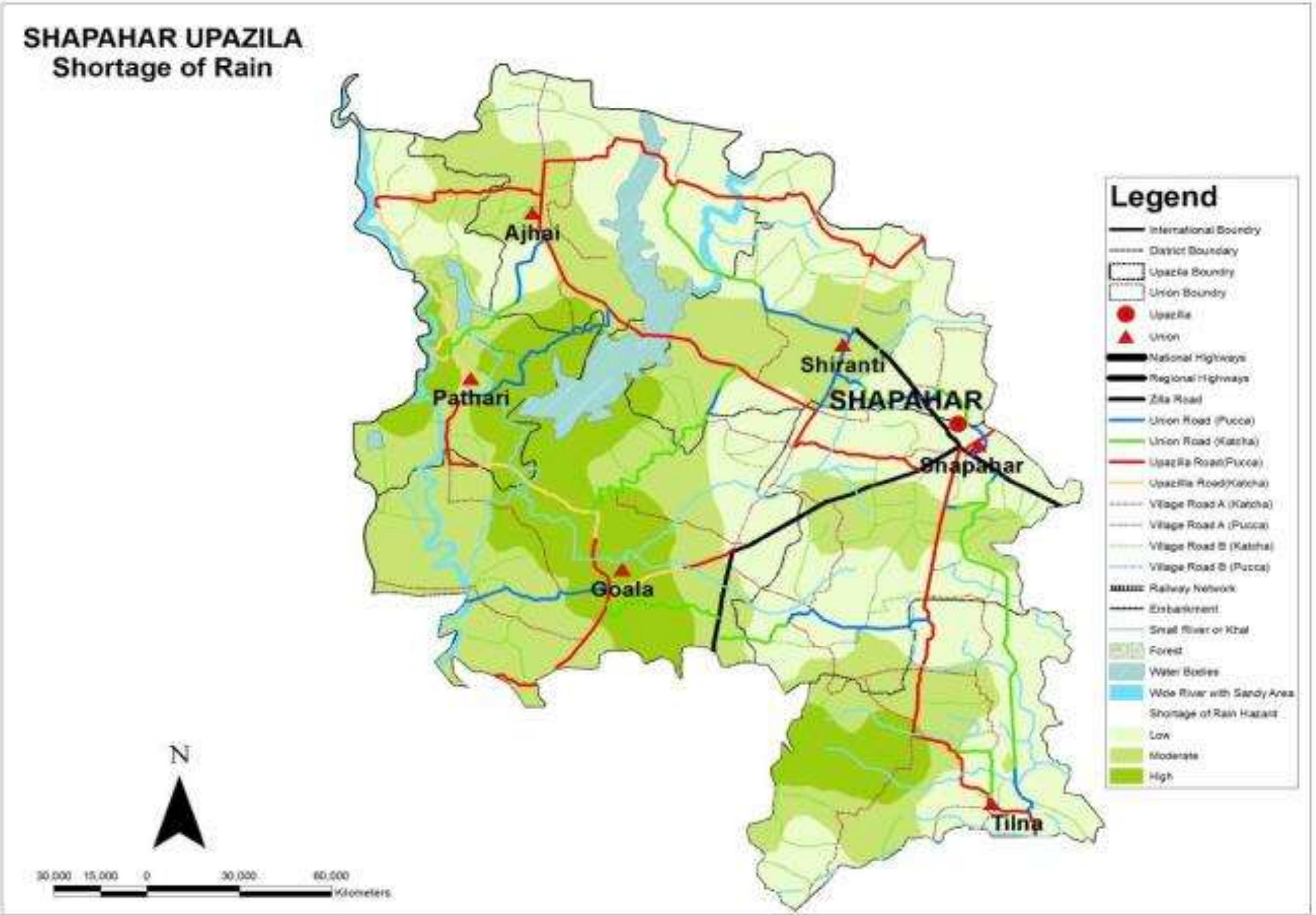

সংযুক্তি ১০: আপদ মানচিত্র (শৈতপ্রবাহ)

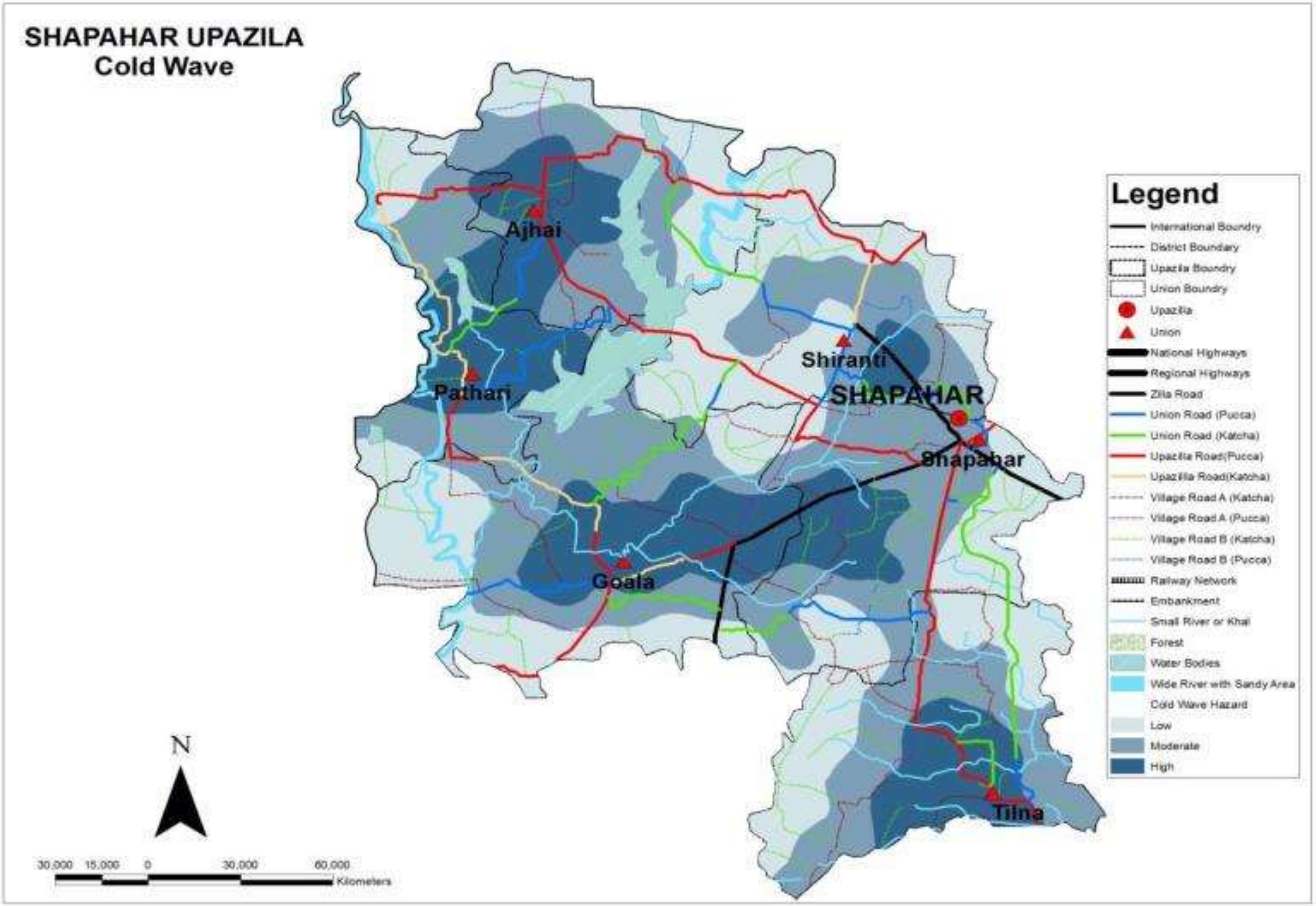

সংযুক্তি ১১: আপদ মানচিত্র (খরা)

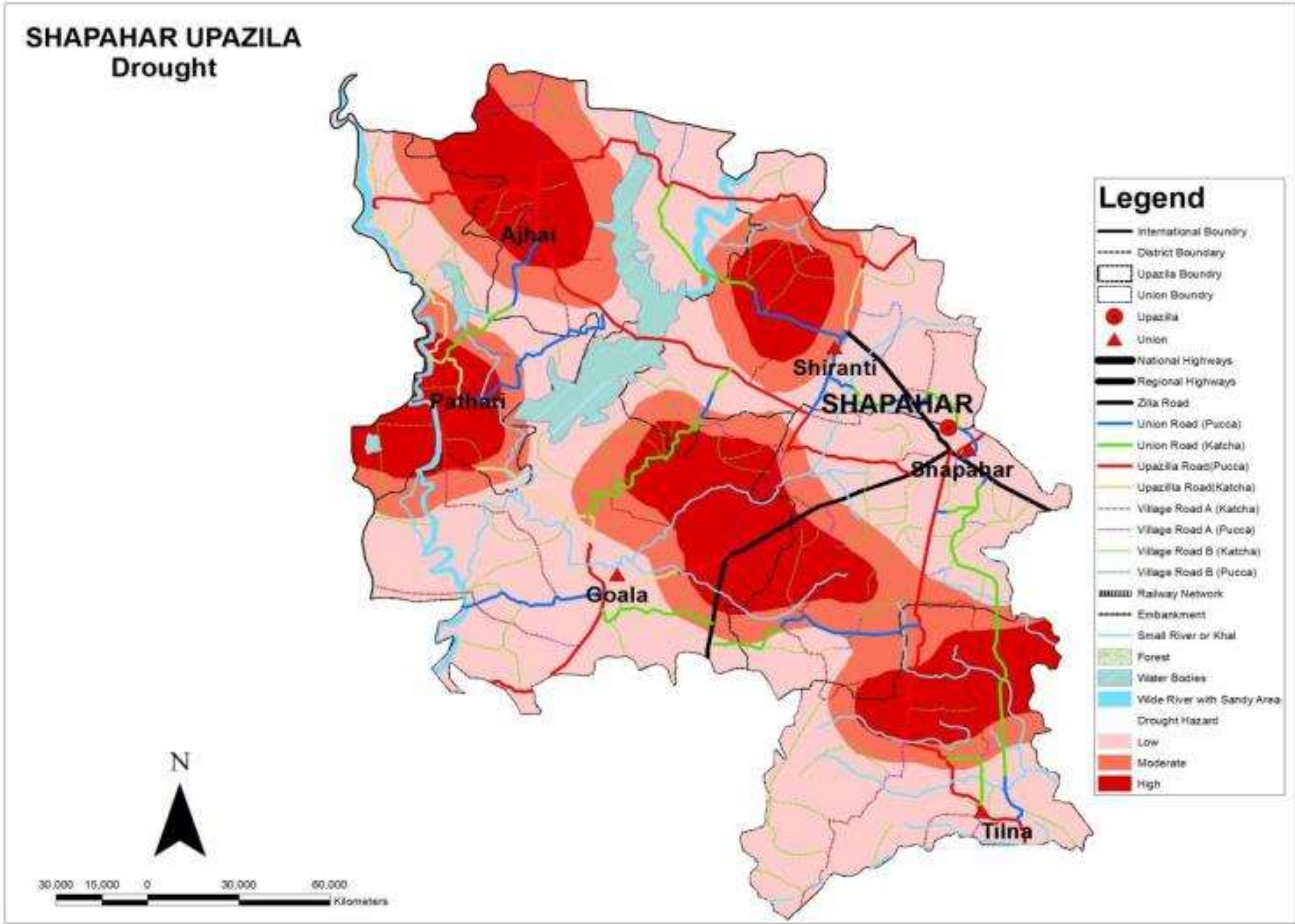

সংযুক্তি ১২: আপদ মানচিত্র (পানির স্তর)

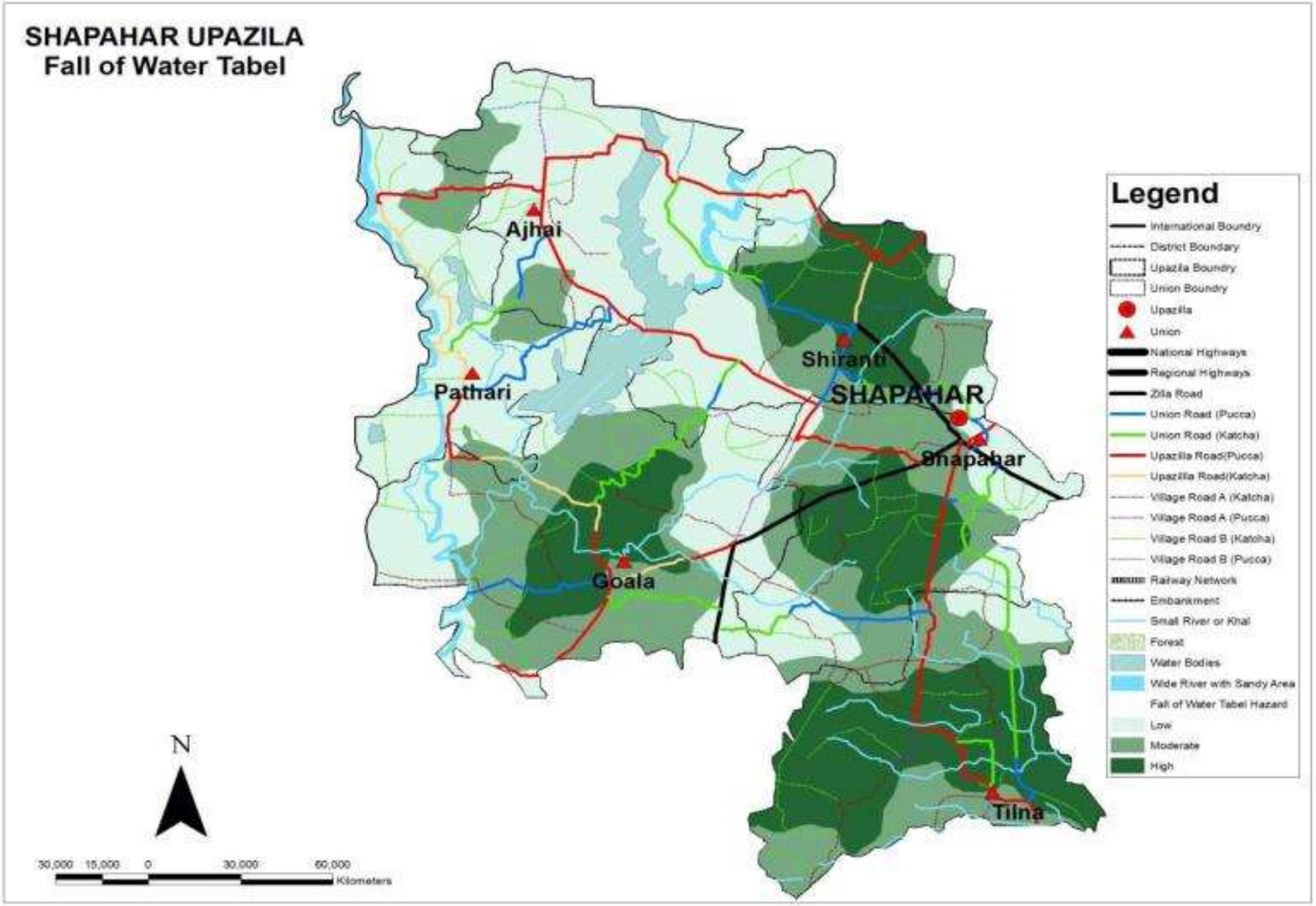

সংযুক্তি ১৩: আপদ মানচিত্র (বন্যা)

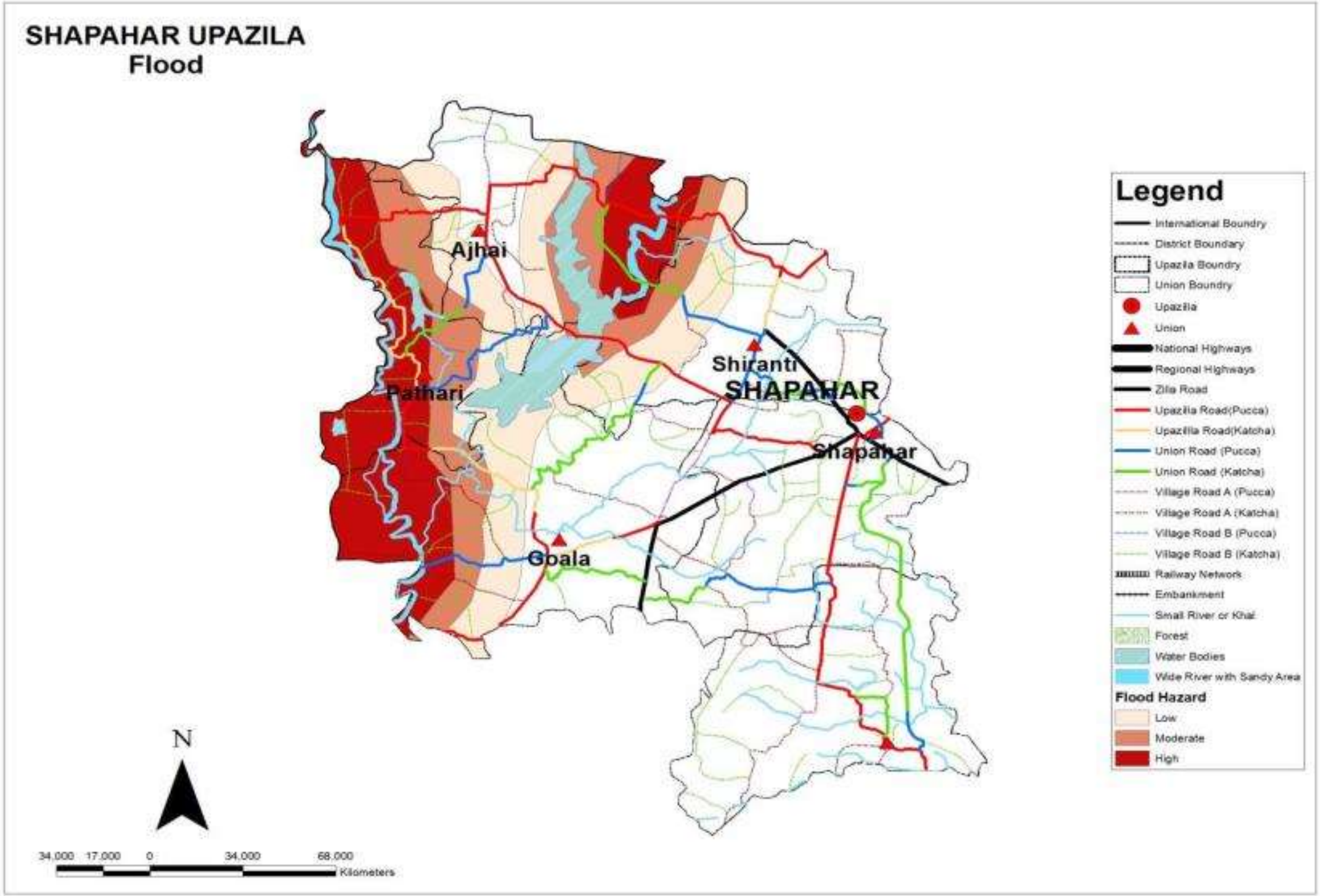

সংযুক্তি ১৪: আপদ মানচিত্র (নদী ভাঙন)

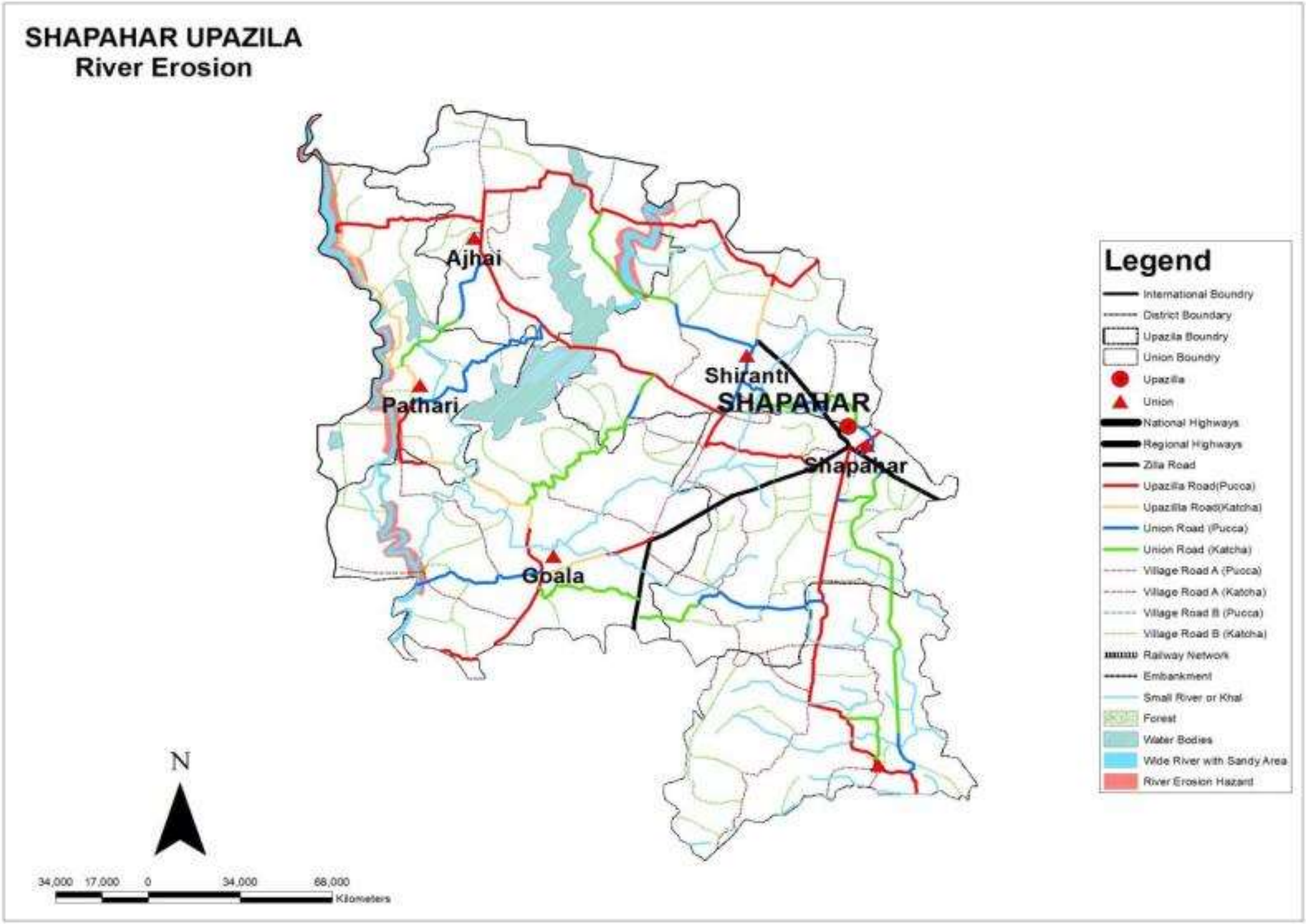

সংযুক্তি ১৫: আপদ মানচিত্র (ঝড়)

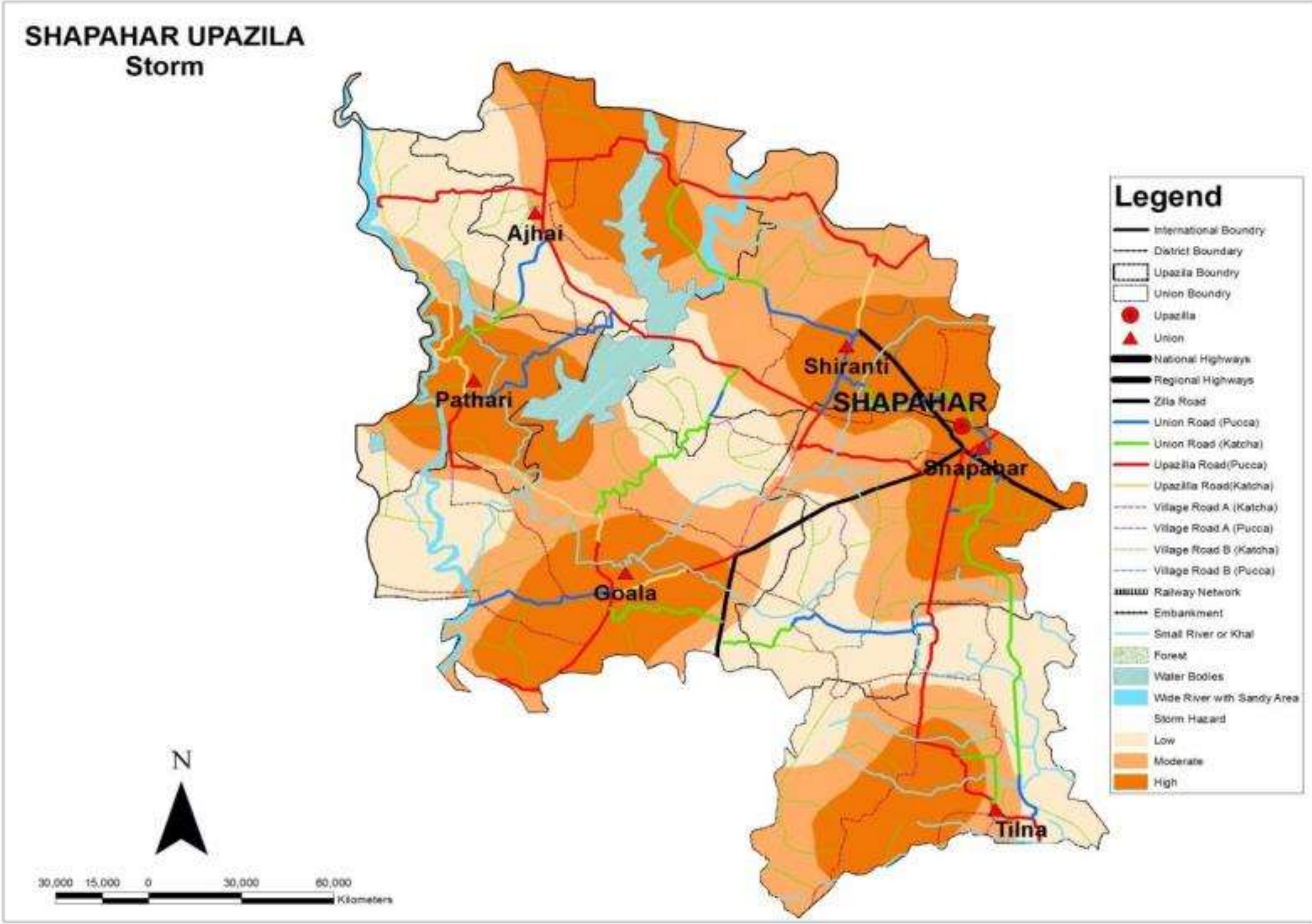

সংযুক্তি ১৬: ঝুঁকির মানচিত্র (শৈতপ্রবাহ)

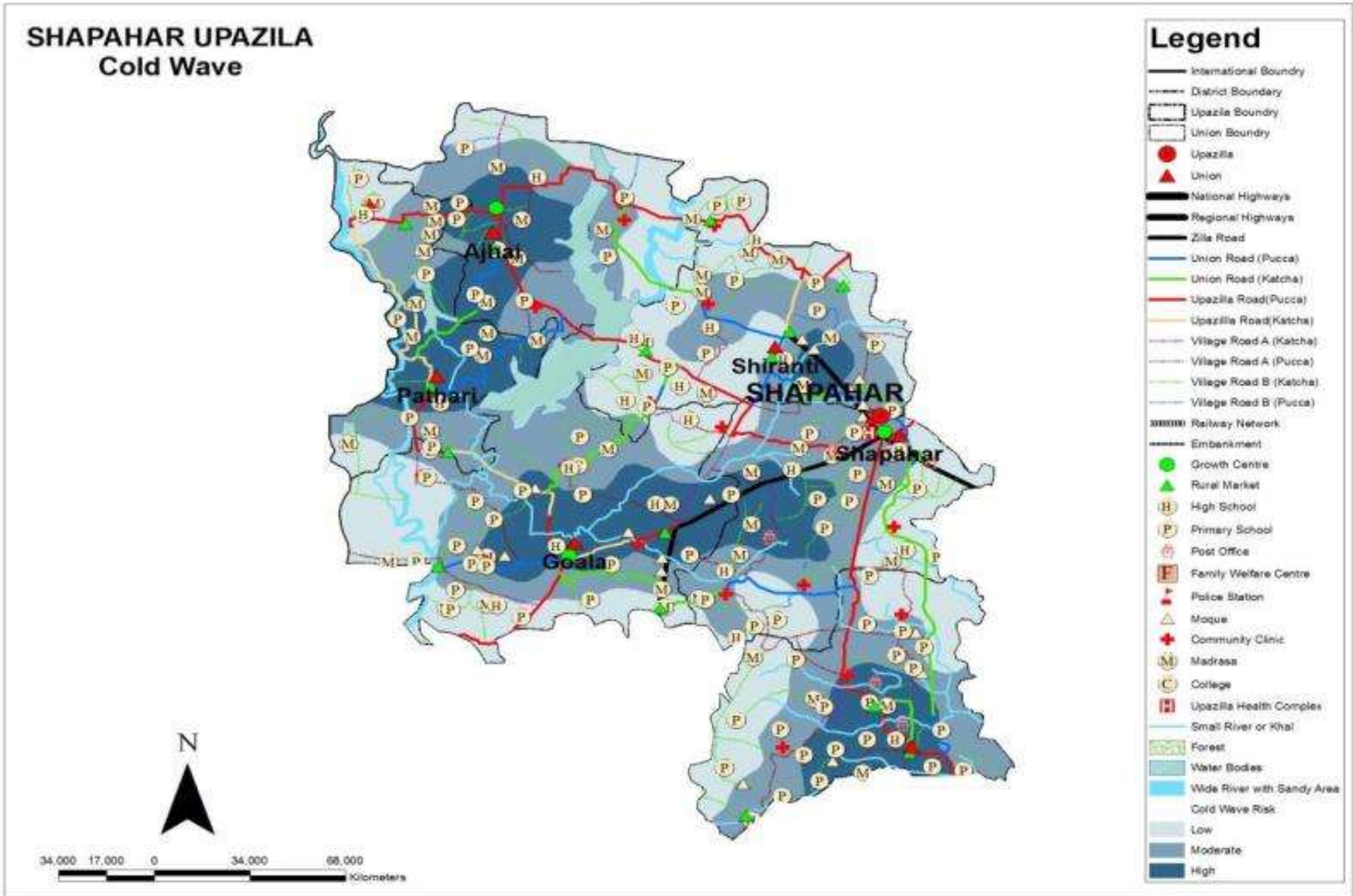

সংযুক্তি ১৭: ঝুঁকির মানচিত্র (খরা)

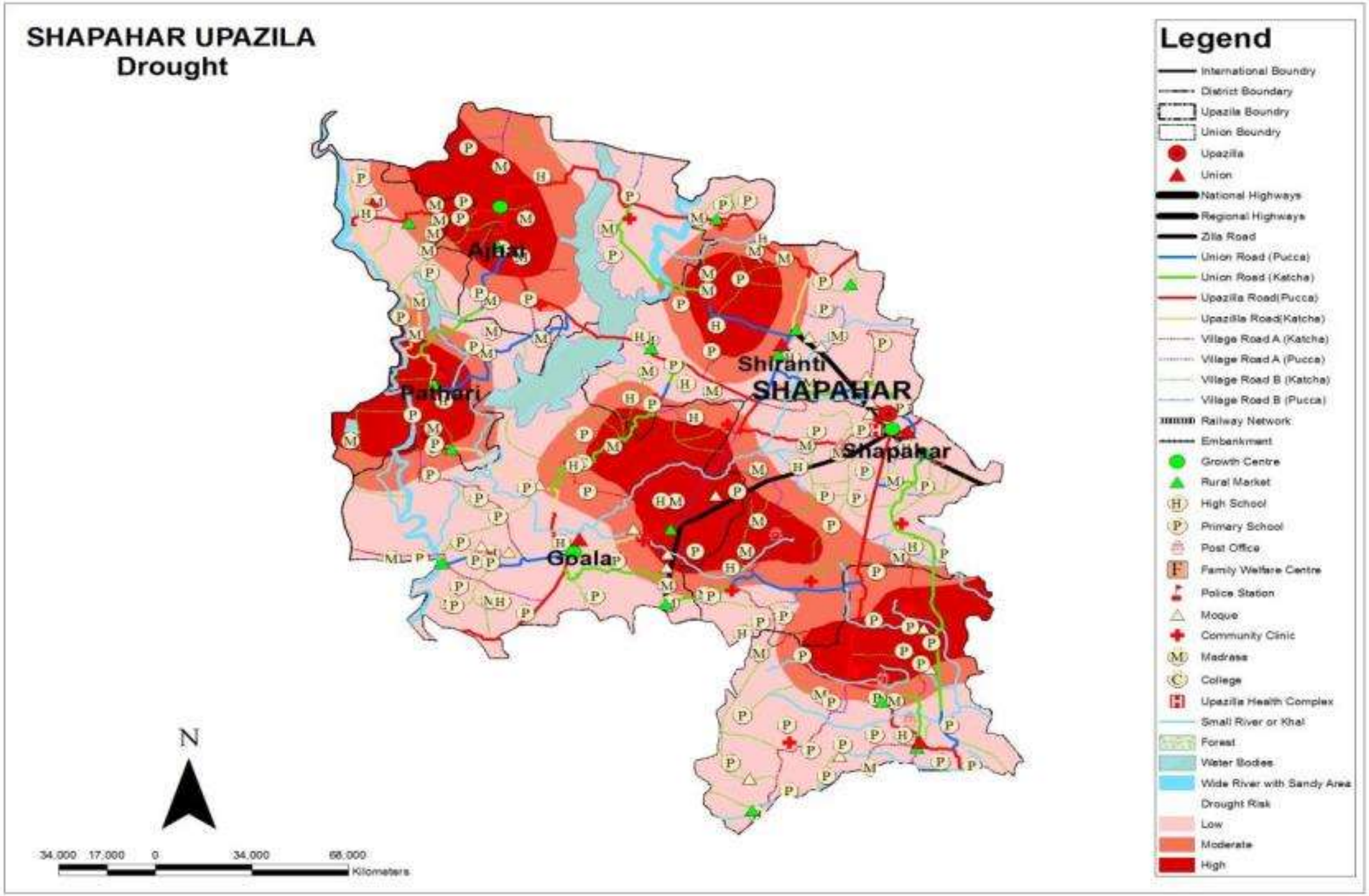

সংযুক্তি ১৮: ঝুঁকির মানচিত্র (পানির স্তর)

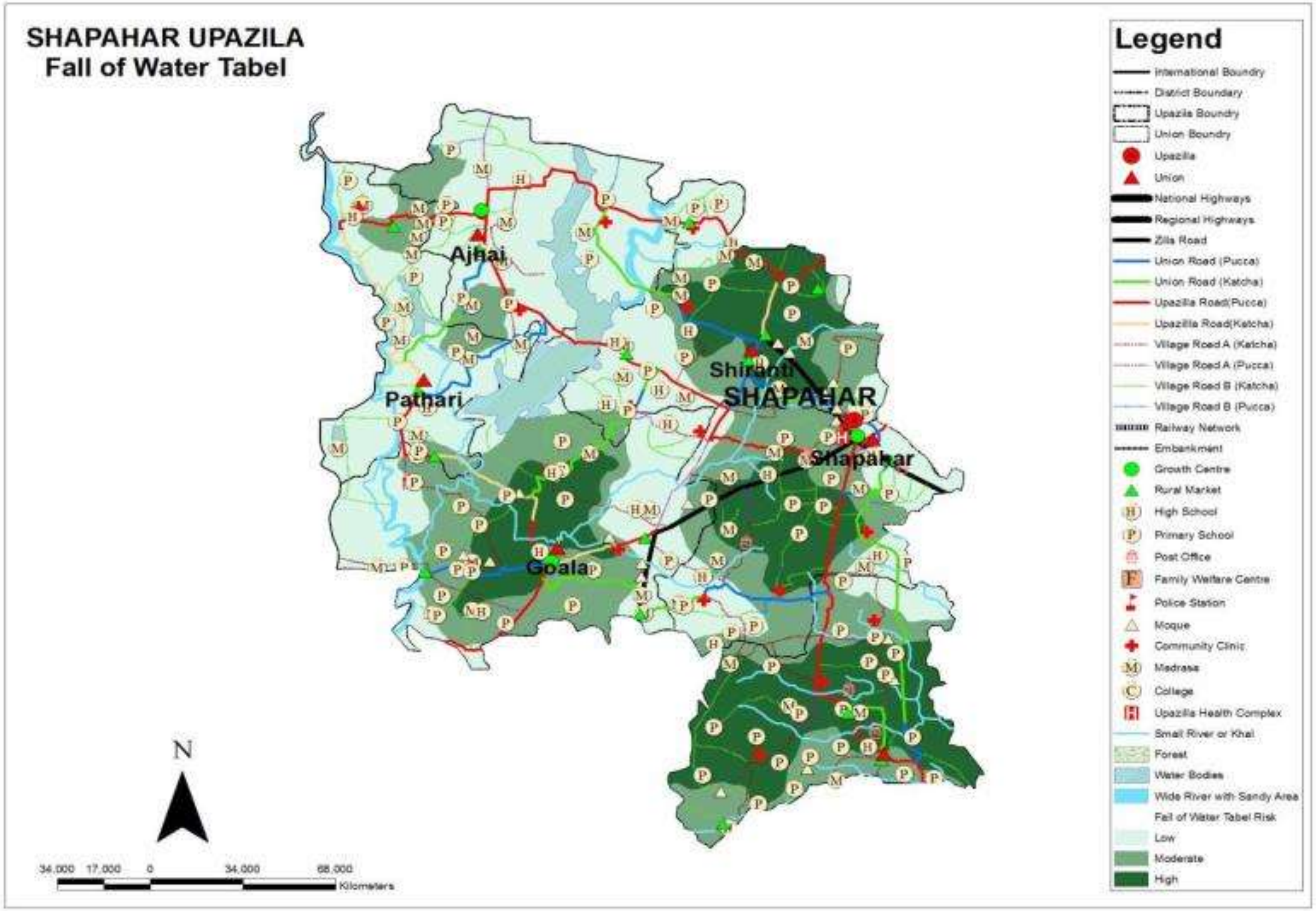

সংযুক্তি ১৯: ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা)

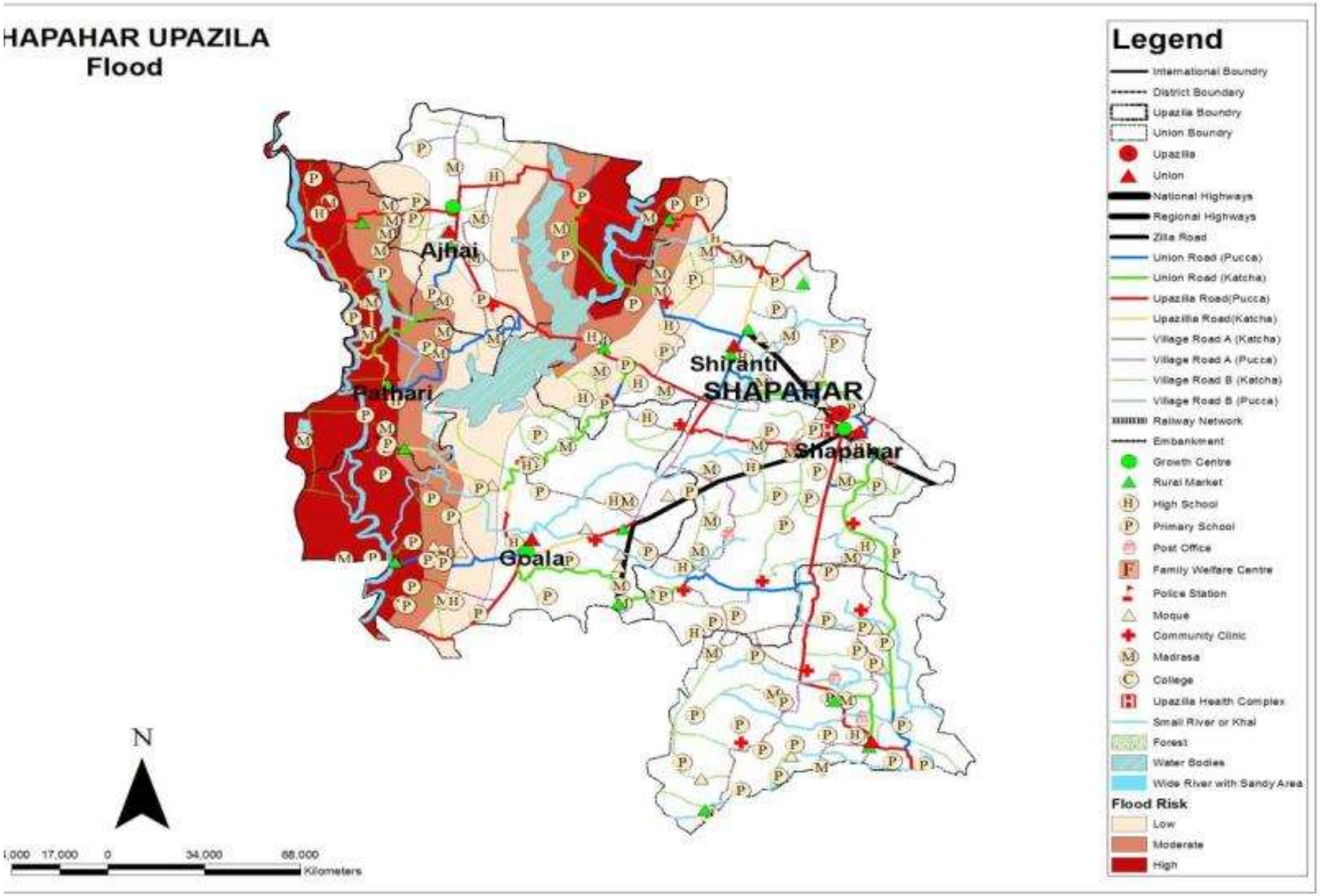

সংযুক্তি ২০: ঝুঁকির মানচিত্র (নদী ভাঙন)

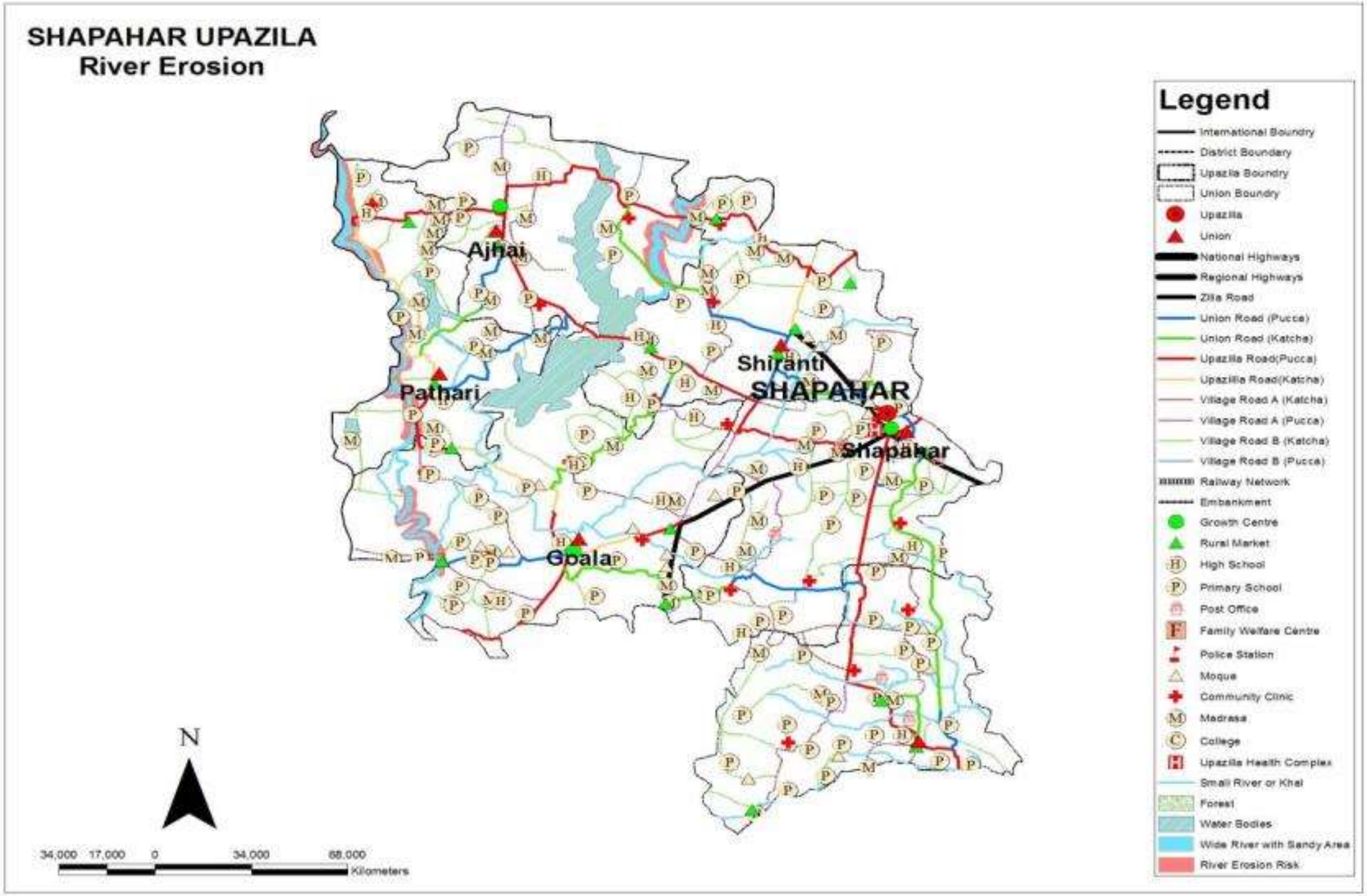

সংযুক্তি ২১: ঝুঁকির মানচিত্র (অনাবৃষ্টি)

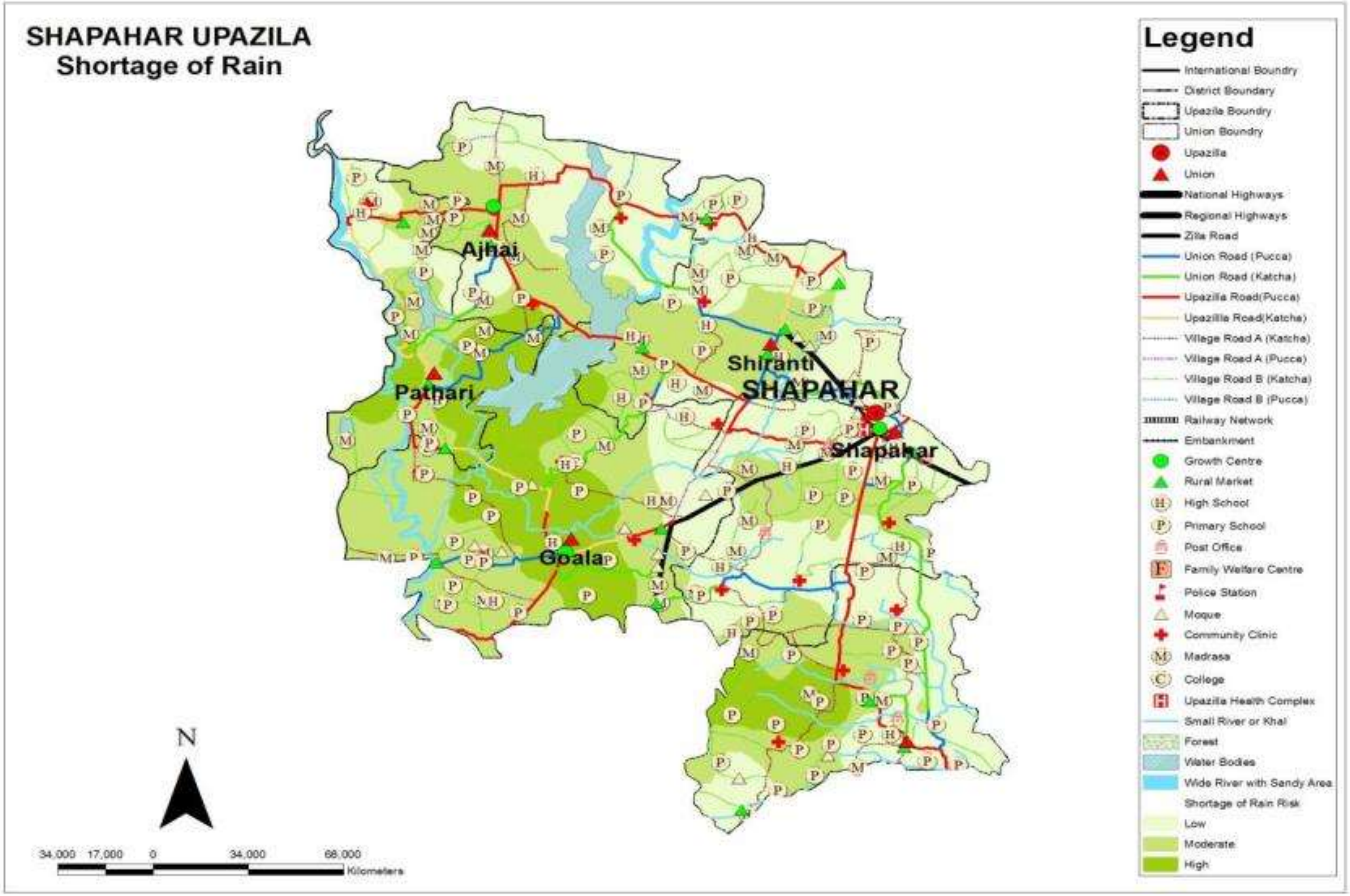

সংযুক্তি ২২: ঝুঁকির মানচিত্র (ঝড়)